৯ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৭

- সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান
- সন্তান লালন-পালন
- জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কতিপয় কারণ
- জঙ্গীবাদ প্রতিকারের উপায়
- ইসলামই চিরন্তন প্রগতিবাদ
- ইসলামী পাঠদান পদ্ধতি
- ইসলাম শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা

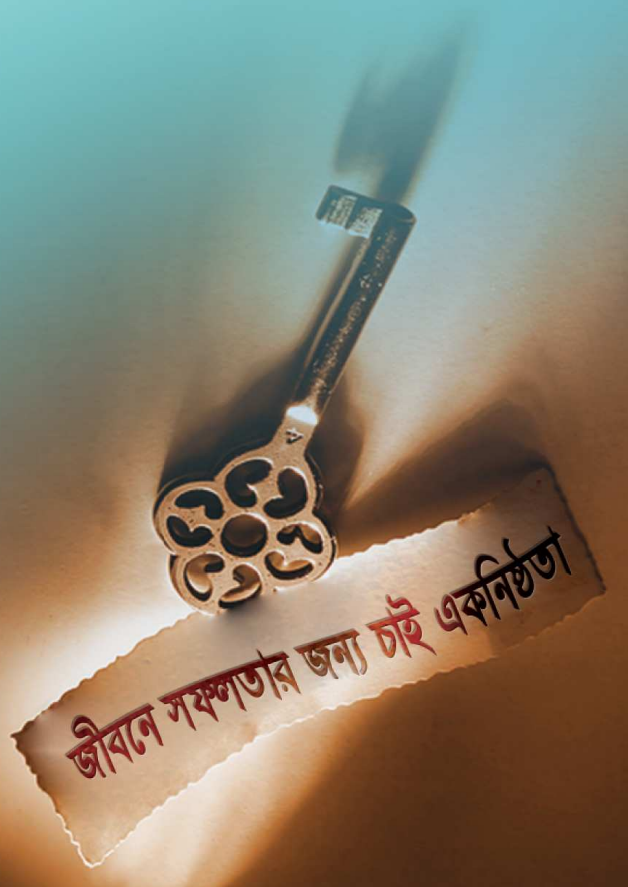

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

২৯ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **তাবলীগ** ৫
  সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান (২য় কিস্তি)
  অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** ৯
  সন্তান প্রতিপালন (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- **তাজদীদে মিল্লাত** ১৮
  জঙ্গীবাদ প্রতিকারের উপায়
  কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- **চিন্তাধারা** ২২
  ইসলামই চিরন্তন প্রগতিবাদ
  লিলবর আল-বারাদী
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৭
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ** ৩১
  জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার কতিপয় কারণ (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **শিক্ষা ও সাহিত্য** ৩৭
  ইসলামী পাঠদানের পদ্ধতি (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  আব্দুল্লাহ
- **তারুণ্যের ভাবনা** ৪২
  ইসলাম শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা
  মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৪৬
  মেঘের রাজ্য সাজেকে (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৪৯
  মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
- **কবিতা** ৫১
  - **তাওহীদের ডাক**
  - **অছিয়তনামা**
  - **জ্ঞানার্জনে তুমি**
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

জীবনে সফলতার জন্য চাই একনিষ্ঠতা

পৃথিবীতে যারা সফলতার সর্বশিখরে আরোহণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের মাঝে সাধারণ যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় তা হ'ল একনিষ্ঠতা। যারা যে কাজে একনিষ্ঠ ও সৎ থেকেছেন, বিশ্বস্ততার সাথে নিজের কর্তব্য সমাধা করেছেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে সফলতার মুকুট পরেছেন। যদিওবা কেউ জীবদ্দশায় সফল হননি, তবুও পরবর্তী প্রজন্ম তার ফসল যুগ যুগ ধরে ভোগ করে গেছে। অপরপক্ষে কোন কাজ যদি সৎ নিয়ত, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতার সাথে না করা হয়, তবে যত বড় কাজই হোক না কেন, তাতে সফলতা আসতে পারে না। সাময়িকভাবে তা কখনও রঙ চড়ালেও এক সময় তা বুদবুদের মতই হারিয়ে যায়।

আধুনিক তরুণ সমাজে অন্যতম যে সমস্যাটি প্রকটভাবে ফুটে উঠছে তা হল, খ্যাতি বা আত্মপ্রচারের নেশা। যার অনিবার্য ফলাফল হ'ল ইখলাছের ঘাটতি, সফলতার জন্য শর্টকাট রাস্তা খোঁজা, কপটতা এবং শেষমেষ ব্যর্থতা ও হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। তথ্যপ্রযুক্তি এবং নিত্য-নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এতে যোগ করেছে অবক্ষয়ের এক নতুন অধ্যায়। জীবনে বড় স্বপ্ন থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের যদি কোন বিশেষ লক্ষ্য না থাকে, মহৎ কিছুর স্বপ্ন না থাকে তবে সে জীবন সৃজনশীল ও সার্থক হয়ে গড়ে ওঠে না। সুতরাং তারুণ্যের স্বপ্নজগতের সীমা-পরিসীমা আকাশছোঁয়া থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। এপিজে আবুল কালাম যথার্থই বলেছেন, 'স্বপ্ন তা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, বরং স্বপ্ন তা-ই যা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না'। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, স্বপ্ন হবে বাস্তবতাবিবর্জিত, স্বপ্ন ছোঁয়ার পথ ও পদ্ধতি হবে কোন শর্টকাট রাস্তায় কিংবা অসদুপায় অবলম্বন করে। আত্মপ্রচার, আত্মপ্রশংসা, সমাজে নাম-ডাক, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের গোপন প্রত্যাশা কখনই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ নয়।

কোন মহৎ স্বপ্ন অর্জন করতে গেলে তার পিছনে অবশ্যই দীর্ঘ সময় দিতে হয়, একাধারে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়, তার প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকতে হয়। সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং তাঁর রহমতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং কোন স্বপ্ন অর্জনে বিশুদ্ধ নিয়ত এবং সঠিক কর্মপদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর সকল মনীষীই এক বাক্যে বলেছেন, জীবনে সফল হওয়ার জন্য কোন শর্টকাট পথ নেই।

ইখলাছহীন কর্ম যেমন দুনিয়াবী জীবনে সফল হয় না, তেমনি পরকালীন জীবনেও তার কোন মূল্য থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের আমলই গ্রহণ করে থাকেন' *(মায়েদা ৫/২৭)*। রাসূল (ছাঃ)-কে একদিন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলবেন যে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে নেকীও লাভ করতে চায় আবার মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধিও অর্জন করতে চায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সেই ব্যক্তি তিনবার একই প্রশ্ন করল, রাসূল (ছাঃ) একই জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ সেই আমল ব্যতীত কোন আমল কবুল করেন না, যে আমল কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় করা হয় *(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং ইখলাছহীন আমল যে কত ভয়ংকর, তা এই হাদীছ থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

একজন পশ্চিমা লেখক সত্যিই বলেছেন, Sincerity makes the very least person to be of more value than the most talented hypocrite অর্থাৎ 'ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা একজন অতি সামান্য ব্যক্তিকেও 'সর্বোচ্চ প্রতিভাধর, অথচ কপট'-এমন ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর মূল্যবান করে তোলে'। সুতরাং তরুণ সমাজ যারা আপন মেধা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, আত্মপরতা, আত্মপ্রচার, সমাজে নাম-ডাক লাভের আকাংখা প্রভৃতি আত্মবিনাশী রোগ যেন আমাদের কোনমতেই গ্রাস না করে ফেলে। মেধার সাথে সততা ও আমানতদারিতা যদি যুক্ত না হয়, তবে সেই মেধা কখনই জাতির উপকারে আসবে না। খ্যাতির সাময়িক রঙিন জগত হয়ত পুলক যোগাবে, কিন্তু আদতে তা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সফলতার মুখ দেখবে না। এটাই আল্লাহ্র রীতি। সুতরাং সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই নিজের অন্তর্জগতকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে, উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সৎ থাকতে হবে এবং আমানতদারিতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। সর্বোপরি লক্ষ্যে অটুট থাকতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে এবং জাতি ও সমাজের জন্য তা একদিন কল্যাণময় পথের দিশারী হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

Contents

যুলুম

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا-

(১) 'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' *(নিসা ৪/৭৫)*।

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا-

(২) 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

٣- إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-

(৩) 'নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পসন্দ করেন না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/৪০+৪২)*।

٤- وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ-

(৪) 'যারা যুলুম করে তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড় না। পড়লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না' *(হূদ ১১/১১৩)*।

٥- فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ- وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا-أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ-

(৫) 'অতঃপর সে তার রবকে আহ্বান করল যে, নিশ্চয়ই আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তোমাকে দাপুটে বিজয় দান করে। মনে রেখ, যালেমদের উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ' *(ক্বমার ৫৪/১০; ফাতহ ৪৮/৩; হূদ ১১/১৮)*।

٦- فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ-

(৬) 'ফলে আজ তোমাদের একে অপরের কোন উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি যালিমদের উদ্দেশ্যে বলব, 'তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে *(সাবা ৩৪/৪২)*।

হাদীছে নববী :

٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(৭) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' *(মুসলিম হা/৬৭৪১; মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

٨- عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ-

(৮) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক অথবা মাযলূম। তিনি (আনাস) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে' *(বুখারী হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৪৯৫৭)*।

٩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا-

Contents

(৯) ‘আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের জন্য যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও সেটিকে হারাম গণ্য করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম কর না’ *(মুসলিম হা/৬৭৩৭; মিশকাত হা/২৩২৬)*।

١٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ-

(১০) ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দো‘আ নিঃসন্দেহে কবূল হয় পিতা-মাতার দো‘আ (সন্তানের জন্য), মুসাফিরের দো‘আ এবং মযলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তির দো‘আ’ (*আবু দাউদ হা/১৫৩৬ মিশকাত হা/২২৫০*)।

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهماأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ-

(১১) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামেনে পাঠিয়ে তিনি বললেন, ‘তুমি মাযলূমের বদদো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মায লূমের বদদো‘আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই’ (*বুখারী হা/২৪৪৮; মিশকাত হা/২২২৯*)।

١٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ.قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ-

(১২) ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ *(মুসলিম হা/ ৬৭৪৪ মিশকাত হা/৫১২৭)* ।

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, ‘যদি কাফের রাষ্ট্রে ন্যায়-ইনছাফ থাকে তবুও আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। আর যদি মুসলিম রাষ্ট্র হয়, কিন্তু সেখানে ন্যায়-ইনছাফ না থাকে তবুও সেখানে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হয় না’ *(মাজমূ‘ ফাতওয়া ২৮/৬২-৬৩)*।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, ‘মানুষ মূলত যুলুম ও মূর্খতা দ্বারা সৃষ্ট এবং তা থেকে ক্ষান্ত নয়। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি কল্যাণের জ্ঞান দেন এবং তিনি তাকে যুলুম ও মূর্খতা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। আর যার মধ্যে কল্যাণের জ্ঞান থাকে না সে যুলম ও মূর্খতার মধ্যেই পড়ে থাকে। বস্তুত জ্ঞান ও ন্যায়বিচার সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি অপরপক্ষে সমস্ত অকল্যাণের মূল হ’ল যুলম ও মূর্খতা’ *(ইগাছাতুল লাহফান ২/১৩৬-১৩৭)*।

৩. মাহমূদ ওররাক্ব (রহঃ) (মৃত-২৩০ হিঃ) বলেন, ‘যালেমকে থামাও, সাহায্য করো না। যালেমের যুলুমকে না বল। আল্লাহ্র নিকট কেউই মাযলূম নয়। আর আল্লাহ যালেমদের ব্যাপারে ঘুমন্ত সত্ত্বাও নন’ *(আদাবুশ শারই‘য়্যাহ ১/১৮১)*।

সারবস্তু :

১. যালেমরা রাসূলের শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হবে।

২. যালেমরা আল্লাহ্র নিকট লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন হবে।

৩. যালেমের যুলুম আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে এবং যালেমের নানাবিধ শাস্তির পরিধিকে প্রলম্বিত করে।

৪. মাযলূমের বদ দো‘আকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।

৫. অন্যের প্রতি যুলুম যালেমকে সীমালংঘনকারী পাপী বানায়।

৬. যুলুম নিষ্ঠুর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রমাণ।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

‘শাসকদের যুলুম-অত্যাচারে ছবর করা, তাদের সাথে লড়াই পরিত্যাগ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হ’তে বিরত থাকা ইবাদতগুযার বান্দাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য অধিক শ্রেয়তর বিষয়। যে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ এ নীতি লংঘন করে, তার কাজে কখনই কল্যাণ অর্জিত হবে না, বরং কেবল বিপর্যয়ই সৃষ্টি হবে’

(মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ ৪/৫৩১)।

Contents

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

আহলেহাদীছ জামা'আতের পত্র-পত্রিকা সমূহ (পুরাতন) :

আমার জানা মতে আহলেহাদীছ জামা'আতের (পুরাতন) পত্র-পত্রিকা সমূহের সংখ্যা সর্বমোট ৯৯টি। যেগুলিকে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দিক থেকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম প্রকার ভ্রান্ত ধর্মগুলোর খণ্ডনে, যার সংখ্যা ১১টি :

১. ইশা'আতুস সুন্নাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল বাটালা, গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, প্রকাশকাল ১৮৭৮ খৃঃ।

এটি আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রথম পত্রিকা। যেটি বহু বছর যাবৎ ইলমে দ্বীনের খিদমত করেছে, খ্রিষ্টানদের অভিযোগ সমূহের জবাব দিয়েছে এবং মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কুফরী বক্তব্যগুলির মূলোৎপাটন করেছে। এটি মুক্বাল্লিদ এবং প্রকৃতিবাদীদের বাড়াবাড়ি ও ভুল-ত্রুটি সংশোধন করত। এই পত্রিকাটি প্রথমে 'সাফীরে হিন্দ' (অমৃতসর) পত্রিকার পরিশিষ্ট ছিল। অতঃপর ১৮৭৮ সালে পৃথকভাবে 'ইশা'আতুস সুন্নাহ' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৮৮১ সালের শুরু থেকে এ পত্রিকাটির সাথে চার পৃষ্ঠার একটি পরিশিষ্টও শামিল করে দেয়া হয়েছিল। এতে শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে মূলনীতি, শাখা-প্রশাখা, আক্বীদা ও আমল সংক্রান্ত বিষয় সমূহ দলীলসহ লিপিবদ্ধ করা হত।

২. আখবারে জা'ফর যেটলী (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল লাহোর, সম্পাদক মোল্লা মুহাম্মাদ বখশ লাহোরী, প্রকাশকাল মার্চ ১৮৮৭ খৃঃ। এ পত্রিকাটি স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন এবং প্রকৃতিবাদীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য উৎসর্গিত ছিল।

৩. ইমাম (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল ফয়যাবাদ, সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন, প্রকাশকাল ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৬ খৃঃ।

এ পত্রিকাটি সাধারণভাবে সকল ভ্রান্ত মতাদর্শ বিশেষ করে বাহাঈ মতবাদের নিন্দা করত। উপরন্তু এতে ইসলামী প্রবন্ধমালা, মজাদার গল্প, সুন্দর সুন্দর কবিতা এবং দেশীয় খবরাখবর প্রকাশিত হত।

৪. আহলেহাদীছ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, প্রকাশকাল ১৩ই নভেম্বর ১৯০৩ খৃঃ।

এ পত্রিকাটি অত্যন্ত উপকারী, বহুল প্রচারিত এবং সব জামা'আত, মাযহাব ও জাতির মাঝে সকলের প্রিয় ছিল। এতে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রবন্ধ সমূহ, ফৎওয়া, বিরোধীদের সমালোচনাসমূহ ও তার জবাব এবং দুই পৃষ্ঠাব্যাপী সারা দুনিয়ার নির্বাচিত সংবাদসমূহ প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি প্রত্যেক শুক্রবারে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। অত্যন্ত প্রতিকূল ও দুর্যোগময় পরিস্থিতিতেও ১৯৪৭ সালের ১লা আগস্ট শুক্রবার এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর এই প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে যায়।

এই পত্রিকাটি দু'বার বন্ধ হয়। প্রথমবার ১৯১৯ সালে 'আহলেহাদীছ'-এর ১৬তম বর্ষের ১৪ ও ১৫ সংখ্যা দু'টি প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ ছিল যে, প্রেস পরিবর্তনের কারণে নতুন ডিক্লারেশন দাখিল করা হয়েছিল। অমৃতসরের ডেপুটি কোন কারণে দেরী করে যার আদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯২৩ সালের আগস্টে 'আহলেহাদীছ'-এর ২০তম বর্ষের ৪১ ও ৪২ সংখ্যা দু'টি প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ ছিল যে, প্রেস সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাওলানা 'গুলদাস্তায়ে ছানাঈ' নামে এই অভাব পূরণ করেছিলেন।

৫. তাবলীগ (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল জাবালপুর, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জব্বার ওমরপুরী, প্রকাশকাল মে ১৮৯৩ খৃঃ। এই পত্রিকাটি আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, জাবালপুর-এর মুখপত্র ছিল। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন হাজী আব্দুল গফূর। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে এটি সাপ্তাহিক হয়ে গিয়েছিল। ভারতে ক্রমবর্ধমান পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এটি একটি অনন্য মুসলিম কৃতিত্ব ছিল।

৬. যিয়াউস সুন্নাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা যিয়াউর রহমান, প্রকাশকাল যিলক্বদ ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ১৯০২ খৃঃ।

এই পত্রিকাটি প্রত্যেক আরবী মাসের ১ তারিখে বের হত। এর কভারপেজে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)* আয়াতটি লিখিত থাকত। এতে সম্পাদকের স্বরচিত উপদেশপূর্ণ কবিতা সমূহ থাকত। এতে তাওহীদ ও সুন্নাতের সৌন্দর্য এবং শিরক ও বিদ'আতের অনিষ্টকারিতা বিবৃত করা ছাড়াও ইসলাম বিরোধীদের জবাব দেয়া হত। উপরন্তু ইসলামের খলীফাদের জীবনী এবং উপন্যাসধর্মী প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। তাছাড়া এতে ইংরেজী ও আরবী পত্র-পত্রিকা থেকে বাছাইকৃত খবরও প্রকাশিত হত।

৭. কার্জন গেজেট (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মির্যা হায়রাত বেগ দেহলভী, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ খৃঃ।

এ পত্রিকায় গবেষণাধর্মী, ঐতিহাসিক ও সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খবর সমূহ প্রকাশিত হত। এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'ইয়াদে রাফতেগাঁ' শিরোনামে বাহাদুর শাহ

জাফরের 'সিরাজুল আখবার' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ ছাপা হত। এটি ব্রিটিশ সরকারের চেলা-চামুণ্ডাদের খোলাখুলি সমালোচনা করত, সরকারের ভুল কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে পিছপা হত না। এতে খৃষ্টান মিশনারীদের বিপজ্জনক পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হ'ত।

৮. মুরাককা' কাদিয়ানী (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, প্রকাশকাল জুন ১৯০৭ মোতাবেক রবীউল আখের ১৩২৫ হিঃ।

এ পত্রিকায় মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নবুঅত এবং তার প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবী খণ্ডন করা হত। এর কভারপেজে লিখিত থাকত وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى 'আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী ধারণা করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই'।[১]

এতে 'গুলদাস্তায়ে কাদিয়ানী' শিরোনামে একটি কলাম থাকত, যেখানে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পুরা মাসের বিশেষ বিশেষ ইলহামের উল্লেখ থাকত। মির্যার মৃত্যুর পর 'গুলদাস্তায়ে আখবার' নামে যার নামকরণ করা হয়। এতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খবরসমূহও প্রকাশিত হত। এ পত্রিকাটি প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হত। ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল মির্যা কাদিয়ানী মাওলানা অমৃতসরীর মৃত্যুর জন্য দো'আ করে বিজ্ঞাপন ছেড়েছিল যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে। মাওলানা অমৃতসরী মির্যার উক্ত ইশতেহারের পর্দা উন্মোচন করে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। যেটি মির্যার মৃত্যু ২৬শে মে ১৯০৮-এর পরেও অক্টোবর ১৯০৮ সাল ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিত চালু ছিল। অতঃপর ১৯৩১ সালের এপ্রিলে এটি পুনরায় চালু হয় এবং ১লা এপ্রিল ১৯৩৩ পর্যন্ত জারী থাকে।

৯. মুসলমান (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, প্রকাশকাল মে ১৯০৮ খৃঃ।

এ পত্রিকাটি প্রতি ইংরেজী মাসের পনের তারিখে প্রকাশিত হত। মে ১৯১০ পর্যন্ত এটি মাসিক ছিল এবং ৭ই জুন ১৯১০ সাল থেকে সাপ্তাহিক হয় ও প্রত্যেক মঙ্গলবারে প্রকাশিত হতে শুরু করে। মাওলানা নিজেই লিখেছেন, 'এপ্রিল সংখ্যায় 'মুসলমান' পত্রিকার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী লিখিত ছিল যে, হয় এটি বন্ধ করে দেয়া হবে, নয় এটি সাপ্তাহিক হিসাবে বের হবে। যদিও প্রবল চিন্তা ছিল যে, এটা বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা সাপ্তাহিকের যে শর্ত দেয়া হয়েছিল সেটা কিছুটা কঠিন ছিল। ... কিন্তু আল্লাহ্র ইলমে যেহেতু এটির সাপ্তাহিক হওয়া নির্ধারিত ছিল... সেজন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সাপ্তাহিক 'মুসলমান'-এর প্রথম সংখ্যা পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা হ'ল'।

প্রথম থেকে মাওলানা অমৃতসরীই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ৩রা জুলাই ১৯১৩ থেকে এর মালিকানা ও সম্পাদনার ভার মুন্সী আলীমুদ্দীনকে ন্যস্ত করা হয়েছিল। যিনি প্রথম থেকেই এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।[২]

এ পত্রিকাটি ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চালু ছিল এবং দু'দফা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার ৩রা জুন ১৯১৩ থেকে ৩রা জুলাই ১৯১৩ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবর ১৯১৩ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১৩ পর্যন্ত। এতে আর্য সমাজের অনুসারীদের গোস্তাখী, প্রগলভতা এবং তাদের অহেতুক সমালোচনাগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ও দলীলভিত্তিক জবাব দেয়া হত।

১০. আন-নাযীর (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মিরাঠ, সম্পাদক মুন্সী নাযীর হুসাইন, প্রকাশকাল মুহাররম ১৩২১ হিজরী মোতাবেক এপ্রিল ১৯০৩। এ পত্রিকাটি প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩ তারিখে প্রকাশিত হত। এতে ইসলাম বিরোধীদের বিশেষ করে আর্য সমাজীদের উত্তর দেওয়া হ'ত এবং বেদের স্বরূপ বর্ণনা করে আর্য সমাজীদের প্রকৃত চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হ'ত। আর্যদের পত্রিকা 'আ-রয়া মুসাফির'-এর প্রবন্ধগুলির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করত। শেষে 'আম খবরেঁ' শিরোনামে সারা দুনিয়ার নির্বাচিত খবরসমূহ প্রকাশ করা হ'ত।

১১. আল-হাদী (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল শিয়ালকোট (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী।

এ পত্রিকাটি ঐ সময় চালু করা হয়েছিল, যখন খ্রিষ্টবাদের প্রচার-প্রসারের জোয়ার ছিল। যার ভিত্তি নতুন মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী) মযবূত করে দিয়েছিল। এর মূলোৎপাটনের জন্য এই পত্রিকাটি উৎসর্গিত ছিল। এতে আর্য সমাজীদের সমালোচনাগুলির জবাবেও কিছু প্রবন্ধ থাকত। এতে অন্যদের কোন প্রবন্ধ থাকত না। শুধু মাওলানা শিয়ালকোটীর প্রবন্ধ থাকত। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে রূপান্তরিত করা হত।

দ্বিতীয় প্রকার শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদে শাখছীর খণ্ডনে, যার সংখ্যা ১৩টি :

১. আছারুস সুনান (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল পাটনা, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ, প্রকাশকাল মুহাররম ১৩১৭ হিঃ।

এ পত্রিকাটি মাওলানা আব্দুস সালামের ব্যবস্থাপনায় বের হত। মুহাররমের ১ম সংখ্যা বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর জুমাদাল আখেরাহ ও রজব সংখ্যা একসাথে বের হয় এবং চালু থাকে। অতঃপর বন্ধ হয়ে যায়। এটি তাওহীদের প্রচার এবং শিরক ও বিদ'আতের খণ্ডন

১. আবুদাঊদ হা/৪২৫৪; তিরমিযী হা/২৩৮০।

২. মুসলমান, ৩রা জুলাই ১৯১৩, ৬/১ সংখ্যা।

Contents

করত। হাদীছ বিরোধী ও তাক্বলীদপন্থীদের জন্য এটা ঘাতক বিষের মতো ছিল।

২. আখবারে মুহাম্মাদী (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, প্রকাশকাল ১৩৪০ হিঃ।

এ পত্রিকাটি প্রথমে 'গুলদাস্তায়ে মুহাম্মাদিয়া' নামে চালু করা হয়েছিল। অতঃপর 'আখবারে মুহাম্মাদী' রূপে প্রকাশ হতে শুরু করে। এই পত্রিকাটি কুরআন ও সুন্নাহ্র দাঈ এবং তাওহীদের রক্ষক ছিল। শিরক ও বিদ'আতের নিন্দা করত এবং শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সংবাদসমূহ প্রকাশ করত। এই পত্রিকাটি দু'বার বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমবার মাওলানা জুনাগড়ীর মৃত্যুর কারণে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সালের সংখ্যা বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে পুনরায় ১৫ই জুন ১৯৪১ সাল থেকে মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানীর সম্পাদনায় বের হওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয়বার ১৯৪৬ সালে কাগজ না পাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সালে চালু হয়। কয়েক মাস চালু থাকার পর এটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

৩. আহলুয যিকর (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল ফয়যাবাদ, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ শামস ফয়যাবাদী, প্রকাশকাল ১৯০৮ খৃঃ।

এ পত্রিকাটি প্রায় দু'বছর লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। অতঃপর কিছু কারণে এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়বার রজব ১৩৩৯ হিঃ মোতাবেক মার্চ ১৯২১ সালে চালু হয়। সে সময় তার সামনে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল : (১) কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা। (২) পাঠদান ও দ্বীনী ইলম চর্চার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মক্তব ও মাদরাসা চালু করা। (৩) গ্রন্থ রচনার জন্য লেখকদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। যার মাধ্যমে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাবলী রচনা করিয়ে ছাপানোর ব্যবস্থা করা যায়।

১৯২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই পত্রিকাটি মাসিক ছিল। অতঃপর ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২২ থেকে পাক্ষিক হয়। পরে আবার মাসিক হয়ে যায়। এই পত্রিকায় প্রথমে সম্পাদক ছাহেবের স্বরচিত কবিতা থাকত। কখনো কখনো অন্য কবিদের কবিতাও প্রকাশিত হত। এরপর 'শাযারাত' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের উপর আলোকপাত করা হত। তারপর ধর্মীয় সংস্কারমূলক এবং শিরক ও বিদ'আতের নিন্দায় প্রবন্ধমালা থাকত।

৪. তাবলীগুস সুন্নাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আহমাদুল্লাহ, প্রকাশকাল ১৯২২ খৃঃ।

এ পত্রিকায় সাধারণভাবে ধর্মীয় ও সংস্কারধর্মী এবং শিরক-বিদ'আতের খণ্ডনে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত এবং কখনো কখনো কাদিয়ানী মতবাদ এবং তাদের দাবীগুলিকে দলীল সহ খণ্ডন করা হ'ত।

৫. তানযীমে আহলেহাদীছ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল আম্বালা (পাঞ্জাব), সম্পাদক মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ রৌপড়ী, প্রকাশকাল ২৬শে রামাযান ১৩৫০ হিঃ মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃঃ।

এ পত্রিকাটি শিরক ও বিদ'আতের নিন্দা এবং কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডন করত। এর শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে দেশীয় খবরাখবর প্রকাশিত হত। এটি আহলেহাদীছ সংগঠন ও তার কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এতে সম্পাদক ছাহেবের ফৎওয়া নিয়মিত প্রকাশিত হত। যেগুলি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার ছিল। এই পত্রিকাটি চালুর পর থেকেই হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল এবং তার ভাই হাফেয আব্দুল কাদের রৌপড়ী সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করছিলেন। এর প্রথম সংখ্যা মার্চ ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। শুরুতে প্রায় দু'বছর পর্যন্ত এ পত্রিকাটি পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে সাপ্তাহিক করা হয়।

৬. আস-সাঈদ[৩] (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দারানগর, বেনারস, সম্পাদক মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, প্রকাশকাল ১৩২৪ হিঃ। এ পত্রিকাটি তাওহীদের প্রচার-প্রসার, শিরক-বিদ'আত ও তাক্বলীদে শাখছীর খণ্ডন করত এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের দাওয়াত দিত।

৭. শাহনায়ে হিন্দ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল মহল্লা আন্দার গেট, মীরাঠ, প্রকাশকাল ২০শে জানুয়ারী ১৮৮৩ খৃঃ। এই পত্রিকাটি দ্বীনী ও সংস্কারধর্মী প্রবন্ধের সাথে সাথে দেশীয় সংবাদ প্রকাশ করত। উপরন্তু তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিরক্ষা এবং শিরক ও বিদ'আতের নিন্দা করত।

৮. ছহীফায়ে আহলেহাদীছ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জলীল খাঁ, প্রকাশকাল মুহাররম ১৩৪০ হিঃ।

এই পত্রিকাটি 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর মুখপত্র ছিল। এর কভার পেজে رَسُوْلٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً 'তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একজন রাসূল, যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র পত্র সমূহ' *(বাইয়েনাহ ৯৮/২)*। উল্লেখ থাকত। এর উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যের দিকে আহ্বান জানানো। উপরন্তু এতে ফৎওয়া সমূহের জবাব এবং দেশের ও দেশের বাইরের সংগঠন সংবাদ প্রকাশিত হত। মাওলানা আব্দুল জলীল খান ছাহেবের পর এর সম্পাদক হন মাওলানা আব্দুস সাত্তার।

৯. মুসলিম আহলেহাদীছ গেজেট (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক আবুল ফযল আব্দুল হান্নান, প্রকাশকাল জুন ১৯৩৩ মোতাবেক ছফর ১৩৫৩ হিঃ।

৩. পত্রিকাটি প্রায় ১ বছর জারী ছিল (আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুল মুহাম্মাদিইয়ীন (সারগোধা : মাকতাবা ছানাইয়াহ, ২০১২), পৃঃ ১১২।- অনুবাদক।

এই পত্রিকায় ধর্মীয়, মাসলাকগত এবং সংস্কারধর্মী প্রবন্ধ ছাড়াও শিরক ও বিদ'আতের নিন্দায় প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এর কভার পেজে ইসলামী কবিতা থাকত। অতঃপর দিল্লীর রাজকীয় লাইব্রেরীর (শাহী কুতুবখানা) বইয়ের তালিকা থাকত। যার ধারাবাহিকতা প্রায় দু'বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল। কতিপয় পৃষ্ঠা এশিয়া ইউনানী দাওয়াখানা দিল্লীর ঔষধ সমূহের তালিকার জন্য নির্দিষ্ট থাকত। এর উদ্দেশ্য ছিল : (১) জামা'আত হিসাবে আহলেহাদীছ জামা'আতকে জামা'আতী বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অবগত করা। (২) তৎকালীন সরকারের নিকট আহলেহাদীছ-এর প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে তুলে ধরা। (৩) মুসলিম দেশসমূহ বিশেষতঃ সঊদী আরবের প্রকৃত অবস্থা আহলেহাদীছদেরকে অবগত করা। এর শেষ দুই পৃষ্ঠায় নির্বাচিত দেশীয় খবর থাকত।

১০. আল-মুশীর (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল এলাহাবাদ, সম্পাদক মাওলানা যিয়াউদ্দীন ফানী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পত্রিকায় তাওহীদের প্রচার এবং শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদের খণ্ডন করা হত এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর আমল করার দাওয়াত দেয়া হত।

১১. নুছরাতুস সুন্নাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দারানগর, বেনারস, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ মুহাদ্দিছ বেনারসী, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ মোতাবেক যিলক্বদ ১৩০২ হিঃ। এই পত্রিকাটি আহলেহাদীছ জামা'আতের মুখপত্র ছিল। যেটি মুক্বাল্লিদদের হাদীছের খেলাফে লিখিত প্রত্যেকটি বইয়ের পরিষ্কারভাবে জবাব দেয়ার চেষ্টা করত। সাথে সাথে শিরক ও বিদ'আতের খণ্ডন করত। এতে সময়ের প্রয়োজন অনুপাতে একটি পরিশিষ্টও প্রকাশিত হত। যেখানে উন্নত প্রবন্ধমালা, সমকালীন গোঁড়া মাযহাবী পত্রিকাগুলির জবাব বা অন্য কোন প্রবন্ধ থাকত।

১২. হামদর্দে আহলেহাদীছ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার কিলানূরী, প্রকাশকাল শা'বান ১৩৩৮ হিঃ মোতাবেক মে ১৯২০ খৃঃ। এ পত্রিকাটি প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হত। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল : (১) আল্লাহ্র বিধান সমূহকে মানুষের নিকট পৌঁছানো (২) নৈতিক ও তাওহীদ সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করা। এতে কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনেও প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের 'আদ-দ্বীনুল খালেছ' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটা সময় পর্যন্ত এতে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সংবাদও প্রকাশ করা হত।

জ্ঞাতব্য : এই পত্রিকাটি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভী (১৮৬৪-১৯৩২ খৃঃ) ১৩৩৮ হিজরীতে 'আহলেহাদীছ' নামে প্রকাশ করেন। পরে এর নামকরণ করা হয় 'হামদর্দে আহলেহাদীছ'। অতঃপর 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' নামে চালু থাকে এবং সময়ের পরিক্রমায় সম্পাদক বদলাতে থাকে।[৪]

১৩. মাজাল্লায়ে হাতেফ, প্রকাশস্থল সামার্রা (বাস্তী), সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রায্যাক সামার্রাবী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই পত্রিকায় ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক এবং শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে প্রবন্ধমালা থাকত। কয়েকটি সংখ্যা বের হওয়ার পর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় *(ওলামায়ে গোণ্ডা ওয়া বাস্তী)*। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : সাবেক শায়খুল জামে'আহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত। অনুবাদক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

৪. সা'আতে বাদল, পৃঃ ৫৯।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

সন্তান প্রতিপালন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

সুস্থ মা, সুস্থ সন্তান ও সুস্থ জাতি সকল দায়িত্বশীল পিতারই কাম্য। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে পিতাকে। কেননা মা সুস্থ সবল না থাকলে, সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। সুস্থ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা, পুষ্টিকর ও ভিটামিনযুক্ত খাবার সরবরাহ করা ও ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত পুস্তকাদি সরবরাহ করা একজন পিতার একান্ত যরূরী। পাশাপাশি মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্যে পিতাকে গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করতে হবে। সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মায়ের জন্য সবাইকে যাবতীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে একজন অনাগত সন্তান সুস্থ ও সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসার জন্য এ সমস্ত বিষয় একজন আদর্শ পিতার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

নবজাতকের বাড়তি যত্ন :

পৃথিবীতে সবাই স্নেহ-ভালবাসা চাই। সন্তান পেটে থাকাকালীন অবস্থায় যে জগতে ছিল এখন সে অন্য জগতে পদার্পণ করেছে। এজন্য সে বার বার কাঁদে আর বুঝাতে থাকে যে, তার জন্য অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তাই সন্তান মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। মা কোন প্রকার ঘৃণা না করে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে থাকে। স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহ্র অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন, إِنَّ لِيْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ. 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[১]

অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللهِ! مَانُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমু দাও? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমরা তাদেরকে চুমু দেই না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিলে আমি কী করতে পারি'।[২] সন্তান জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের নিকট অধিক সময় থাকে। তাই মায়ের যথেষ্ট স্নেহের পরশ না পেলে সে নিজেকে অসহায় মনে করবে। মনরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসহায়ত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এমন রূপ ধারণ করবে যা সারা জীবন খেসারত দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না।

খাৎনা করানো :

পিতা যথাসময়ে সন্তানের খাৎনা (পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া কেটে ফেলা) করাবেন। খাৎনা করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ ও ইসলামের উত্তম পন্থা, বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাজ। এটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও শারঈ বিধান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাদীছে একে ইসলামের ফিৎরাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে'।[৩] এটি কুরবানীর ন্যায় ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্যতম সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে বাইশ (কুড়াল) দ্বারা খাৎনা করেছিলেন'।[৪] হাদীছে বাইশ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ধারালো অস্ত্র। আলী বিন রাবাহ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) কে খাৎনা করার নির্দেশ দেওয়া হ'লে তিনি কুড়াল দ্বারা খাৎনা করেন। এতে তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে অহী করে বলেন যে, আমি আপনাকে ধারালো যন্ত্র দ্বারা খাৎনা করার নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই আপনি তাড়াহুড়া করেছেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) বলেন, হে আমার রব! আমি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব করতে অপসন্দ করলাম *(ফাতহুল বারী ৬/৩৯০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, الأَقْلَفُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ ، وَلاَ تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ.

১. বুখারী হা/৫৯৯৫; মিশকাত হা/৪৬৭৮।

২. মুসলিম হা/২৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৫।
৩. বুখারী 'গোঁফ কর্তন' অধ্যায় হা/৫৮৮৯।
৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৩।

Contents

'খাৎনাবিহীন লোকের সাক্ষ্য জায়েয নয়, তার ছালাত কবুল হবে না এবং তার যবেহ করা পশু খাওয়া যাবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, তার হজ্জ নাই'।[৫] এর দ্বারা তিনি খাৎনার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ 'তুমি তোমার থেকে কুফরীর চুল দূরিভুত কর এবং খাৎনা কর'।[৬] প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের খাৎনা ব্যতীত কোন অনুষ্ঠান করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খাৎনা কার্যে বাড়াবাড়ি বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্বভাব সম্মত কাজ পাঁচটি। তন্মধ্যে মধ্যে খাৎনা একটি'।[৭] খাৎনা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ও সর্বজনস্বীকৃত।

সন্তানদের প্রতি সমতা স্থাপন করা :

সন্তানসন্ততি পিতারমাতার স্নেহে-আদরের অর্জিত সম্পদ ও সৌন্দর্য । সর্বক্ষেত্রে পিতামাতকে উভয়ের মাঝে সমতা স্থাপন করতে হবে। সন্তান পুত্র হৌক বা কন্যা হৌক আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। একে অপরের প্রতি দুঃখ, ভালবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়, পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের স্থলে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও বিসম্বাদ।[৮] তাই এহেন পক্ষপাতমূলক কাজ হ'তে পিতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে একজন লোক বসেছিল। অতঃপর তার একটি ছেলে সন্তান (তার নিকট) আসলে সে তাকে চুমু দিয়ে রানের উপর বসালো। অতঃপর তার একটি কন্যা সন্তান আগমন করলে তাকে পাশে বসালো। তিনি বললেন, তুমি উভয়ের মাঝে ইনছাফ করলে না কেন?[৯] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদর-স্নেহ, ধন-সম্পদ যাবতীয় বিষয়ে সন্তানদের মাঝে সমতা স্থাপন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضى الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِى أَبِى عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ . قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ-

আমের (রহঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নয় । তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। ছাহাবী নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন।[১০] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ। কারণ আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না'।[১১] আবুবকর (রাঃ) স্বীয় কন্যা আয়েশা (রাঃ)- কে বিশ ওয়াসাক সম্পত্তি দান করেন। মৃত্যুর সময় হ'লে তিনি মেয়েকে ডেকে বলেন, আমি পৃথিবীতে তোমার সর্বাধিক ঐশ্বর্য কামনা করি। কিন্তু ঐ সম্পদগুলো এখন তোমার ও তোমার ভাই-বোনদের। তাদের মধ্যে তুমি সেগুলো আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বণ্টন করে দিবে'।[১২] এ সকল হাদীছ ও আছার থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে সমতা স্থাপন করা পিতা-মাতার গুরুদায়িত্ব। তবে বাবা-মা'র মৃত্যুর পর পরিত্যাক্ত সম্পদ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান-এর ভিত্তিতে বণ্টিত হবে *(নিসা ৩/১১)*।

সমাজে কিছু লোক আছে যারা সন্তানদের উপর কৃত সদ্ব্যবহার ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে তাদের কোন কোন সন্তানকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এ কারণেই যদি পিতা-মাতা তাকে দান-অনুদান এবং পারিতোষিক প্রদান করেন, তা হ'লে সেটা কখনো সঠিক হবে না। অর্থাৎ কারো সদ্ব্যবহার অথবা পুণ্যবান হওয়ার কারণে তার বিনিময়ে কিছু দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, নেক কাজের পরিণাম ও ফলাফল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। তাছাড়া কোনো সৎস্বভাব

৫. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৭৯৯, সনদ ছহীহ, আত-তাহজীল ১/০৯।
৬. আবুদাউদ হা/৩৫৬; ছহীহাহ হা/২৯৭৭।
৭. তিরমিযী হা/২৭৫৬; নাসাঈ হা/৫২২৫, হাদীছ ছহীহ।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, ইগাছাতুল লাহফান (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯২১, ১/৪০২।
৯. শারহু মা'আনিল আছার হা/৫৮৪৭; শু'আবুল ঈমান হা/১১০২২; ছহীহাহ হা/৩০৯৮।
১০. বুখারী হা/২৫৮৭; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯।
১১. মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯।
১২.মুয়াত্তা মালেক হা/২৭৮৩,১৪৩৮; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১১৭২৮; ইরওয়া হা/১৬১৯, সনদ ছহীহ।

বিশিষ্ট সন্তানকে যদি অনুরূপভাবে অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বেশী দান করা হয়, তাহ'লে সে মনে মনে গর্বিত ও আত্মতুষ্ট না হয়ে পারে না এবং সে সব সময়ই তার একটি (বাড়তি) মর্যাদা আছে বলে ধরে নেবে, যার ফলে অন্যরা পিতা-মাতাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করবে এবং তাদের ওপর যুলুম চালিয়ে যেতে থাকবে। অপর দিকে ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা আদৌ কিছু জানি না। এমনও তো হ'তে পারে যে, এখন যে অবস্থাটা কারো ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে, তার আমূল পরিবর্তন হ'তে পারে। আর এ ভাবেই একজন অনুগত ও পুণ্যাত্মা আগামী দিনগুলোতে বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হয়ে যেতে পারে এবং একজন বিদ্রোহীও পুণ্যাত্মায় পরিণত হতে পারে। মানুষের অন্তর সমূহ আল্লাহ্র হাতেই নিবদ্ধ-তিনি যেদিকে চান সে দিকেই তা ঘুরাতে সক্ষম।

বিবাহ দেওয়া :

পিতা-মাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হ'ল ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করলে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে এবং চক্ষুকে অবনত রাখে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম হ'ল তার জন্য ঢাল স্বরূপ'। [১৩] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে যেন দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। অতএব বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'।[১৪] নিজেকে ব্যভিচার থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহকারীকে আল্লাহ সাহায্য করেন'।[১৫] তবে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ নয় বরং দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যথায় ইহকাল ও পরকাল উভয় বিনষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 'যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের নিকট পসন্দনীয় তবে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে ফিৎনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে'।[১৬] তিনি আরো বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 'সাধারণতঃ মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। তোমরা ধার্মিক মেয়েকে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে'।[১৭] পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্রে তার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। অবশ্যই যৌতুক বর্জন করতে হবে। মেয়েরা অবশ্যই অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ করবে। অন্যথায় সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আশ্রয় দান :

কোন কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয় কিংবা বিধবা বা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন পিতা সেই ভাগ্যাহতা কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। কোন অবস্থাতেই পিতা তার ব্যাপারে বিমুখ হবেন না। সন্তানের এ অধিকার পিতার নিকট প্রাপ্য। হাদীছে এসেছে,

عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বিধবা ও মিসকীনের লালন-পালনকারী আল্লাহ্র রাস্তায় প্রচেষ্টাকারীর ন্যায়। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি আলস্যহীন ছালাত আদায়কারী ও বিরতিহীন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়'। [১৮]

মায়ের জন্য সন্তানকে দুধপান করানো :

গাছের শাখা যেমন মূলের মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল। শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহ্র রহমতে মাতৃস্তনে দুধের সৃষ্টি হয়। মা যতবার শিশুকে দুধ পান করাবে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার, যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে

১৩. বুখারী হা/৫০৬৫; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০।
১৪. বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৬২৫; মিশকাত হা/৩০৯৬।
১৫. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৭।
১৬. তিরমিযী হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; ছহীহাহ হা/১০২২; মিশকাত হা/৩০৯০।
১৭. বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০, 'বিবাহ' অধ্যায়।
১৮. বুখারী হা/৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

এবং তা শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধ প্রতিনিয়ত টনিকের কাজ করে। শিশুর দেহ যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে। শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিজস ফ্যাকটর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়।

এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিণ্ডের, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধ পান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে। সন্তানকে দুধপান করানোর কারণে আল্লাহ মায়েদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ– 'যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার হরণ না করেন। বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হ'তে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা এক্ষুনি পরিত্যাগ করা উচিত। যে মা তার সন্তানকে দুধ পান থেকে বঞ্চিত করবে সে মা পরবর্তীতে সন্তানের ভালবাসা পাবে না। যে মা সন্তানকে দুধ পান করাবে না কিয়ামতের দিন বিষধর সাপ সে মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম একদল নারীর পায়ের গোছায় রশি বেঁধে নীচের দিকে মাথা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর সাপ তাদের স্তন দংশন করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? উত্তরে তারা বললেন, এরা ঐ সকল মহিলা, যারা (শারীরিক সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য) নিজ সন্তানদের দুধ পান থেকে বঞ্চিত করেছিল'।[১৯]

সন্তানদের যেভাবে আদর্শবান করা যায় :

(ক) সন্তানকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া :

'নীতিহীন মানুষ পশুর তুল্য' একথাটি সবাই জানলেও নিজের অজান্তে অনেকে নীতিহীন কর্মে জড়িয়ে পড়ে। সন্তান নৈতিকতা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশুই 'ফিতরাতের' (স্বভাবধর্ম) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা মাতা তাকে ইহূদী অথবা খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।[২০] তিনি আরো বলেন, 'আমার প্রভু বলেন, আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান তাদেরকে দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়'।[২১] পরে পিতা-মাতা সন্তানকে নীতিবান বা নীতিহীন বানিয়ে দেয়। সন্তান পিতা-মাতার কর্ম থেকে অনেক কিছুই শেখে। পিতা-মাতা ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও লম্পট হ'লে সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠে। নৈতিক শিক্ষা দেয়ার পদক্ষেপ শিশুকাল থেকে নিতে হবে। চরিত্র গঠন ও উন্নত জীবনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার কোন বিকল্প নেই। এতে করে শিশুর মনে যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়, তা তাকে যে কোন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। বাবা-মাকে সম্মান করা, প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা করা, সৎপথে চলা, ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো একটি শিশুর জীবনকে সুন্দর করে তোলে। আর নৈতিক অবক্ষয় থেকে শিশুকে বাঁচানোর একমাত্র পথ তার হৃদয়ে গভীর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। আজ ইউরোপ-আমেরিকাতেও একটা স্লোগান বেশী শোনা যাচ্ছে, তা হ'ল 'ধর্মের দিকে ফিরে এসো' পাশ্চাত্যের একজন মনীষী তাই বলেছিলেন, ধর্ম বাদে অন্য কোন শিক্ষাই সৎ মানুষ গড়ার জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা নয়।

(খ) শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা :

পিতা-মাতা চান বাচ্চারা সম্মান ও মর্যাদাবোধ নিয়ে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠুক। কিন্তু তাদেরকে উপরে উঠাতে গিয়ে না বুঝে নিচে টেনে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের বড় করতে গিয়ে ছোট করা হচ্ছে। যেমন কোন আত্মীয়ের সামনে নিজের সন্তানকে বলা হচ্ছে, 'তোমার খালাতো ভাই কত বুদ্ধিমান! কত সুন্দর করে কথা বলে! ব্যবহার কত ভালো, এদের দেখে শিখো। কিছুতো পারো না'। এতে সবার সামনে তার মর্যাদায় আঘাত দেয়া হ'ল। আরও বলা হ'ল, 'অমুক ছেলে পড়াশোনায়, খেলাধূলায় জিনিয়াস, তুমি কি করো! তুমি তো একটা গাধা! এতে কি ছেলেকে উৎসাহিত করা হ'ল না নিরুৎসাহিত করা হ'ল?

---

১৯. ইবনু খুযায়মা হা/১৯৮৬; হাকেম হা/২৮৩৭; ছহীহাহ হা/৩৯৫১।
২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন' অনুচ্ছেদ।
২১. মির'আতুল মাফাতীহ, ১/১৭৬ পৃঃ।

Contents

একটি দু'বছরের শিশুকে তাচ্ছিল্য করলেও সে মন খারাপ করে। সেখানে কিশোর বয়সী সন্তানকে সবার সামনে ছোট করে তাকে কিভাবে বড় করা যাবে? তার আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হ'তে হ'তে এক সময় তার মনে হবে, সত্যিই আমি গাধা আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। একটি কথা ভাবতে হবে যে, প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা আছে। সন্তান ভালো কিছু করলে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। খারাপ কিছু করলে খারাপকে এড়িয়ে সুন্দর উপদেশ দিতে হবে। তার ভেতরের অফুরন্ত সম্ভবনাকে নষ্ট করা করা যাবে না।

(গ) সন্তানের বিপদে তার মনে শক্তি জোগাতে হবে :

বয়ঃসন্ধির সময়টিতে সন্তানদের প্রতি মা-বাবার বিশেষ যত্ন, ভালবাসা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। সে যেন মনে করে তার বাবা-মা তার সর্বাধিক কাছের মানুষ। সন্তান যেন বাবা-মা'কে বন্ধু মনে করে। তার সকল সুখ-দুঃখের কথা যেন বলতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করতে ব্যর্থ হন। যেমন- সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলেছে, যাতে সে বিব্রত ও লজ্জিত। সে অপরাধবোধ, সিদ্ধান্তহীনতা নিয়ে হতাশায় ভুগছে। এই নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার শক্তি জোগাবে তার জীবনের সবচেয়ে আপনজন তার পিতা-মাতা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা সঠিক পরামর্শ বা সান্ত্বনা না দিয়ে বকাবকি, অপমান বা অত্যাচার করেন। যার কারণে তার মধ্যে যতটুকু ইতিবাচক মনোভাব ছিল সেটাও ধূলায় মিশিয়ে যায়। অথচ এমতাবস্থায় তার আবেগীয় ভুলগুলো আলোচনা করে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তির গভীরে গিয়ে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করলেই তার জীবনধারা বদলে যাবে।

(ঘ) সন্তানকে উপযুক্ত সময় দেওয়া :

সফল মাতা-পিতা হবার গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য হ'ল সন্তানদের সময় দেয়া। কার্যকর সময় দেয়া মানে সন্তানের সাথে ভাব বিনিময় করা, সন্তানের সাথে পড়াশোনা, ধর্মীয় আলোচনা, নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, গল্প করা, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ও এবিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা। এতে সন্তানদের দায়িত্ববোধ, গুরুত্ববোধ, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পিতা-মাতার সাথে আন্তরিকতা, মুক্তমনে আলোচনার সম্পর্ক ঠিক থাকে। তখন জমে থাকা অনেক কথা, যে কোন পরামর্শ খোলা-মেলাভাবে পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করতে পারে। এতে বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সন্তানরা মুক্ত থাকে। বিপদাপন্ন সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে। অথচ অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায়, বাচ্চাদের সাথে তেমন কথা-বার্তা বলা প্রয়োজনবোধ করেন না অভিভাবকরা। অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলেন না। তারা মনে করেন খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজে পড়ানো, প্রাইভেট টিউটর, পোশাক-পরিচ্ছদ, কম্পিউটার, মোবাইল সব কিছুই তো দেয়া হচ্ছে। যা চাচ্ছে সবই তো পাচ্ছে। অপূর্ণ তো কিছু রাখা হয়নি। অথচ সন্তান যতই বড় হৌক তারা চায় পিতা-মাতার আন্তরিক সান্নিধ্য, সাহচর্য, চায় তাদের সাথে প্রাণখুলে কথা বলতে, চায় অন্তরখোলা ভালবাসা। আল্লাহ বলেন, সন্তানের কল্যাণ বিষয়ে তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর *(তালাক ৬৫/৬)* এমনটি না করলে সন্তান যেমন বিপদগামী হবে তেমনি সন্তানের কারণে পিতা-মাতকে বিপদে পড়তে হবে।

(ঙ) শিশুর সামনে কথা-বার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করা :

শিশুরা অনুসরণ প্রিয়। তাই তাদের সামনে কথা বলা বা কোন কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিশুরা ৫ মাস বয়স থেকেই ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে ও কথাবার্তা বুঝতে শুরু করে। পিতা-মাতা খারাপ আচরণ করলে শিশুর উপর প্রভাব পড়ে। এসময় বাচ্চারা অনুকরণের চেষ্টা করে। মা জোরে কথা বললে শিশুও জোরে কথা বলতে শিখে। বাবা-মা ঝগড়া করলে সেও ঝগড়াটে হয়। মা সবসময় ধমকা-ধমকি করলে শিশু বদমেজাজী হয়ে ওঠে। এমনকি শিশুকে মারধর করলে সে পরে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মারমুখো আচরণ করে। তাই বাবা-মাকে শিশুর সামনে কথাবার্তা ও ব্যবহারে খুব সাবধানী হ'তে হবে। আর বাবা যদি বদমেজাজী হন, তাহ'লে ঝগড়ার সময় মাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। শিশু বড় হয়ে বুঝতে শুরু করলে সে মায়ের সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতায় মুগ্ধ হবে। তখন মায়ের ঐ গুণগুলো সে নিজেও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

(চ) পিতা-মাতার দূরদর্শী হওয়া :

শিশুর মনের অবস্থা বুঝতে হবে। সে কাঁদলেই মা নাচিয়ে, দুলিয়ে, ধমকিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কখনও চড়-থাপ্পড় মেরে শান্ত করার চেষ্টা করেন। অথচ শিশু কি চাই? কেন সে কাঁদছে? সেটি বুঝে উঠতে পারেন না। একটু খোঁজ করলেই তার সমস্যার কারণ মা বের করতে পারেন। মা'তো তার সর্বসময়ের সাথী। এজন্য মাকে বিচক্ষণ হ'তে হবে। মোটকথা শিশুর সামনে রাগ দেখানো, মারধর, জোরে চিৎকার অযথা ধমকানো থেকে বিরত থেকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। উন্নত জীবন গড়ার জন্য সন্তানের মনোভাব বোঝাটাও একান্ত যরূরী। তাই শৈশব কাল থেকে সন্তানের মনোভাব বুঝে তার আগ্রহের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।

(ছ) সন্তানের সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে :

একটি প্রবাদ আছে, 'সৎ সঙ্গে সর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' সন্তান কোন ধরণের ছেলে-মেয়েদের সাথে উঠা-বসা করছে এদিকে পিতা-মাতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ পড়ার সাথী বা খেলার সাথীরা খারাপ হলে আপনার সোনার টুকরো সন্তানটিকে নষ্ট হতে বেশী সময় লাগবে না। স্কুল-কলেজে পড়া অবস্থাতেই অনেক ছাত্রের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা দেখা দেয়। নেশাখোর ছাত্ররা অন্য ভালো ছাত্রদেরও নেশা

করায় উদ্বুদ্ধ করে। মা-বাবাকে এ ব্যাপারে সন্তানকে স্কুলে ভর্তির সময় থেকে সাবধান ও সচেতন করতে হবে। অনেক ছাত্র দল বেঁধে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। আবার অনেকে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সন্ত্রাস, ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ে। ছোটবেলা থেকে এসব অপকর্মের বিষয়ে সচেতন করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। আর সব ছাত্র-ছাত্রীই খারাপ নয়। তাই যেসব ছাত্র লেখাপড়ায় ভালো, নিয়মিত ক্লাস করে, মেধাবী, আচার-আচরণে ভালো, উচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন, লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে জড়িত, এমন ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের মিশতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিদিন সন্তানের খোঁজ-খবর নিতে সপ্তাহে একবার করে হ'লেও প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। পিতা-মাতা বুঝবেন তার সন্তানের প্রকৃত অবস্থা। বস্তুতঃ প্রথম থেকেই সন্তানের আদর্শ মনোভাব গড়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার।

(জ) শিশুর সামনে আদর্শ মডেল তুলে ধরতে হবে :

কেবল কথা বলে বা উপদেশ দিয়ে শিশুকে বোঝানো কষ্টসাধ্য। তাই তার সামনে চরিত্র গঠনের বিষয়গুলো কাহিনী অবলম্বনে শোনালে তা তার মনে সহজে রেখাপাত করবে। আজকাল অনেকে বাচ্চাদের হাতে ঠাকুর মা'র ঝুলির মত আজগুবি ভূতের গল্প ও কল্পকাহিনী জাতীয় বই তুলে দেয়া হচ্ছে। এসব বইয়ের গল্পগুলো অবাস্তব, অসত্য ও অলীক। যা শিশুদের সত্য গ্রহণ ও তা জীবনে বাস্তবায়ন থেকে দূরে রাখে। বাজারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সত্য কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান নামে বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। এছাড়া মনীষীদের জীবনকাহিনী, তাদের ধৈর্য, ব্যাপক অধ্যাবসায় ও উন্নত চরিত্রের গল্প ইত্যাদি শিক্ষণীয় বইপত্র তাদেরকে পড়ে শুনান বা পড়তে বলে তাদের নিকট শুনার ব্যবস্থা করা যায়। এতে শিশু সুস্থ মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে।

(ঝ) ছোট থেকে ইতিবাচক শিক্ষায় গড়ে তোলা :

শিশু কিছু বোঝে না একথা কখনই মনে করা ঠিক নয়, ও ঠিকই বোঝে, ক্ষেত্র বিশেষে ও পিতা-মাতার চাইতে দ্রুত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। সে অনেকটা কাদামাটির ন্যায়, যেভাবে গড়া হবে সেভাবেই গড়ে উঠবে। পিতা-মাতা, বাড়িতে থাকা ভাই-বোনরাই তার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। শিশুরা দেখে শেখে, শুনে শেখে, করে শেখে। তাদের ব্রেনের সফটওয়ার এসময় সম্পূর্ণ খালি থাকে। ফলে যা দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে, তাই ব্রেনে দ্রুত রেকর্ড হয়ে যাবে। যেমন কোন শিশু ঘরের ভেতর দৌড়াতে গিয়ে কোন জিনিসে আঘাত পেয়ে কাঁদতে শুরু করল, তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উক্ত বস্তুতে আঘাত করে বাচ্চাকে বুঝানো হ'ল সেটিকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বাচ্চার কান্না থেমে গেল। এতে সন্তানকে শেখানো হ'ল যে কষ্ট দেয় তাকে মারতে হয়। ফলে ঐ শিশু ছোট থেকেই প্রতিশোধ পরায়ণতা শিখল।

আরো উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সন্তানকে যে টিফিন দেয়া হয়, সেটা অধিকাংশ সময় সে তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে খায়। একদিন সন্তানকে বলা হ'ল, 'তোমার টিফিন বন্ধুদের নিয়ে খাও কেন? তুমি বোকা, না গাধা? নিজের স্বার্থ বুঝ না? আজ থেকে তোমার টিফিন বন্ধুরা যেন না খায়'। এভাবে বলার মাধ্যমে সন্তানকে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা শিখানো হ'ল। ঐ সন্তান হয়ত পরবর্তীতে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখবে না। কারণ সে ছোট বেলা থেকেই স্বার্থপরতা শিখে এসেছে। সে শিখেছে, নিজেরটা আগে দেখো। অথচ এক্ষেত্রে শিখানো উচিত ছিল বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে খেয়ো, সে খেয়েছে কি-না? মিলে-মিশে খেয়ো।

(ঞ) সন্তানকে উপদেশ দেওয়া :

সন্তানকে বেশী বেশী উপদেশ দিতে হবে। উপদেশ দানের কারণে সন্তানেরা উপকৃত হবে। এর মাধ্যমে তারা সঠিক পথে টিকে থাকতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে কখনো ব্যক্তিগতভাবে আবার কখনো সামগ্রিকভাবে উপদেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 'এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ. قَالَ : لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِى اللَّهِ-

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ১০টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও মাল-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয ছালাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে। তার পক্ষে আল্লাহ্র যিম্মাদারী উঠে যাবে (৪) কখনোই মাদক সেবন করবে না। কেননা এটিই হ'ল সকল অশ্লীলতার মূল (৫) সর্বদা গোনাহ থেকে দূরে থাকবে। কেননা গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হয় (৬) সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যদি

Contents

কোথাও মহামারী দেখা দেয়, এমতাবস্থায় তুমি যদি সেখানে থাক, তাহলে তুমি সেখানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে (মৃত্যুর ভয়ে পালাবে না)। (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (অযথা কৃপণতা করে তাদের কষ্ট দিবে না)। (৯) তাদের উপর থেকে শাসনের লাঠি তুলে নিবে না এবং (১০) তাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্র ভয় দেখাবে'।[২২]

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ –

আমর ইবনে মায়মূন আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে নছীহতস্বরূপ বললেন, 'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে কর। (১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। (৩) দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে। (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে'।[২৩]

পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও আল্লাহ্র নেক বান্দাগণ তাদের সন্তানদের বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে সন্তানকে উদ্দেশ্য করে লুক্বমান (আঃ)-এর উপদেশাবলী তুলে ধরা হ'ল। কারণ, লুক্বমান (আঃ) তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহনযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য তা আদর্শ করে রেখেছেন। লুক্বমান (আঃ) তার ছেলেকে যে উপদেশ দেন তা নিম্নরূপ: মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ 'আর স্মরণ কর, যখন লুক্বমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন' *(লুক্বমান ৩১/১৩)*। এ উপদেশগুলো ছিল অত্যন্ত উপকারী, যে কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনুল কারীমে লুক্বমান (আঃ)-এর পক্ষ থেকে উল্লেখ করেন।

প্রথম উপদেশ : তিনি তার ছেলেকে বলেন, يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ– ' হে প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শিরক কর না, নিশ্চয় শিরক বড় যুলুম' *(লুক্বমান ৩১/১৩)*।

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হ'ল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা হতে বেচে থাক। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অনুপস্থিত ও অক্ষম লোকের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় উপদেশ : মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই' *(লুক্বমান ৩১/ ১৪)*। তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মাতা-পিতার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশী। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোট বেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের খরচাদি, পড়া-লেখা ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছে এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে। তাই তারা উভয় সন্তানের পক্ষ হতে সদাচার ও খিদমত পাওয়ার অধিকার রাখে।

তৃতীয় উপদেশ : মাতা-পিতা সন্তানকে শিরক বা কুফরের নির্দেশ দিলে সন্তানের করণীয় কী হবে সে বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার প্রতি অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে' *(লুক্বমান ৩১/ ১৫)*। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) আয়াতের তাফসীরে বলেন, যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরি-পূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের আনুগত্য

২২. আহমাদ হা/২২১২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; মিশকাত হা/৬১।
২৩. হাকেম হা/৭৮৪৬; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫৫; মিশকাত হা/৫১৭৪।

করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মুমিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নাই *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৭, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর'।[২৪]

চতুর্থ উপদেশ : লুক্বমান (আঃ) তার ছেলেকে কোন প্রকার অন্যায় অপরাধ করতে নিষেধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তার ছেলেকে যে উপদেশ দেন, মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তার বর্ণনা দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-

'হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অত:পর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমান সমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ' *(লুক্বমান ৩১/ ১৫)*। আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে ওজন করা হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৮, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

পঞ্চম উপদেশ : লুক্বমান (আঃ) তার ছেলেকে ছালাত কায়েমের উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ 'হে আমার প্রিয় বৎস! ছালাত কায়েম কর' *(লুক্বমান ৩১/ ১৬)*। তুমি ছালাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহ সহ আদায় কর *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৮, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

ষষ্ঠ উপদেশ : আল্লাহ মুসলমানদের উপর যে মৌলিক দায়িত্ব দিয়েছেন তা লুক্বমান (আঃ) তার সন্তানকে উপদেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর' *(লুক্বমান ৩১/ ১৭)*। বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা করবে না।

ষষ্ঠ উপদেশ : মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিশেষ করতে গেলে বিভিন্ন বিপদ-আপদে পড়তে হতে পারে। আর এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে এর মুকাবেলা করতে হবে। লুক্বমান (আঃ) তার সন্তানকে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ' *(লুক্বমান ৩১/ ১৭)*। অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে যে কষ্ট দেয়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করা অন্যতম দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ। আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হ'ল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ 'যে ঈমানদার মানুষের সাথে উঠা-বসা ও লেনদেন করে এবং তারা যে সব কষ্ট দেয়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করে, সে যে মুমিন মানুষের সাথে উঠা-বসা বা লেনদেন করে না এবং কোন কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না তার থেকে উত্তম'।[২৫]

সপ্তম উপদেশ : মানুষ কষ্ট দিলে দাওয়াতী কাজ বন্ধ করা যাবে না। বরং চরম ঘাত-প্রতিঘাতে ধৈর্য ধারণ করে সে কাজ অব্যহত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা লুক্বমান (আঃ) সেই উপদেশ উদ্ধৃতি করে বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(লুক্বমান ৩১/ ১৭)*। আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হবে *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৮, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। কারণ, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ 'তোমার অপর ভাইয়ের সম্মুখে তুমি মুচকি হাসি দিলে, তাও ছাদাক্বাহ হিসেবে পরিগণিত হবে'।[২৬]

২৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩।

২৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; মিশকাত হা/৫০৮৭; ছহীহাহ হা/৯৩৯।

২৬. তিরমিযী হা/১৯৫৬; মিশকাত হা/১৯১১; ছহীহাহ হা/৪৫৪।

অষ্টম উপদেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 'অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাটা-চলা করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না' *(লুক্বমান ৩১/ ১৮)*।" কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করবে। যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করে না। আল্লাহ আরো বলেন, পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান হতে পারবে না' *(ইসরা ১৪/৩৭)*।

নবম উপদেশ : নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ 'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর*(লুক্বমান ৩১/ ১৮)*। তুমি তোমার চলাচলে স্বাভাবিক চলাচল কর। খুব দ্রুত হাঁটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়। আল্লাহ তা'আলা লুক্বমান (আঃ)-এর উপদেশকে সমর্থন দিয়ে বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 'রহমান' (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অন্ধ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'*(ফুরকান ২৫/৬৩)*।

দশম উপদেশ : নরম সূরে কথা বলা। লুক্বমান (আঃ) তার ছেলেকে নরম সূরে কথা বলতে আদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 'তোমার আওয়াজ নিচু কর। নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হ'ল, গাধার আওয়াজ'*(লুক্বমান ৩১/১৯)*। আর কথায় কোন তুমি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। আল্লামা মুজাহিদ বলেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হ'ল, গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তাআলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৩৩৯, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাও, তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাও। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাওনা'।[২৭] তিনি আরো বলেন, 'মোরগের আওয়াজ শোনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর, কারণ, সে নিশ্চয় কোন ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শোনে তোমরা শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ, সে অবশ্যই একজন শয়তান দেখেছে'।[২৮]

উপসংহার : ছেলে-মেয়ে উভয়ই সন্তানের মধ্যে গণ্য। সন্তান-সন্ততির অধিকার অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে শিক্ষা লাভের অধিকার। তবে আল্লাহ্র দ্বীন এবং চরিত্র গঠনের জন্যই এ শিক্ষা; যাতে তারা তাতে বেশ উৎকর্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে ছেলে-মেয়ে হচ্ছে পিতা মাতার এক বিরাট আমানতস্বরূপ। অতএব, কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কেই তাদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এমতাবস্থায় পিতা মাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। এরূপ করা হ'লেই তারা ইহকাল এবং আখিরাতে পিতা-মাতার জন্য চোখের শীতলতা তথা শান্তি বয়ে আনবে।

অনুতাপের বিষয় যে, আমাদের সমাজে অনেক পিতা-মাতাই এই অধিকারটাকে অত্যন্ত সহজ মনে করে নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এবং তাদের কথা যেন ভুলেই গেছেন। মনে হয় যেন তাদের ব্যাপারে তাদের ওপর কোন দায়িত্বই নেই। তাদের ছেলে-মেয়েরা কোথায় গেল এবং কখন আসবে, কাদের সাথে তারা চলাফেরা করছে অর্থাৎ তাদের সঙ্গী-সাথী কারা এ সব ব্যাপারে তারা কোন খবরা খবরই রাখে না। এ ছাড়া তাদেরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতও রাখে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এসব পিতা-মাতাই তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই আগ্রাহান্বিত থাকেন, সদা জাগরুক থাকেন, অথচ এসব সম্পদ সাধারণত তারা অন্যের জন্যই রেখে যান। অথচ সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে তারা মোটেও যত্নবান নন, যার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হ'লে দুনিয়া ও আখিরাতের সহবস্থানেই তারা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। অনুরূপভাবে পানীয় ও আহার্যের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান দেওয়া, তাদের শরীরকে কাপড় দিয়ে ঢাকা যেমন পিতার উপর ওয়াজিব তেমনি ভাবে পিতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের অন্তরকে ইলম ও ঈমানের মাধ্যমে তরতাজা রাখা এবং তাক্বওয়া ও আল্লাহ্ভীতির লেবাস পরিধান করিয়ে দেওয়া, কেননা তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে সন্তান পালনের মাধ্যমে উভয় জগতের কল্যাণ লাভের তাওফীক দিন- আমীন!

---

২৭. আল আদাবুল মুফরাদ হা/১২৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬২০; মিশকাত হা/৪৩০২।
২৮. বুখারী হা/৩৩০৩; মিশকাত হা/২৪১৯।

Contents

জঙ্গীবাদ প্রতিকারের উপায়

- কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী

ভূমিকা :

হাযারো সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত আধুনিক বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হ'ল জঙ্গীবাদ। যা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অতি অল্প সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সমাজদেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এক শ্রেণীর আবেগপ্রবণ, অতিউৎসাহী, অপরিণামদর্শী, গোঁড়া ও চরমপন্থী মুসলিমের জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণে শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম বিশ্ববাসীর নিকট সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত ও চিত্রিত হচ্ছে। জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলাম কায়েমের মানসে এ ধরনের কার্যকলাপ করলেও কোথাও ইসলাম কায়েম হয়নি বরং ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে লাভবান হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। তারা জঙ্গীবাদের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন করে চলেছে প্রতিনিয়ত এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশে আক্রমণের জন্য ওঁৎপেতে মোক্ষম সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। গুলশান, শোলাকিয়াসহ বাংলাদেশে এযাবৎ যত জঙ্গী আক্রমণ হয়েছে সেগুলো এদেশীয় জঙ্গীগোষ্ঠী জামা'আতুল মুজাহিদীন, আনছারুল্লাহ বাংলা টীম, আনছারুল ইসলাম ও হিযবুত তাহরীর করলেও মিডিয়াতে দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গীগোষ্ঠী 'আই এস'। এর কারণ হ'ল বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গীগোষ্ঠী আছে একথা প্রমাণ করতে পারলেই বিদেশী পরাশক্তিদের বাংলাদেশে আক্রমণের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হবে। জঙ্গীবাদীদের দৃষ্টান্ত- প্রভুভক্ত ঐ বানরের ন্যায়, 'যে বানর তার ঘুমন্ত মনিবের নাকের ডগায় বসা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী মাছিকে তাড়ানোর মানসে ছুরি দ্বারা সজোরে আঘাত করে। ছোট্ট মাছি আঘাতপ্রাপ্তির পূর্বেই উড়ে যায় এবং আঘাতে মনিবের করুণ মৃত্যু ঘটে'। অর্থাৎ জঙ্গীরা দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে করলেও যে প্রক্রিয়ায় তারা এটি করতে চেষ্টা করছে তা সঠিক নয়। বরং তা তাদের কপোল কল্পিত মতবাদ, খামখেয়ালী, প্রবৃত্তির তাড়না ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতির সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। তাই তারা দ্বীন কায়েম করতে চাইলেও প্রকারান্তরে এদের জন্যই দ্বীন ধ্বংস হচ্ছে, আর সেটা জিহাদ না হয়ে হচ্ছে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ। আলোচ্য প্রবন্ধে জঙ্গীবাদ প্রতিকারের উপায় সমূহ আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. সঠিক আক্বীদা শিক্ষাদান :

মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি হ'ল তার আক্বীদা বিশ্বাস ও শিক্ষা। এগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ তার ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদান করে থাকে। ভুল আক্বীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষার কারণে চরমপন্থী খারেজীগণ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসবাংদ প্রাপ্ত ছাহাবী এবং মুসলিম জাহানের তিন খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ), আলী (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবীকে হত্য করেছিল। সুতরাং আক্বীদা বিশ্বাসে বিভ্রান্তি থাকলে শান্ত, সুশৃঙ্খল দেশ ও জনপদ অশান্ত ও ফেতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে এটাই স্বাভাবিক। আক্বীদায় বিভ্রান্তির কারণে মুসলিম হয়েও আরেক মুসলিমকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। বরং ছওয়াবের কাজ মনে করে। আর আক্বীদা-বিশ্বাস সঠিক হ'লে কোন মুসলিম অন্য মুসলিমকে হত্যা তো দূরের কথা কোন প্রকার হুমকি-ধমকিও দিতে পারে না। তিনটি অপরাধ ব্যতীত কোন মুসলিম হত্যাযোগ্য হয় না। ১. ক্বিছাছ তথা হত্যার কারণে হত্যা ২. বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা ৩. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীকে হত্যা। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব সরকারের। কোন সাধারণ মানুষের নয়।

অনুরূপভাবে কোন অমুসলিম যদি শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের পাশাপাশি আবস্থান করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র না করে এবং মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে না দেয় তবে তাদের সাথেও যুদ্ধ করা যাবে না বা তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। উল্লেখিত সঠিক আক্বীদা শিক্ষা প্রদান ও প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করলে জঙ্গীবাদ থেকে অনেকটাই উত্তোরণ করা যাবে।

২. দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া :

আধুনিক বিশ্বে জঙ্গীবাদ উত্থানের অন্যতম কারণ হ'ল- দ্বীন কায়েমের সঠিক ও পথ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। জঙ্গীরা মনে করে 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়েম করা। তাই তারা বৈধ-অবৈধভাবে যে কোনভাবে মসনদ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। যদ্দরুন সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ নির্ভরযোগ্য সবগুলো তাফসীরে গ্রন্থে ইক্বামতে দ্বীন এর অর্থ করা হয়েছে ইক্বামতে তাওহীদ। জঙ্গীবাদের বিষবাষ্প থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার :

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক আক্বীদা বিশ্বাস ও দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোনই আলোচনা নেই। জিহাদ, ক্বিতাল ও জঙ্গীবাদের মাঝে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যাপারে জানার কোনই ব্যবস্থা নেই। বিধায় উঠতি বয়সের তরুণ-যুবকেরা বিভিন্ন প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়ছে। তারা জঙ্গীবাদকেই ইসলামী জিহাদ মনে করছে। জিহাদ সম্পর্কে মাদরাসা সিলেবাসে যৎ সামান্য যে আলোচনা রয়েছে সে ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না থাকায় এদেশের বুদ্ধিজীবির লেবাস পরিহিত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও নিরেট মূর্খরা জিহাদ

Contents

সম্পর্কে বিষোদগার করে চলছে। তারা মনে করছে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জিহাদ সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, সেখানে থেকেই জঙ্গীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। মূলত এটা তাদের অজ্ঞতা ও দীনতা। যার বাস্তব প্রমাণ হ'ল- এ যাবৎ জঙ্গীবাদের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে হাতে গোনা ২/১জন ছাড়া কোন আলেম নেই। তাদের ৮০% হ'ল সাধারণ শিক্ষিত। বাকি ২০% মাদরাসায় লেখাপড়া করলেও কামিল বা দাওরা পাশ নয়। তারা অর্ধ শিক্ষিত বা শিক্ষিত মূর্খ। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, `A Little Learning is a Dangerous Things' 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকারী'। সুতরাং জঙ্গীবাদ প্রতিকারের সবচেয়ে বড় ও মোক্ষম হাতিয়ার হ'ল স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, টেকনিক্যাল সহ সব শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। সেই সিলেবাসে সঠিক ইসলামী আক্বীদা, দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি, জিহাদ, ক্বিতাল কখন কিভাবে কার সাথে করতে হয় এবং জিহাদ, ক্বিতাল ও সন্ত্রাসবাদ জঙ্গীবাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে প্রামাণ্য দলীল ভিত্তিক আলোচনা থাকা। এ ক্ষেত্রে সিলেবাস কমিটিতে এবং লেখক প্যানেলে উল্লেখিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মুহাক্বিক্ব আলেমদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা।

খ. মুহাক্বিক্ব আলেমদের বক্তব্য মিডিয়ায় প্রচার করা :

আধুনিক বিশ্বে কোন বিষয় প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে ও সহজে কোন বিষয়কে প্রচার ও প্রসার করা যায়। তাই জঙ্গীবাদ প্রতিকারের স্বার্থে দেশবরেণ্য মুহাক্বিক্ব আলেমদের সমন্বয়ে প্রতিটি টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন অন্তত এক ঘন্টা করে ইসলামী সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জিহাদ, ক্বিতাল ও সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের মধ্যে প্রার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ববহুল আলোচনা করা উচিত। আশা করা যায় এর মাধ্যমে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই কমে আসবে ইনশাআল্লাহ। অথচ এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং ইসলাম সম্পর্কে ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সমন্বয়ে টিভি চ্যানেলগুলোতে 'টকশো'র আয়োজন করে। জঙ্গীবাদের উত্থানের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা তাদের স্বভাব সুলভভাবে জঙ্গীবাদের কারণ হিসাবে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও আলেমগণকে দায়ী করে। তারা জঙ্গীবাদ থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য বেশী বেশী রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা ও সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনার প্রসার ঘটাতে পরামর্শ দেয়। এভাবে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ হবে না বরং আরোও সম্প্রসারিত হবে। জঙ্গীবাদীরা যেহেতু ইসলামের নামে জঙ্গীপনা করে সেহেতু সঠিক ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস, দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জিহাদ ও জঙ্গীবাদের মধ্যকার পার্থক্য ইত্যাদি প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ সম্ভব। ডাণ্ডা মেরে হয়ত সাময়িকভাবে জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রন হবে। কিন্তু স্থায়ীভাবে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করতে চাইলে আক্বীদা ও আমলে পরিবর্তন আনতে হবে। যা কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সম্ভব।

গ. আলেম-ওলামার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আলেম-ওলামার দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা অপরিসীম। আলেম সমাজ প্রতি শুক্রবারের জুম'আর খুৎবায় এবং ইসলামী জালসায় ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও বুঝ প্রদানের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কতৃপক্ষ সম্প্রতি জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ কল্পে নির্ধারিত খুৎবা দেশের বিভিন্ন মসজিদে সরবরাহ করেছিল এবং সেই অনুযায়ী খুৎবা প্রদানের জন্য খতীবদেরকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে সরবারহকৃত সে সমস্ত খুৎবা জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা ছিল না এবং জঙ্গীদের দলীলের জবাব ছিল না। বরং জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের দোহাই দিয়ে মাযহাবী আলেমগণ মীলাদ, কিয়াম, মীলাদুন্নবীসহ তাদের উদ্ভট মতাদর্শ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ যেন **'ধান বানতে বিয়ের গীত'**। সুতরাং সকল সংকীর্ণতা পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আলেম সমাজের যথাযথ ভূমিকা রাখা কর্তব্য।

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি :

পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ জঙ্গীবাদের যারা জড়িয়ে পড়েছে তারা কেউই ভুঁই ফেড়ে উঠেনি, তারা কোন না কোন পরিবারের ও সমাজের সদস্য। একজন মানুষকে সবচেয়ে নিকট থেকে দেখে ও জানে তার পরিবারের সদস্যগণ, অতঃপর সমাজবাসী। যদি পরিবারের কোন সদস্য এ পথে পা বাড়ায় তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কোনা কোন ভাবে টের পাবেই। কেননা সে কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে, তার সাথে কে দেখা করতে আসছে ইত্যাদি পরিবারের সদস্যগণ বেশী জানে। কেউই জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়লে রাতারাতি তার আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসবেই। আর যা সর্বপ্রথম চোখে পড়বে পরিবারে সদস্যদের। অতঃপর সমাজবাসীর তাই পরিবারের সদস্যদের উচিত অন্যান্য সদস্যদের প্রতি খেয়াল রাখা। পরিবারের কেউ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এমনটি বুঝতে পারলে পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের উচিত তাকে সে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এতে সকলের জন্য মঙ্গল নিহিত আছে। নচেৎ সকলকেই সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হবে এটা সুনিশ্চিত। এমনও পরিবার আছে যাদের পুরো পারিবারই জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত এক্ষেত্রে সমাজের লোকদের উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করা উচিত।

ঙ. বাড়ী ওয়ালাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

বর্তমানে বাড়িওয়ালাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষিত ও আত্মঘাতি জঙ্গীগণ বর্তমানে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপনে রয়েছে। আর তাদের আত্মগোপনের জায়গা হ'ল ভাড়া বাড়ি। ছাত্র মেস বা বাসাভাড়া করে সংগোপনে তারা নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ যাবৎ যতগুলো জঙ্গী আস্তানার সন্ধান মিলেছে তার সবগুলোই ভাড়াবাড়ি। বাড়ি ওয়ালাদের কেউ জেনে শুনেই তাদেরকে

আশ্রয় দিয়েছে। আবার অনেকেই না জেনে বা জানার চেষ্টা না করেই বাড়িভাড়া দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাড়িওয়ালাগণ যদি একটু সচেতন হয়ে বাড়ি ভাড়া দেয়ার পূর্বেই ভাড়াটিয়াদের পরিচয়, কমস্থল, সদস্য সংখ্যা, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার পর বাড়ি ভাড়া দিলে হয়ত এভাবে ভাড়া বাড়িতে জঙ্গী আস্তনা গড়ে উঠবে না। ভাড়াটিয়াদের গ্রামের বাড়ি গিয়ে সরেযমীনে তদন্ত করা হয়ত সম্ভব হবে না। তবে তাদের কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশপাশেই হবে, তাই তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী তাদের কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে বাড়ি ভাড়া দেয়া উচিত। কেউ এতে গাফলতি করলে বা জেনে শুনেই জঙ্গীদেরকে বাড়ি ভাড়া দিলে বাড়িওয়ালদের কেও আইনের আওতায় আনা উচিত। তবেই জঙ্গীবাদ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। ভাড়াটিয়াদের বাসায় সন্দেহজনক কোন কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো উচিত।

চ. সহপাঠী, সহকর্মী, কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রমুখের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

জঙ্গীদের অনেকেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। জঙ্গীবাদে সম্পৃক্ততার বিষয়টি তার অনেক সহপাঠি বা শিক্ষক হয়ত জানেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও দেশের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে জঙ্গীনির্মূলে তারা অবদান রাখতে পারেন। অনুরূপভাবে জঙ্গীদের অনেকে চাকুরীরত রয়েছে সহকর্মীগণ তাকে অনেক নিকট থেকে দেখেও জানে। জঙ্গীবাদে কেউ সম্পৃক্ত হ'লে তার চালচলন কথা-বার্তা, আচার-আচারণ মেজায ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসে, যা কারো না কারো চোখে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কারো চোখে এমন সন্দেহজনক কিছু পরিলক্ষিত হ'লে সহকর্মী বন্ধুটিকে ফিরে আসার জন্য বুঝানো উচিত। এতে ফিরে না আসলে দেশের স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীকে অবহিত করা উচিত।

ছ. জঙ্গীদের সাথে মুক্ত আলোচনা :

আলোচনা পর্যালোচনা ও যুক্তিপূর্ব বিতর্কের মাধ্যমে পথভ্রান্ত দেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল১৬/১২৫)*।

আলী (রাঃ) তৎকালীন খারেজী চরমপন্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য মুফাসসিরকুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন । তিনি কুরআন ও হাদীছের প্রামাণ্য দলীলের মাধ্যমে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে তাদের মধ্যকার চার হাযার লোককে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।[১] বর্তমান জঙ্গীবাদী চরমপন্থীদের সাথেও আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কেননা তারা যে প্রক্রিয়ায় ইসলাম কায়েম করতে চাচ্ছে তার স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই।

জ. মুক্তমনা ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা :

সম্প্রতিকালে জঙ্গীবাদী মাথাচাড়া দিয়ে উঠার অন্যতম কারণ হ'ল বাক স্বাধীনতার নামে তথাকথিত ব্লগারদের ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রম ও অশালীন উক্তি। তারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে একের পর এক কুৎসিত, অশালীন কূটক্তি করার কারণে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার মানসে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাই সরকারের উচিত এ ধরনের নাস্তিক-ব্লগারদের লাগাম টেনে ধরা ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা। তাহ'লে জঙ্গীপনা অনেকটাই কমে যাবে।

ঝ. গোয়েন্দা তৎপরতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি :

গোয়েন্দা তৎপরতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জঙ্গীবাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বর্তমানে যেভাবে গোয়েন্দা নযরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছে এমনটি যদি আগে থেকেই করা হ'ত তাহ'লে হয়ত হলিআর্টিজান, শোলাকিয়া হামলার মত মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা হ'ত না। জঙ্গীবাদী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনায়াসেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিধায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাহ'লে কি জঙ্গীরা গোয়েন্দা বাহিনীর চেয়েও প্রশিক্ষিত সর্বাধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ? যদি এটাই সত্য হয় তবে জঙ্গীবাদ প্রতিকার কঠিনই বটে। আর যদি সরকারী গোয়েন্দা বাহিনীকে তাদের চেয়েও প্রশিক্ষিত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলা হয়, তাহ'লে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অনেক সময় দেখা যায় গোয়েন্দাদের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নিরপরাধ ও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার ও অযথা হয়রানি করা হয় যা মোটেই কাম্য নয়।

ঞ. জঙ্গীদের জীবিত গ্রেফতার :

ইদানীং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সংস্কৃতি হয়ে গেছে জঙ্গী আস্তানায় অভিযানে সকল জঙ্গীকে মেরে ফেলা হয়। কল্যাণপুর, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ, হাড়িনালপাতারটেক, কাঘমারী প্রভৃতি অভিযানে একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জবাবে তারা বলেন, জঙ্গী আস্তানায় অভিযান কালে জঙ্গী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত থাকে বিধায় তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা হ'ল জঙ্গী বিরোধী প্রতিটি অভিযানে অত্যাধুনিক স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করে থাকেন। স্নাইপার রাইফেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সাহায্যে ঘরের দেয়ালের ভেতর অবস্থানরত লোককে সরাসরি দেখা যায় এবং গুলি দেয়াল ভেদ করে নির্ভুল নিশানায় আঘাত করে। ফলশ্রুতিতে ঘরের দেয়ালের ভেতর অবস্থানরত জঙ্গী বা সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করা সহজতর হয়। যেহেতু এ রাইফেলের সাহায্যে জঙ্গীদেরকে

১. ইমাম আব্দুল ক্বাহের ইবনু তাহের আল-বাগদাদী, আল-ফারাকু বায়নাল ফিরাক্ব (বৈরূত : দারুল ইফক্ব আল-জাদীদাহ, ৫ম প্রকাশ ১৪০২হিঃ/১৯৮২ ইং), পৃ. ৬১; আল-বিদায়াহওয়ান নিহায়াহ৭/২৯১-২৯২ পৃ.।

সরাসরি দেখা যায় সেহেতু সবাইকে না হ'লেও অন্তত দুই একজনকে উরুর নিচে বা হাতে আঘাত করে আহত অবস্থায় তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারলে তাদের মাধ্যমে হয়তো আরোও চাঞ্চল্যকর তথ্য বা জঙ্গী আস্তানার ঠিকানা পাওয়া যেত। বিশেষ করে তামীম চৌধুরী ও মেজর মুরাদ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় জঙ্গীদেরকে যদি জীবিত পাকড়াও করা যেত তাহ'লে হয়ত অর্থ-অস্ত্র যোগানদাতাসহ নেপথ্য নায়কদের পরিচয় পাওয়া যেত। আর এতে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ নয় জঙ্গীবাদ নির্মূল করা যেত।

ট. সাধারণ ক্ষমা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা :

জঙ্গীবাদেরকে ফিরিয়ে আনার অন্যতম একটি পন্থা হ'ল তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যারা সাড়া দেবে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যেমন বাংলায় প্রবাদ আছে, **'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'**। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জঙ্গীদের আত্মসমর্পণ ও আইনী সহায়তার ঘোষণা দেয়ার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বেশ কয়েকজন জঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছেন। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হ'ল, যদি জঙ্গীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও কর্মহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে হয়ত অনেক জঙ্গী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। তবে তাদেরকে গোয়েন্দা নযরদারীতে রাখতে হবে, যাতে পুনরায় তারা জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়তে না পারে। এ প্রক্রিয়ায় জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে শান্তিপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় সাফল্য পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ঠ. ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা :

জঙ্গীবাদ প্রতিকার, প্রতিরোধ নয় বরং একবারে শিকড় থেকে নির্মূলের একমাত্র পথ ও পন্থা হ'ল- দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বর্তমানে এদেশের কিছু কিছু আইন ইসলামী শরী'আতের অনুকূলেই রয়েছে। যেমন- উত্তরাধিকার আইন, হত্যার বিনিময়ে হত্যা ইত্যাদি। তবে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' ২০১১ উত্তরাধিকার আইনে কিছুটা ধূম্রহাল সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন ২৩ (৫) ধারায় বলা হয়েছে, 'সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেওয়া। ২৫ (২) ধারায় বলা হয়েছে, উপার্জন, উত্তারাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা। উক্ত ধূম্রজাল ও চাতুর্যপূর্ণ কথার প্যাচ পরিহার করে ২০১১ সালের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলে উত্তরাধিকার আইনে ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কোন কিছু থাকবে না। হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হয় বটে, কিন্তু সে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় অত্যন্ত সংগোপনে। ইসলামী শরী'আত মতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হয় খোলা ময়দানে যাতে মানুষ সে করুণ দৃশ্য অবলোকন করে ঐ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। আর এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হ'তে পার' *(সূরা- বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

বাকী আইনগুলো ইসলামীকরণ করলেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হবে। যেমন, বিবাহিত ব্যাভিচারীর শাস্তি রজম তথা বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া।[২] অবিবাহিত ব্যাভিচারীকে একশ' বেত্রাঘাত করা *(আন-নূর ২৪/২)*। ব্যাভিচারীর অপবাদ দানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করা (আন-নূর ২৪/৪) চোরের হাত কেটে দেয়া *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। হাতের বিনিময়ে হাত চোখের বিনিময়ে চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এভাবে অনুরূপ শাস্তি দেয়া *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। ইত্যাদি। সরকারের জন্য একেবারেই সহজসাধ্য কাজ। সংবিধান সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা অসম্ভব নয়। শুধু প্রয়োজনে ঈমানী দৃঢ়তা, আল্লাহভীরুতা ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়। এতে প্রয়োজন হবে না আলাদা কোন অফিস-আদালতও আলাদা কোন বাহিনী বরং যে যে অবস্থানে আছে, সে সেই অবস্থানেই থাকবে, পরিবর্তন হবে শুধু কিছু কিছু আইন। যে আইনের মাধ্যমে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মাঝে নেমে আসবে জান্নাতি প্রশান্তি। যেখানে থাকবে না কোন বিরোধী দল। হরতাল অবরোধের নামে চলবে না মারামারি, খুনোখুনি, বিশৃঙ্খলা। বনু আদমের রক্তে রঞ্জিত হবে না রাজপথ। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের নামে চলবে না দলবাজি, মারামারি, অর্থ বাণিজ্য ও প্রহসন। সরকার বহাল তাবিয়তে থাকবে যতদিন তারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা ও শাসন করবে। ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই ধর্মপাণ মুসলিম। সুতরাং ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করলে সরকাররের প্রতি জনসর্মথনেরও কোন অভাব হবে না। দরিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে না। কেননা বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিত্তশালীদের যে টাকা অলস পড়ে আছে। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী তা ২.৫ অংশ হারে বাধ্যতামূলক ভাবে সরকার যাকাত আদায় করলে সে টাকা দিয়েই দারিদ্র বিমোচন ও বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজ করা সম্ভব । এতে সরকার ইহকালেও যেমন নিশ্চিন্তে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত থাকতে পারবে, পরকালীন জীবনেও চিরকালীন শান্তি নিবাস জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত লাভের গ্যারান্টি পাবে। আর দেশের সর্বত্র নেমে আসবে শান্তির ফল্গুধারা। হে আল্লাহ! তুমি সরকারকে হেদায়াত দান কর এবং বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালুর তাওফীক দান কর- আমীন!

লেখক : প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

২. বুখারী হা/৬৮৭৮; মুসলিম হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৩৪৪৬।

Contents

ইসলামই চিরন্তন প্রগতিবাদ

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা : সারা বিশ্বে প্রগতিবাদের লু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সকল প্রগতিশীলদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। আর তা হ'ল আমাদের সমাজটা পরিবর্তন করা উচিৎ। সেকেলে সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বিধায় প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি সমাজে আশু প্রয়োজন। আর প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়া সেই দর্শন বা মতবাদ যা মানুষের ইতিহাসকে ক্রমে অবনতিশীল মনে করে। মানুষ ও সভ্যতা ক্রমেই অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কেউ চিন্তা করেন, মূলত প্রগতির ধারণা মতে বর্তমান অতীতের চেয়ে শ্রেয় এবং ভবিষ্যৎ আরো ভালো হ'তে পারে এবং হবে। পক্ষান্তরে কেউ চিন্তা করেন, প্রাচীন যুগ আধুনিক যুগের চাইতে শ্রেয়, অর্থাৎ সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের অবস্থার ততই অবনতি ঘটছে। আধুনিক যুগে মানুষের পার্থিব ও মানসিক অগ্রগতি ঘটেছে বটে কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন, সহমর্মিতা, পারিবারিক সুসম্পর্ক সহ যাবতীয় প্রণয়ের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতার অবনতি ঘটেছে।

প্রগতিবাদের সংজ্ঞা : প্রগতি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Progress শব্দটি, ল্যাটিন শব্দ Prograde থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ অগ্রগতি, উৎকর্ষতা, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। প্রগতির আভিধানিক অর্থ সকলের কাছে প্রায় একই। তবে পারিভাষিক অর্থে যত মতানৈক্য। এই মতপার্থক্য মূলত আদর্শিকভাবে হয়েছে। তাই প্রগতি বলতে বোঝায় এমন একটি নির্দিষ্ট অগ্রগতি অভিষ্ট লক্ষ্যেকে কেন্দ্র করে এমন উচ্চতায় পৌঁছানো যা অবিরামভাবে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। আবার বর্তমান প্রগতিশীল ব্যক্তিগণের বক্তব্য হলো প্রগতি মানেই সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় সহ যাবতীয় বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।

প্রগতিবাদের সূচনা : তথাকথিত আধুনিক ধ্বজাধারী প্রগতিবাদ আন্দোলন আঠারো শতকের দিকে ইংল্যান্ডের হব্‌স, লক এবং ফ্রান্সের ভল্টেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু প্রমুখ চিন্তাবিদগণ ধর্মের বিরুদ্ধবাদী চেতনায় বারি সিঞ্চন করেন। তার কিছু পরে ডারউইনবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত The Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎস' বইটিতে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, এ বিশ্ব-প্রকৃতি ও মাখলূক্বাত সবই আপনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোন বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তা বা পালনকর্তা নেই। পরকাল বলে কিছু নেই। প্রাণীর জন্ম, যৌবন ও লয় সবকিছুই তার স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল। যদিও ডারউইনের এই বিবর্তনবাদ বা Theory of Evolution তার জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানীগণ কেউই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। এমনকি এই মতবাদের বড় প্রবক্তা হাক্সলে (Huxley) পর্যন্ত এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কিন্তু স্রেফ আল্লাহদ্রোহী প্রবণতার স্বপক্ষে হওয়ার কারণে এ মতবাদকে গ্রহণ করা হ'ল।[১]

এই প্রগতির ছোঁয়া লাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরণের লক্ষ্যে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। সত্তর দশকে প্রগতির ধারণাকে উজ্জীবিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সাথে শিল্পবিপ্লব ইউরোপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রগতির ধারণাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। সামাজিক বিবর্তনের ধারণা সামাজিক প্রগতির সঙ্গে জড়িত ও সংযুক্ত। আবার সামাজিক প্রগতির ধারণা ইতিবাচক দর্শনের সঙ্গেই যুক্ত। **অগাস্ট কোঁত** বলেন, সামাজিক প্রগতিকে মানুষের চিন্তাধারার প্রগতির সঙ্গে সমার্থক বলে বিবেচনা করেছেন। মনোজগতে মানুষের প্রগতির মানব সমাজের প্রগতির মাপকাঠি। জার্মান দার্শনিক **হেগেন** বলেন, 'আত্মোপলব্ধিই মনুষ্যত্বের অগ্রগতি প্রকাশের প্রণালী। তিনি গুরুত্ব দিতেন মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ওপর। **কালমার্কসের** মতে, সমাজের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছতে উৎপাদন কৌশলের যে পরিবর্তন তাই প্রগতি। প্রগতি হলো এমন একটি সামাজিক পরিবর্তন, যা অনুপ্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, প্রগতি হলো মানুষ যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলোকে মূল্য দেয় সমাজের মানুষের জীবনে সে গুণগুলোর অধিকার, প্রকাশ, বিকাশ ও স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত হওয়া। মোটকথা, প্রগতি হচ্ছে বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের পরিচালক।

একদল সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। **রবার্ট নিসবেট** মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির ধারণার জনক। আবার ঐতিহাসিক **কার্ল বেকার** বিশ্বাস করেন যে, প্রগতির ধারনার উদ্ভাবক হ'ল ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের লেখকরা। তাঁরা কেউ দার্শনিক ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক কালে মানুষের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতা উত্তরোত্তর প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রথমদিকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন, তবে পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রগতির সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান।

সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে প্রগতির নামে সুকৌশলে বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী, সুদী অর্থনীতি চালু ও ধর্মনিরোপেক্ষতাবাদ প্রচার করে চলেছে। প্রগতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, (রাজশাহী : ২য় সংস্করণ, প্রকাশ ২০১৬) পৃ. ২।

Contents

জড়িত ও সম্পূরক আদর্শ মাত্র। অথচ ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ একটি নিরেট কুফরী মতবাদ। ইসলামের সাথে এর আপোষ করার কোন সুযোগ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে ইসলামী আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে।

‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ ঐ মতাদর্শকে বলা হয়, যা কোন ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ যে মতাদর্শের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’-কে ইংরেজীতে ‘সেক্যুলারিজম’ (Secularism) ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় ‘সেক্যুলারাইট’ (Secularite) বলা হয়। কিন্তু আরবীতে নিয়ম বিরুদ্ধভাবে ‘ইলমা-নিয়াহ’ (العِلْمانية) বলা হয় । কেননা এই শব্দটির সাথে ‘ইলম’ (العلم)-এর কোন সম্পর্ক নেই। আরবী ‘ইলম’ শব্দটি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় Science বা ‘বিজ্ঞান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপরে তার সাথে ان যোগ করা হয়েছে মূল অর্থকে জোরদার করার জন্য। যেমন রূহানীয়্যাহ, রববানীয়্যাহ, জিসমানীয়্যাহ, নূরানীয়্যাহ ইত্যাদি। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from otherworldliness to life on earth... ‘এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়’। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, The belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc. ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ এমন একটি বিশ্বাস যে, ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত হওয়া উচিত নয়’।

এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলন, যাতে মানুষ আখেরাতকে ভুলে কেবলমাত্র দুনিয়াবী জীবনের দিকে পরিচালিত হ’তে উদ্বুদ্ধ হয়। তবে এটি ধর্মীয় বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষ সমাধিকার ধর্মকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাকে পরিগ্রহণ করে। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে তাওহীদের গন্ডীমুক্ত করে তাগুতের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু কেন? ইসলাম কি প্রগতির অন্তরায়? না, ইসলাম কখনোই প্রগতির অন্তরায় নয়। আমাদের যদি সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকে তবে আমরাই প্রগতিশীল। আর যদি নিঁচু ও অসুস্থ মন-মানসিকতা থাকে তবে আমরা প্রগতির নামে অপব্যাখ্যা করে প্রহসনে নিমগ্ন। ইসলাম প্রগতির অন্তরায় নয়, বরং ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ধর্ম বিবর্জিত জীবনই প্রগতির অন্তরায়। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করে সেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত ও পশুত্ব সমুন্নত করার অপপ্রয়াসমাত্র। যার শেষ পরিণতি হ’ল দুনিয়াতে ধ্বংস আখেরাতে শাস্তি অনিবার্য।

ইসলামী প্রগতিবাদ : যারা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে উপেক্ষা করেন তারা মনে করেন প্রগতি হলো, ১৪০০ বছর পূর্বের সেই আইয়্যামে জাহিলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার থেকে উত্তরণের নাম। এই সংজ্ঞা মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপেক্ষ করে ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে যাবতীয় সংকীর্ণতা পিছনে ফেলে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত আদর্শের অগ্রগতিকেই প্রগতি বলে, যা চিরন্তন ও সার্বজনীন। যার আদি বাহক পিতা হযরত আদম (আঃ)। যুগে যুগে প্রয়োজন বোধে মহান আল্লাহ দ্বীন ইসলামকে প্রগতিশীল করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির মধ্য থেকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং মহান আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করতে সর্বশেষ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে প্রগতির চিরন্তন ও সার্বজনীন ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আর দ্বীন ইসলামই শাশ্বত, অপরিবর্তীত সাম্যের ধর্ম ও আসল প্রগতিবাদ।

ক. ইসলামী প্রগতিবাদের গুরুত্ব : আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনটিকে গ্রহণ করব, ইসলামী প্রগতিবাদ না’কি বর্তমানের কাল্পনিক আধুনিক প্রগতিবাদ? ইসলামী প্রগতিবাদ চিরন্তন, সার্বজনীন ও আধুনিকতার কোন প্রকার কমতি নেই, ইহা শ্বাশত অত্যাধুনিক। পক্ষান্তরে তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদ পরিবর্তনশীল ভঙ্গুর বিজাতীয় মতবাদ। ইসলামী প্রগতিবাদ গ্রহণ করলে দু’ভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

১. ইহকালীন শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করা। ২. পরকালীন মুক্তি এবং এর সুফল অনন্তকাল ভোগ করা। কিন্তু যদি আধুনিক প্রগতি গ্রহণ করি, তবে এর বিপরীত হবে। কেননা আমরা যদি দ্বীন ইসলামকে বাদ দিয়ে প্রগতিশীল হ’তে চাই তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ‘আর যে ব্যক্তি ‘ইসলাম’ ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহবান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম’।[২] মুসলমান প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদকে মেনে নিতে পারে না। কেননা ইহা জাহান্নামে যাবার অসীলা হ’তে পারে। সুতরাং তাদের কোন মতামত ও সাদৃশ্য মুসলমানদের সমাজে থাকতে পারে না। এ মর্মে রাসূল (ছা:) বলেন, যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদেরই দলভুক্ত হবে’।[৩]

২. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪।
৩. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ ‘পোষাক’ অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ হা/৪১৫৩; ছহীহুল জামে‘ হা/২৮৩১।

Contents

খ. ইসলামী প্রগতিবাদ অপরিবর্তনশীল : আমাদের সমাজে এক শ্রেণির কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামকে চিরন্তন প্রগতিশীল মনে করেন, তবে ইসলামের যোজন-বিয়োজনের প্রয়োজনও অনুভব করেন। আর তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে কিয়াস করে থাকেন। আবার তারা বিজাতীয় মতবাদকে সরাসরি গ্রহণ না করে ঘুরিয়ে তা গ্রহণ করেন। তাদের মতে যুগের সাথে বা সামাজিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অথচ দ্বীন ইসলামকে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম' *(আলে-ইমরান ৩/১৯)*। আর এই দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার রদ-বদল বা যোজন-বিয়োজন করার প্রশ্নই আসে না। দ্বীন ইসলাম চিরস্থায়ী পূর্ণাঙ্গ ও সংযোজন-বিয়োজন মুক্ত সার্বজনীন প্রগতিশীল। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

অথচ তাদের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা উল্টো দিক থেকে পরিচালিত। তারা মনে করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আর তা হ'ল গণতন্ত্রের ব্যালটের মাধ্যমে। আবার অনেকে মনে করেন জিহাদের নামে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে রাতারাতি বোমা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আদালতের আইন বদলে দিতে হবে। সারা পৃথিবীতে থাকবে ইসলামী খেলাফত। একই দিনে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি পালন করতে হবে। এরা ইসলামে উগ্রপন্থী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর আদর্শ ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অথচ আমাদের যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে। লোক্বমান তাঁর পুত্রকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে বলেন, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ' *(লুক্বমান ৩১/১৯)*। মধ্যম পন্থায় চলাফেরার কারণে মানুষ সম্মানিত হয়। অন্য আরেক দল যারা পীর ও কবর পূজারী। তারা ইসলামের সাথে হিন্দুদের চৈতন্য মতবাদ, শী'আ, সূফী মতবাদের সংমিশ্রনে গড়ে তোলেছেন পীরতন্ত্র। এরা তাদের পীরতন্ত্রকে প্রগতিশীল করেছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে বাদ দিয়েছে সুকৌশলে। তারা কিছু মানুষের মগজ ধোলাই দিয়ে তাদের কাছ থেকে ঈমান, সম্পদ আহরণ করে চলেছে। আবার আরেক দল রয়েছে, একজন বুজুর্গানেদ্বীনের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে তাদের গণনা করা কোটি কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন পর্যন্ত ছওয়াব অনুসারীদের মাঝে আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রদান করেন। অবশ্য এখন তারা বিপদের মধ্যে, মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। সকলের হাতে হাতে ইন্টারনেট পোঁছানোর সুবাদে সকলে কুরআন ও হাদীছগুলো যাচাই বাছাই করার সুযোগ পেয়েছেন। আর গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন, যারা ছওয়াব গণনা করেন তারা বাতিলপন্থী। এরা ইসলামের নামে মানুষকে সুকৌশলে হক্বের পথ থেকে বাতিলের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এদের আচরণ আর মদীনার মুনাফিকদের আচরণ অবিকল।

আবার আরেক দল বিশ্বাস করেন যে, এই ইসলামী প্রগতি অতীব চিরন্তন ও সার্বজনীন। এই প্রগতির প্রতিষ্ঠাতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর রেখে যাওয়া মানদন্ড পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা অনুমোদিত, তার সাথে কোনভাবে সাংঘর্ষিক নয় অথচ তা সংগতিপূর্ণ যার মাধ্যমে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মান অক্ষুণ্ন থাকে, কেবল তাকেই তারা প্রগতিবাদ বলে গ্রহণ করেন। তাদের প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। মানুষের আক্বীদাগত দিকগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজে, ও পর্যায়ক্রমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যেমনটি করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)। যখন তিনি প্রথম নবুওয়াত লাভ করেন, তখন সর্বপ্রথম নিজে ও তাঁর পরিবারকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। ধীরে ধীরে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, আগন্তুক, গোত্রনেতা, রাষ্ট্রনেতাদের ক্রমান্বয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত দিতে থাকে। এভাবে তিনি প্রয়োজনবোধে এবং বাতিলের তাগুতী শক্তি প্রতিরোধে মহান আল্লাহ্র নির্দেশেই জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। আর মক্কা বিজয় হলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মক্কার যে কাফেরেরা নবীজীর প্রাণনাশের অপচেষ্টা করেছিলেন, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তাদেরকে বিনা যুদ্ধে পরাস্থ করে সর্বত্র ক্ষমা করে দিলেন। কায়েম করলেন ইসলামী রাষ্ট্র। তাঁর পরবর্তী সময়ে চার খলীফার আমলেও অনুরূপ। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সমন্বয়ে গঠিত চিরন্তন ও সার্বজনীন প্রগতির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গ. ইসলামী প্রগতিবাদ গ্রহণকারীরাই শ্রেষ্ঠজাতি : ইসলামী প্রগতিবাদীদেরকে মুসলিম হিসাবে অভিহিত করা হয়। মহান আল্লাহ এদেরকে মুসলিম বলে সম্বোধন করেছেন। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'আর

Contents

তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর যথার্থ জিহাদ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আর তিনি তোমাদের উপর দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর তোমরা কায়েম থাক। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' হিসাবে ইতিপূর্বে এবং এই কিতাবে। যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও মানব জাতির উপরে। অতএব তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি' *(হাজ্জ ২২/৭৮)*। আর ইসলামের অনুশীলনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহেলী যুগকে প্রগতিশীল স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলেন। সেই যুগের মানুষই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ- 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- 'আমার যুগের মানুষই সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ, অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ'।[৪]

তাছাড়া তখন যেসকল দেশে ইসলামী আইনের অনুশাসন বিদ্যমান ছিল ঐ সকল দেশ প্রগতীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এখনো যেসব দেশে ইসলামের অনুশাসন যত বেশী সেই সব দেশ তত উন্নত, সভ্য ও প্রগতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। যদি আমরা ইসলামী অনুশাসনের আদলে ইসলামী প্রগতিশীল হই তবে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল করা হবে এবং প্রবৃদ্ধিতে দেশকে সমৃদ্ধ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহভীতি অর্জন করে, তবে তাদের প্রতি আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের পথ উন্মুক্ত করে দিব' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামী প্রগতির অবদান : প্রগতি যেহেতু অগ্রগামী, সেহেতু ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাও এর মধ্যে পরিগণিত হয়। বিগত যুগে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিল। অথচ আজ আধুনিক শিক্ষার নামে তাদেরকে কেবল বিদেশীদের লেজুড় হিসাবে তৈরী করা হচ্ছে। নিজের ঘরে খাঁটি সোনা থাকতে তারা অন্যের মেকী সোনার পিছনে ছুটছে। একটি হিসাবে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন বিষয় সমূহে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, (১) মেডিসিনে ৩৫৫টি, (২) বায়োলজি ও বোটানিতে ১০৯টি, (৩) এ্যাস্ট্রোনমি ও এ্যাস্ট্রোফিজিক্সে ৮২টি, (৪) কেমিস্ট্রিতে ৪৩টি, (৫) মেটেরিওলজিতে ৩৪টি, (৬) জিওলজিতে ৩৩টি, (৭) ওসিয়ানোগ্রাফিতে ৩১টি, (৮) জুলোজিতে ২৮টি, (৯) জিওগ্রাফিতে ১৭টি, (১০) আর্কিওলজিতে ৮টি, (১১) এয়ারোনটিক্সে ৮টি এবং (১২) সোশিওলজিতে ৩০০টি, সর্বমোট ৯৪৮টি।

আরেকটি হিসাবে এসেছে যে, কুরআনের শতকরা ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। প্রকৃত অর্থে কুরআন ও হাদীছের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যই বিজ্ঞান বহন করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে যা গোপন নয়। কেবল উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়ার অভাবে এবং যথার্থ গবেষণার অভাবে কুরআন ও হাদীছের কল্যাণ ভান্ডার থেকে মানবজাতি বঞ্চিত রয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ দীর্ঘ ১০০০ বছর যাবৎ বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। উইলিয়াম ড্রেপার স্বীয় Intellectual development of Europe গ্রন্থে বলেন, খুবই পরিতাপের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগণ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ও অগ্রগতিকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের এই বিদ্বেষ বেশীদিন চাপা থাকেনি। নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল'।[৫]

ঙ. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও অপসংস্কৃতি ইসলামী প্রগতিবাদ নয় : জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি তা ধর্ম নিরপেক্ষতা মতবাদের আলোকে পরিচালিত হয়, তা প্রগতি নয়; বরং তা হ'ল প্রগতির নামে প্রহসন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আধুনিক ধ্বজাধারী বাণিজ্যিক যে প্রগতি, তার একমাত্র বাঁধা ধর্মীয় মতবাদ। আর তা অন্য কোন ধর্মের নয় একমাত্র দ্বীন ইসলামই হ'ল আধুনিক প্রগতির প্রতিবন্ধকতা। আজ সারা বিশ্বে সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ এই প্রগতিবাদের নামের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিষবৃক্ষটি। প্রগতির নামে অসামাজিক অনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় ঘটে চলেছে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামে ধর্মহীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায় সাধারণ মানুষের ঘাড়ে তাদের উপলব্ধি করা উচিৎ বিগত ইসলাম বিরোধী শক্তি ও অপচেষ্টা থেকে। প্রগতির নামে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে সমাজের বুকে চাপিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে, সবাইকে অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত করে আমাদের ঈমানী শক্তি অপহরণ করে চলেছে। তবে সমাজের অতি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামকে বাদ দিতে

৪. বুখারী, হা/২৬৫২; মুসলিম, হা/২৫৩৩।

৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, (দরসে হাদীছ - ইসলামী শিক্ষা - আত-তাহরীক (১৮তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) জুন ২০১৫)।

সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কুটকৌশল অবলম্বন করছে। তাদের মতে সমাজে অপসংস্কৃতির নামে অনৈতিক অশ্লীলতা বেহায়া বেলেল্লাপনা ছড়িয়ে দেয়া। মান সম্মত শিক্ষার নামে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত করে নাস্তিকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ কারিকুলাম প্রনয়ণ। যার ফলে শিক্ষার হার গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান জ্যামিতিক হারে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন দিবসের নামে যুবক যুবতীদের মিলন মেলায় অংশগ্রহণ ও বেহাপনায় উদ্বুদ্ধ করণ। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন করণসহ সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা করে চলেছে। তারা নিজেদেরকে সভ্য ভাবেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন তাদের সামনে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ বড় ধরণের বাঁধা বলেই ধারণা করেন। আজ সারা বিশ্বের অস্থিরতা ও অশান্তির ধোঁয়া চারিদিক থেকে ক্রমে ক্রমে আমাদের চারপাশে ছেয়ে যাচ্ছে তার মূল চিন্তা শক্তি প্রগতির নামে যত সব প্রহসনের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতি ও প্রগতির ধ্বজাধারীরা ইসলামে অশ্লীলতা বিস্ফোরণ। যার ফলে নানা ধরণের অপরাধ প্রবণতা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা। প্রকটভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রগতির নামে নারী অশ্লীলতা । নারীদেরকে সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন-অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। নায়ক নায়িকাদের যৌন আবেদন মূলক অশালীন, অশোভন অভিনয়, নাচ-গান, বেহায়াপনা, স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দেহ প্রদর্শন করে যুবসামজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারী জাতির এ বেহাল অবস্থা দর্শন করে সর্বস্তরের জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেছে নারীদেরকে মা বোনদের মত সম্মান করার মন মানসিকতা, তারা হারাতে বাধ্য হয়েছে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা। মানুষ কত নীচে নামতে পারে এবং তাদের নগ্নতা ও অশ্লীলতা কিভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। প্রগতির নামে অশ্লীলতা দেশ ও জাতিকে ক্রমশঃ চরম অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন হ'ল আকাশ সংস্কৃতি। টিভি, সিডি, ভিসিয়ার, সিনেমা, নাটক, আর ডিস এন্টেনার মাধ্যমে সমাজ জীবন প্রতিনিয়ত কলুষিত হচ্ছে। তবে ইন্টারনেট সকল অপসংস্কৃতির মূল চাবিকাঠি, যেমন ফেসবুক, স্কাইপি, ট্যাংগু, উইচ্যাট, গুগলটক, ইউটিউব, ইউপর্ণ, অশস্লীল বস্নগ, লাইক পেজ প্রভৃতি নামের কিছু ওয়বে সাইট। এই সাইট ও লাইপেজগুলো অকল্পনীয় অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার করে চলেছে। আর একারণে ধ্বংস করছে মানুষের ঈমান-আক্বীদা, চরিত্র ও মেধা। প্রকাশ্যে বাড়ীতে, বৈঠকখানায়, দোকানে, বাসে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র চলছে লজ্জা-শরম বিধ্বংসী কার্যকলাপ। শিক্ষা সাংস্কৃতির নামে অনৈসলামিক কার্যক্রমের সবার্ত্মক উত্থান। মুক্ত মনা জাতিই না'কি প্রগতিশীল। আর এরাই না'কি মুক্ত মনা আধুনিক প্রগতিশীল নতুন প্রজন্ম। এই প্রগতির প্রতিচ্ছায়ায় আজ আত্মীয়তার সুসম্পর্কের বন্ধন ধীরে ধীরে ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রগতিবাদীরা ধীরে আইয়ামে জাহিলিয়াতে ঘোর অন্ধকারের দিকে ফিরে যাবার জন্য সর্বাত্মক অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। বলা যায় এরা জন্ম দিতে চায় 'মডার্ণ আইয়্যামে জাহেলিয়াত'। আসলেই আমরা নারী প্রগতির নামে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে ভুল ভাল বুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত ভোগ করা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টার নামই আধুনিক প্রগতি মাত্র।

বিধর্মীরা মুসলমানদের চিরশত্রু। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানরা তাদের আচার-আচরণকে অনুকরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানের শত্রু ভাবাপন্ন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদা-৫/৫১)*। 'আর ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন' *(বাক্বারাহ ২/১২০)* এবং আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন *(মায়েদা ৫/৮২)*। আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে এক শ্রেণীর মুসলমানরা এমন ভাবে অনুসরণ করে চলেছে যে, তারা বিপদের আশংকা আছে জেনেও এমন গুহাতে প্রবেশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এমন ভাবে অনুসরণ করবে যে, এক বিঘত পরিমাণও ব্যবধান হবে না। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করতে শংকিত হবে না। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ? তিনি বললেন, তবে আর কে ?[৬] অন্যত্র বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতীর সঙ্গে সাদৃশ রাখে, সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে'।[৭]

শেষকথা :

মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে দ্বীন ইসলামকে প্রোগ্রেস বা প্রগতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রেক্ষাপটে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর অহীভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ফুলপ্রুফড প্রগতিবাদ হ'ল ইসলাম। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন।

৬. বুখারী হা ৩/৩১৯৮ (কিতাবুল আম্বিয়া অধ্যায়)।
৭. আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ৩য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثالثة (الف)

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (السيد نذير حسين الدهلوى)

সাহসোয়ান : মাওলানা আমীর হাসান। ইনি মিয়াঁ ছাহেবের নিকটতম সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পিতা-পুত্রের ন্যায় মধুর সম্পর্ক ছিল। শেষ বয়সেও তিনি মিয়াঁ ছাহেবের কথা দুঃখ ও আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করতেন। 'মি'য়ারুল হক'-এর সমর্থনে একদিনেই তিনি براهين اثنا عشر নামক ১২টি দলীলসমৃদ্ধ বিখ্যাত পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। ২। শামসুল ওলামা মাওলানা আমীর আহমাদ। ইনি মাওলানা আমীর হাসানের পুত্র ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবকে 'দাদাজী' বলে ডাকতেন। মিয়াঁ ছাহেবের তিনি খুবই আদরের ছিলেন। আগ্রাতে একটি মাদরাসার মুদাররিস ছিলেন। কিন্তু মিয়াঁ ছাহেবকে দেখতে প্রায়ই দিল্লী আসতেন। তিনি তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন, যার তুলনা বিরল ছিল। ছিহাহ সিত্তাহ্ বিশেষ করে ছহীহায়েন-এর অধিকাংশ তিনি সনদসহ মুখস্ত বলতেন। একই সাথে মান্তেক ও ফাল্সাফার প্রতিও আকর্ষণ ছিল। লেবাস-পোষাক খাছ দিল্লীওয়ালাদের মতই ছিল ৩। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর (১২৫০-১৩২৬/১৮৩৪-১৯০৮)। এই খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ইল্মে হাদীছে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে আরবী সাহিত্যে খুবই দক্ষ ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তিনিই তাঁর স্থালাভিষিক্ত হয়ে দরস জারি রাখেন। ইতিপূর্বে তিনি ভূপালে ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬)-এর সঙ্গে তাঁর লেখনীযুদ্ধ চলতো। মিয়াঁ ছাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি আরবদেশ হ'তে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হাম্বলী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الصارم المنكي في الرد علي السبكي বইটি আনিয়ে নেন এবং তার সাহায্যে মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবীকে পরাভূত করেন। শিরকের বিরুদ্ধে صيانة الأناس নামে তিনি আরবী ভাষায় বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল অনেক। ৪। মৌলবী হাকীম বাদরুল হাসান ও তাঁর পুত্র আখতার হাসান সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

গাযীপুর : হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৮)। ইনি 'উস্তাযুল আসাতিযাহ' বা শিক্ষককুলের শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ উস্তাযগণের একটি বিরাট অংশ তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা ছিল। ফলে বহু ডাক্তার তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজে তো খ্যাতনামা আলেম ছিলেন, তাঁর মেয়েরাও যোগ্য আলেমা ছিলেন। তাঁর দুই ভাগ্নে হাফেয আব্দুর রহমান বাক্বা ও হাফেয আব্দুল মান্নান অফা প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী আব্দুল আযীয হুজরীআবাদী গাযীপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

শাহজাহানপুর : মৌলবী আবু ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০)। তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ে তাঁর লিখিত 'আল-ইরশাদ' নামক উর্দূ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জীবনে কঠোর মুকাল্লিদ ছিলেন। পরে আহলেহাদীছ আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। এতদসহ মোট ৫ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

লাক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা : মৌলবী আব্দুল হালীম শারার (১২৭৮-১৩৪৫/১৮৬০-১৯২৬) (খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক) ২। মৌলবী বদীউয্যামান বিন মসীহুয্যামান (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)। ইনি মুওয়াত্ত্বা ও তিরমিযী শরীফের অনুবাদক এবং কুরআন শরীফের বিষয়বস্তু সমূহের তালিকা প্রস্তুতকারক ছিলেন। ৩। মৌলবী অহীদুয্যামান বিন মসীহুয্যামান (ইনি ছিহাহ সিত্তাহ্র স্বনামধ্য উর্দূ অনুবাদক। এর পূর্বে তিনি হানাফী ফিক্হ 'শরহে বেকায়াহ্'র তরজমা করেন) ৪। মৌলবী হাকীম মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ)। ৫। মৌলবী সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী (বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা)। এতদসহ মোট ৭ জনের নাম আছে।

মুরাদাবাদ : মাওলানা জান আলী (উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস ছিলেন) ২। কাযী ইহতিশামুদ্দীন ('ইন্তিছারুল হক' -এর প্রতিবাদে 'ইখ্তিছারুল হক' -এর লেখক)। এতদসহ মোট ৪ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

মীরাট : মৌলবী আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী ২। মৌলবী যিয়াউর রহমান ওমরপুরী।

এতদ্ব্যতীত পীলীভেত-এ ১ জন, জলেশ্বরে ৩ জন, খুরজাহতে ২ জন, সাহারানপুরে ১ জন, ফতেহ্পুরে ১ জন, ফারখাবাদে ৩ জন, কানপুরে ১ জন, গোরক্ষপুরে ১ জন, মছলীশহরে ১ জন, মোযাফ্ফর নগরে ১ জন, রামপুরে ৩ জন ও হায়দরাবাদের মৌলবী আব্দুল হাইয়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

তিব্বত : মৌলবী আবু ইমরান আতাউল হক-এর লেখা হ'তে বুঝা যায় যে, তাঁর ছাত্রজীবেন তিব্বতের একজন ছাত্র মিয়াঁ ছাহেবের নিকট পড়তে আসেন। কিন্তু তার নাম জানা যায়নি। এমনিভাবে মৌলবী শামসুল হক বলেন যে, মিয়াঁ ছাহেবের দু'জন তিব্বতী ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে। তাদের কয়েকটি চিঠি ও আমাদের কাছে এসেছে।

কাবুল : মৌলবী আব্দুল হামীদ ২। মৌলবী ইখওয়ান ৩। মৌলবী শিহাবুদ্দীন ৪। মৌলবী আব্দুর রহীম

গযনী : মোল্লা শিহাবুদ্দীন গযনবী।

Contents

কান্দাহার : মোল্লা আব্দুর রহমান।

কাশগড় : মোল্লা নূরুদ্দীন কাহাস্তানী (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মোল্লা আবদুন নূর (ঐ) ৩। মোল্লা মীর আলম।

হিরাট : মোল্লা আযীযুদ্দীন ২। মোল্লা সাইয়িদ মুহাম্মাদ।

এতদ্ব্যতীত আফগানিস্তানের বাজোড়-য়ে ১ জন, ইয়াগিস্তানে ১ জন, সামরূদে ২ জন, কোকান্দা-য়ে ১ জন, হাবশাঁ দ্বীপ ১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

হেজায : আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আওন নু'মানী।

সনৌস : আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস আল-হুসাইন আল-মাগরেবী (মরক্কোর খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। মক্কা মু'আয্যামাতে বহুদিন যাবত হাদীছের দরস দিয়েছেন)।

নাজদ : ইসহাক বিন আব্দুর রহমান (বড় আলেম ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন)। ২। আলী বিন মাযী ৩। সাইয়িদ আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ আব্দুল আযীয ৪। কাযী মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক ৫। কাযী সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক।[১]

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার প্রসিদ্ধ ৫০০শত ছাত্রের নাম উল্লেখ করে জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বলেন, 'মূলতঃ এগুলি বিরাট সমুদ্রের এক চুল্লু পানির মত।' তিনি বলেন 'শুধু হিন্দুস্থান ও কাবুল নয় এবং আরব, ইয়ামন, নাজ্দ, হিজায, সনৌস (তিউনিসিয়া), হাবশান, আফ্রিকা, চীন, কোচিন, তিব্বত প্রভৃতি দেশও তাঁর ছাত্র হ'তে খালি নয়।[২]

প্রাসংগিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সশস্ত্র জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি করেন, পরবর্তীতে আল্লামা সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) পরিচালিত তাদরিসী জিহাদ সেই জোয়ারকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। মুসলমান সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আতের শিকড় উৎপাটনের কার্যকর ভূমিকা তিনি পালন করেন। বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত মিয়াঁ ছাহেবের অসংখ্য ছাত্র ও অনুসারীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

লেখনী

সারক্ষণ দারস-তাদরীস, ফৎওয়া প্রদান ও ওয়ায-নছীহতে ব্যস্ত থাকার কারণে মিয়াঁ ছাহেব গ্রন্থ রচনার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবুও শতাব্দীর এই ইল্‌মী মহীরুহ সারাজীবনে যত লিখিত ফৎওয়া দিয়েছেন, তা একত্রিত করা হ'লে বড় বড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ২৭ বৎসর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন 'যদি আমার সমস্ত ফৎওয়ার নকল রাখা হ'তে, তাহ'লে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র চারগুণ হ'ত।[৩] জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ছোট বড় ৫৬টি ফৎওয়া পুস্তিকার তালিকা দিয়েছেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১) ও মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫)-এর সংশোধনী ও মাওলানা শারুফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩/১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খন্ডে মিয়াঁ ছাহেবের ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৪]

মিয়াঁ ছাহেবের রচিত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق) বা 'সত্যের মানদণ্ড' বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটি মোট দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানাফী (৮০-১৫০ হিঃ)-এর ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এব্যাপারে হানাফী ফিক্হের গ্রন্থসমূহে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যুক্তিপূর্ণভাবে সে সবের প্রতিবাদ করা হয়েছে।[৫]

২য় অধ্যায় তাক্বলীদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।[৬] কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস-এর দলীল দ্বারা এবং চার ইমামসহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীবৃন্দের উক্তিসমূহের মাধ্যমে তিনি 'তাকলীদে শাখছী'-কে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাকলীদপন্থীদের তরফ থেকে যেসব জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে উদ্ধৃত করে তার দলীলভিত্তিক জওয়াব দিয়েছেন। মুসলমানকে প্রচলিত চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব-এর দাবীর অসারতায় তিনি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের ৩৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৭]

'এযুগে হাদীছের উপর আমল করা কঠিন সেজন্য যেকোন একটি মাযহাবী ফিক্হের অনুসরণ করা ওয়াজিব' -এর দাবীরও তিনি যথাযথ জওয়াব দিয়েছেন[৮] এবং প্রমাণ করেছেন যে, হাদীছে বর্ণিত নাজী ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কেবলমাত্র চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।[৯]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬২-৭০৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫৭।
৪. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় সংস্করণ (দিল্লী : নূরুল ঈমাম প্রকাশনী, ১৪০৯/১৯৮৮)-এর ভূমিকা, পৃ.৫; তিনখন্ডে সমাপ্ত উক্ত সংকলনের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭২৪+৬০০+৪৮০=১৮০৪। ১৩৯০/১৯৭১ সালে লাহোর হ'তে 'আহলেহাদীছ একাডেমী' কর্তৃক ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া সমূহ তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকসময় মসজিদে রক্ষিত তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন- 'মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' আল-হায়াত, পৃ.৬১৩-৬১৪।
৫. 'মি'য়ারুল হক' পৃ.৫-১৯।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯-২৪৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৮৫।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

তিনি একথাও প্রমাণ করেছেন যে, ইজতিহাদ চার ইমামের পরেও চালু আছে। যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে শরী'আত-গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করা ইসলামের চিরন্তন মৌলিক দাবী। ইজতিহাদের এই খাছ রহমত আল্লাহপাক কোন একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত সীমায়িত করেননি। কিয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদের দুয়ার প্রত্যেক যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত থাকেন।[১০] অতঃপর মিয়াঁ ছাহেব তাঁর দাবীর সপক্ষে চার ইমামের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের পরিচয় বর্ণনা করেছেন।[১১] তিনি 'ইজমা' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন[১২] এবং প্রমাণ করেছেন যে, 'ইজময়ে সুকূতী' দলীল নয়।[১৩] সবশেষে কতকগুলি বিতর্কিত মাসায়েল উদ্ধৃত করে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সেগুলির সমাধান পেশ করেছেন।

মিয়াঁ ছাহেবের লিখিত উক্ত বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সকল প্রকারের কুটতর্ক পরিহার করে দলীল দ্বারা প্রতিপক্ষের উদ্ধৃত দলীলের খণ্ডন করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীছের দলীল ছাড়াও নিজের সপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হানাফী বিদ্বানদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। বইটি মূলতঃ বিতর্কমূলক। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ছালাতে রাফ্উল ইয়াদায়েন-এর সপক্ষে 'তানভীরুল আইনাইন' নামে যে বই লেখেন, মিয়াঁ ছাহেবের দীর্ঘ চার বছরের শাগরিদ মৌলবী মুহাম্মাদ শাহ পাঞ্জাবী তার জওয়াবে 'তানভীরুল হক' নামে একটি বই লিখে নওয়াব কুতুবুদ্দীন খানের নামে প্রচার করেন। তারই জওয়াবে ময়াঁ ছাহেব অত্র 'মি'য়ারুল হক' রচনা করেন।[১৪] বক্তব্যের ঋজুতা, সাবলীলতা, রুচিশীলতা এবং অকাট্য দলীলসমূহের সুন্দর উপস্থাপনায় বইটি মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সুধী মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বইটির শেষদিকে এর প্রশংসায় উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ১৮ জন আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

'মি'য়ারুল হক' -এর প্রতিবাদে সর্বপ্রথম মৌলবী এরশাদ হুসাইন রামপুরী 'ইন্তিছারুল হক' নামে একটি পুস্তিকা লিখেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যগণ মোট ৪টি প্রতিবাদ পুস্তক লিখেন।[১৫] প্রথমটি লিখেন মৌলবী সাইয়িদ আমীর হাসান সাহসোয়ানী, যা 'ইন্তিছার' প্রকাশের মাত্র একদিন পরিই 'বারাহীনে ইছনা আশারা' নামে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে ১২টি মযবুত দলীলের অবতারণা করে বলা হয়েছে, যে কেউ উক্ত বারোটি দলীলের জওয়াব দিতে পারবেন ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি পুরা বইটির প্রতিবাদ করেছেন। বইটি পড়ে ভারতের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/ ১৮৪৮-১৮৬৬) লেখকের নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে বলেন- 'ইন্তি ছার' বইয়ে উদ্ধৃত কিতাবসমূহ ও সে সবরে প্রণেতাদের নামের ভুলের সংখ্যা অগণিত। সংক্ষেপে কয়েকটির প্রতি দৃকপাত করাই যথেষ্ট মনে করি।[১৬] মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যদের লিখিত বাকী তিনটি বই হ'ল- (১) 'তালখীছুল ইনযার ফী মা বুনিয়া আলাইহিল ইন্তিছার'। লেখক মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী 'ইন্তিছার' বই প্রকাশের মাত্র দশদিনের মধ্যেই তার প্রতিবাদে উক্ত বই প্রকাশ করে লেখকের নিকট কপি পাঠিয়ে দেন। অথচ 'ইন্তিছার' বইটি 'মি'য়ারুল হক' প্রকাশের দীর্ঘ ৮ বৎসর পরে ১২৯০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছিল (২) 'ইখ্তিয়ারুল হক'। লেখকঃ কাযী ইহতিশামুল হক মুরাদাবাদী (৩) 'বাহ্রে যাখার'। লেখকঃ মৌলবী গুহূদুল হক পাটনাবী।

সংক্ষেপে 'মি'য়ারুল হক' বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল মুসলিম উম্মাহ্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের ন্যায় কুরআন ও হাদীছভিত্তিক জীবন যাপনের দিকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষপাদে এসে তাক্বলীদে শাখ্ছীর বিদ'আত মাথা চাড়া দেওয়ার পর হ'তে যা ক্ষুণ্ন হয় ও যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন বিদ্বানের ভক্তগণ পরবর্তীতে তাদের স্ব স্ব ইমামের নামে এক একটি মাযহাব রচনা করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে যায়। অথচ কুরআনও ছহীহ হাদীছেকে বিচারের মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করে নিলে শারঈ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন দলাদলী সৃষ্টি হ'তে পারেনা। বইটিতে মিয়াঁ ছাহেব মুসলিম উম্মাহ্কে তাক্বলীদে শাখ্ছীর শৃংখল ছিন্ন করে কুরআন ও ছহীহ হদীছকে 'মি'য়ারুল হক' বা 'সত্যের মানদণ্ড' হিসাবে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের আহবান জানিয়েছেন। বলা যেতে পারে যে, 'মি'য়ারুল হক' বইটির মিয়াঁ ছাহেবের লৈখিক জিহাদের জীবন্ত স্মৃতি। ২৪৭ পৃষ্ঠার এই বইটি 'তাক্বলীদ' সম্পর্কে প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা নিরসন ক'রে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নত ব্যক্তিগত আমল, শিক্ষাকতা, ওয়ায-নছীহত এবং লেখনী যুদ্ধের ময়দানে অতুলনীয় মুজাহিদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী জীবনে কখনো সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত হননি বা তেমন কোন সুযোগ তাঁর জীবন সৃষ্টি হয়নি। তবে সশস্ত্র আততায়ীর সম্মুখীন হয়ে শাহাদাতের দ্বারদেশ হ'তে ফিরে এসেছেন।[১৭] বিরোধী পক্ষের নোংরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গীবত-তোহমত,[১৮] জেল-যুল্ম ভোগ করেছেন।[১৯] এমনকি হজ্জের

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-৩০।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০-৩১, ১২৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭।
১৪. 'আল-হায়াত' পৃ.৫৮৬-৮৭।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯১।

১৬. ..... প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২।
১৭. দিল্লীর ফাটক হাবাশ খাঁ মসজিদ থেকে এশার ছালাত শেষে বাসায় ফেরার পথে সশস্ত্র আততায়ী তাঁকে হামলা করতে গেলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'আমি যদি ফাতিমার বংশধর হই, তাহ'লে তুমি কখনই কামিয়াব হবেনা।' (میں اگر بنی فاطمہ ہوں تو تو اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوگا) একথা শোনার সাথে সাথে নিষ্ঠুর ঘাতকের বুক কেঁপে ওঠে ও তরবারি হাত থেকে পড়ে যায়। পরে প্রচন্ড পেট ব্যথায় সে সেই রাতেই বাড়িতে মারা যায়। মৃত্যুর সময় সে বলে যায় 'আমি আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছি'।- 'আল-হায়াত' পৃ.২৩৩।
১৮. একবার এক দুশমন ছাত্র তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাভরা কবিতা ছাপিয়ে বিলি করে। সেখানে তাঁকে ইঁদুর খেকো বিড়াল' বলে টিটকারী করা হয়-

মওসুমে মক্কার পবিত্র ভূমিতে তাঁকে গ্রেফতার হ'তে হয়েছে কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রের ফলে।[২০] সেই সময়কার চরম বিরোধী পরিবেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অকুতোভয় সিপাহ্সালার যে আপোষহীণ জিহাদী মনোভাব নিয়ে দা'ওয়াত ও তাদরীসের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীদের সকল চক্রান্তজাল উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা যেকোন মুজাহিদের জন্য ঈর্ষার বিষয় বৈ-কি!

শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর আন্দোলন পরিব্যপ্ত হয়। তাঁর বিরাট ছাত্রবাহিনী মূলতঃ আন্দোলনের কর্মীবাহিনী হিসাবে কাজ করেন এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তিনি বলতেন- 'আমি ঐ দু'জন দাদা ও পৌত্রের সঙ্গে একমত, যাঁরা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা চয়ন করতেন ও নিজেদের সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় থাকতেন। যায়েদ, আমর বা কোন লেখকের ও আলেমের পায়রবী করতেন না। তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহের দরিয়ায় ঢেউ খেলছে।[২১]

হাদীছ থেকে প্রমাণিত কোন মাসআলার ব্যাপারে কেউ হঠকারিতা দেখালে মিয়াঁ ছাহেব সাথে সাথে মুবাহালার আহবান জানাতেন। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সরলতা শিষ্যদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেল্ত, যা আহলেহদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে।

মিয়াঁ ছাহেবের আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের ফলাফল' (تحریک اہل حدیث کا فائدہ) শিরোনামে আল্লামা সুলায়মান নাদ্ভী (১৩০২-১৩৭২ / ১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও তাঁর ছাত্র মন্ডলীর মাধ্যমে হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ-এর নামে যে আন্দোলন চলে, তার একটি ফল এই হয়েছে যে, তবীয়তের জড়তা ও গোঁড়ামি দূর হয়েছে। যখন একটি বন্ধন ছুটেছে, তখন ইজতিহাদের অন্যান্য বাধার বদ্ধ দুয়ার ও খুলে যায়।'[২২] *(ক্রমশঃ)*।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩২৫-৩৩০]

(جب کی خراب اس نے ساری دلی+ چوہے خاکر چلی حج کو بلی) তিনি হাসতে হাসতে সেটা পড়ে ক্ষুব্ধ শিষ্যদেরকে বললেন-'সে আমাকে কিছু দিয়েছে, নেয়নিতো কিছু' آرے میاں.. اس نے ہمیں کچھ دیا ہے، لیا تو نہیں 'আল-হায়াত' পৃ.৩০৫।

১৯. বিরোধীদের প্ররোচনায় বৃটিশ সরকার তাঁকে এক বছর রাওয়ালপিন্ডি জেলে বন্দী করে রাখেন। -'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' পৃ.১৪৮।

২০. ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ সালে হজ্জ করার জন্য মক্কায় গেলে তাঁকে চক্রান্তের মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয়। -নযীর আহমাদ রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামেয়া সালাফিইয়া, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬) পৃ.৩৬৯। পরে মক্কার শাসক সৈয়দ ওছমান নূরী পাশা সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দেন। তার আগে 'মিনা' প্রান্তরে পরপর তিনদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে বিরোধী আলেম গণ তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সাথী মৌলবী তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী ও অন্যান্য শিষ্যগণ উক্ত ষড়যন্ত্র অবহিত হয়ে মিয়াঁ ছাহেবকে ওয়ায বন্ধ করতে পরামর্শ দিলে তিনি জওয়াবে বলেন, এই পুণ্যভূমিতে ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) শহীদ হয়েছিলেন। আমিও শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি দা'ওয়াত ও তাবলীগ থেকে কখনোই বিরত হব না'- (سنو صاحب بہت جی چکا اب زندگی کی تمنا نہیں، امام نسائی بھی اسی حرم میں شہید ہوئے جہاں میرے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں- میں ہر وقت اپنے قتل کیلئے آمادہ ہوں مگر اس تبلیغ سے بازنہ آؤنگا) (তারাজিম পৃ. ১৪৮)।

২১. میں ان دادا پوتوں کا قائل ہوں جو صرف قران وحدیث سے استنباط مسائل کرتے اور اپنی رائے پر اعتماد رکھتے ہیں- زید و عمرو کسی مصنف یا عالم کی پیروی نہیں کرتے- ان کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فیضان الٰہی جوش مار رہا ہے- 'আল-হায়াত' পৃ.৩০৪।

মৃত্যু : ১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব দিল্লীতে একমাত্র মেয়ের বাসায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং পরদিন শীদীপুরা গোরাস্থানে স্বীয় একমাত্র পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (৫৬)-এর কবরের পার্শ্বে সমাহিত হন। খ্যাতনামা পৌত্র হাফেয মৌলবী আবদুস সালাম (৫৫) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের পিতা মৌলবী আবদুস সালামের পরে এই বংশের আর কেউ মিয়াঁ ছাহেবের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেননি। -তারাজিম পৃ.১৫২, ১৬১।

*** মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের কিছু ছিটেফোঁটাঃ** (১) জীবনের ৮০টি বছর তিনি দিল্লীতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য কোন নিজস্ব বাসস্থান তাঁর ছিল না। একটি সাধারণ ভাড়া বাসায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন। শীত ও গ্রীষ্মের মওসুমে সেখানে থাকাই দুষ্কর ছিল। সেখানে বসেই তিনি ফৎওয়া লিখতেন ও পড়াশুনা করতেন। মাঝে মধ্যে ছাত্রদের ঠাট্টা করে বলতেন- وہاں جا کر سو رہو تو دو روپے دیتا ہوں- میں جس سائبان میں رہتا ہوں تم ایک گھنٹہ اگر 'আমি যেখানে থাকি, সেখানে তোমরা গিয়ে যদি এক ঘন্টা শুয়ে থাকতে পার, তবে দু'টাকা দেব।' (২) একদা মুহাম্মাদ দীন পাঞ্জাবী কয়েকদিন তাঁর মেহমান ছিলেন। ফলে সে কয়দিন মিয়াঁ ছাহেবকে প্রায় না খেয়েই থাকতে হয়। বসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্লে অবশেষে শুয়ে শুয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে কিছু জানাননি। (৩) সওদাগর আতাউল্লাহ পাঞ্জাবী নামক জনৈক শিষ্য একবার তাঁকে তুলার গদি বানিয়ে দিতে চাইলে তিনি তাঁর চিরাচরিত চাটাই ছাড়তে রাযী না হয়ে বললেন, پرانی قبر پر کیا گچ کروگے 'পুরানো কবরের উপরে কি প্লাষ্টার করবে? অথচ তাঁর ছাত্ররা সতরঞ্চিতে বস্ত। (৪) একবার ভূপালের রাণী সিকান্দার বেগম দিল্লী এসে তাঁকে ভূপালের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'তাহ'লে এই গরীব চাটাইয়ের ছাত্রদের উপায় কি হবে? (৫) ৫০ বছরের মধ্যে তাঁর কখনো তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হয়নি। (৬) বদরুল হাসান সাহসোয়ানী বলেন যে, একবার আমি মিয়াঁ ছাহেবকে দাওয়াত করি। কিন্তু খাওয়া শুরু করার আগেই তাঁর বমি শুরু হয়। ফলে তিনি না খেয়ে চলে যান। পরে আমার পাচকের পেটে ভীষণ বেদনা শুরু হয়। পাচক আব্দুল গণী ছিল রামপুরের বাশিন্দা ও মিয়াঁ ছাহেবের প্রতি দারুণ বিদ্বেষী। অবস্থা সংগীন হ'য়ে উঠ্লে সে এক পর্যায়ে মিনতিভর কণ্ঠে স্বীকার করে যে, সে মিয়াঁ চাহেবের জন্য খাসির বদলে শূকরের গোস্ত পাকিয়েছিল। এই পেটের বেদনা তার উপরে আল্লাহ্র গযব ছাড়া কিছুই নয়।' অতঃপর তাকে মিয়াঁ ছাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লে সব কথা খুলে বলে ক্ষমা ভিক্ষা করে। মিয়াঁ সাহেব তার জন্য দো'আ করার সাথে সাথে পেটের তীব্র বেদনা প্রশমিত হয়। তখন সে মিয়াঁ ছাহেবের হাতে হাত রেখে তওবা ও বায়'আত করল। তার নতুন নাম রাখা হ'ল 'আব্দুল্লাহ'। এর পর সে মক্কায় হিজরত করল ও সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করল। আল্লাহ পাক এভাবেই মিয়াঁ ছাহেবকে হারাম খাদ্য থেকে হেফাযত করলেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ। (৬) তিনি শিষ্যদের নিকট থেকে আনুত্যের 'বায়'আত' গ্রহণ করতেন। একবার বাংলাদেশ সফরে মুর্শিদাবাদের দেবকুন্ডে এলে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। তারা সকলে উক্ত মাহফিলে তাঁর হাতে 'বায়'আত' -এর সৌভাগ্য গ্রহণ করে।-'আল-হায়াত' পৃ.যথাক্রমে ২৪০, ২৩৩, ২৩৮ ও ২৪১, ২৩৮, ২৬৮, ২৬৬ ও ২৬৭।

২২. আশরাফ সিন্ধু, নাতায়েজুত্ তাক্বলীদ পৃ.৫৮; গৃহীতঃ হায়াতে শিবলী ১ম খন্ড পৃ.৩০৮-টীকা।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার কতিপয় কারণ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯. নিজ বংশ পরিবর্তন করা :

বিনা কারণে নিজের বংশ পরিবর্তন করা বা গোপন করা অন্যায়। অর্থাৎ নিজের পিতামাতার পরিচয় গোপন করে অন্যকে পিতামাতা বলে পরিচয় দিলে জান্নাত থেকে মাহরূম হ'তে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَـــرَامٌ. 'যে ব্যক্তি অন্যকে পিতা দাবী করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম'।[১]

২০. জিহ্বার অপব্যবহার :

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর কারণে দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নামে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল,

مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

'কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, তা হচ্ছে- আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। আর জিজ্ঞেস করা হ'ল, মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তা হচ্ছে- মুখ বা জিহ্বা ও অপরটি লজ্জাস্থান'।[২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ- 'যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, উকবা বিন আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ- 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, 'নিজের জিহ্বা আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর'।[৪]

২১. অনর্থক কথা বলা :

বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা বলা আল্লাহ পসন্দ করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ 'আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন অতিরিক্ত কথা বলা, বেশী বেশী প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা'।[৫] আর অনর্থক অধিক কথা বলা মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না। আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। আর এ কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এই কথাই তাকে জাহান্নামের এত গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিধি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ'।[৬]

২২. গীবত করা :

গীবত বা পরনিন্দা ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টের কারণ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যম। এর জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ-

'আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের তামার নখ ছিল। তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও

১. বুখারী হা/৬৭৬৬; মিশকাত হা/৩৩১৪।
২. তিরমিযী হা/২০০৪, মিশকাত হা/৪৬২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৭।
৩. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।
৪. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৪৮৩৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৮৮, সনদ হাসান।
৫. মুসলিম হা/১৭১৫; ছহীহুল জামে' হা/১৮১৫।
৬. বুখারী হা/৬৪৭৮; মুসলিম হা/২৯৮৮; মিশকাত হা/৪৮১৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত-আব্রুর হানি করত'।[৭] অর্থাৎ গীবত বা দোষ চর্চা। অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবু বকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيْبَةِ-

'নিশ্চয়ই এই দুই কবরের অধিবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বড় কোন গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের কারণে। অপরজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত বা পরনিন্দা করার কারণে'।[৮]

২৩. চোগলখুরী করা :

চোগলখুরী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যার কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকে। সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এ নিন্দিত স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যায়, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ- 'তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে তাদের কাছে যায়'।[১০] তিনি আরো বলেন, مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, ক্বিয়ামতের দিন তার (মুখে) আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে'।[১১]

২৪. কর্কশভাষা ও বদমেজায :

নম্রতা-ভদ্রতা ও মিষ্টভাষা মুমিন চরিত্রের অন্যতম বিশেষণ। পক্ষান্তরে কঠোরতা, কর্কশ ভাষা ও বদমেজায নিন্দনীয় স্বভাব। যার কারণে মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ. 'কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১২] তিনি আরো বলেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُوْمُوْنَ وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ شَدِيْدٍ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী। আর জাহান্নামের অধিবাসী হচ্ছে প্রত্যেক যারা কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী'।[১৩]

২৫. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা :

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহংকারের নামান্তর। যার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ. 'পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু ঝুলে যাবে সেটুকু জাহান্নামে যাবে'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- 'কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করত। তাই তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের মধ্যে ধসে যেতে থাকবে'।[১৫]

২৬. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা :

স্বর্ণের জিনিস বা স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম। এর পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ 'নিশ্চয়ই এ দু'টি (স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র) আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল'।[১৬] অপর একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক লোকের হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'তোমাদের মাঝে কেউ কেউ আগুনের টুকরা জোগাড় করে তার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে স্থান ত্যাগ করলে লোকটিকে বলা হ'ল, তোমার আংটিটি উঠিয়ে নাও। এটি দিয়ে উপকার হাছিল কর। সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো ওটা নেব না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটা ফেলে দিয়েছেন'।[১৭]

২৭. খ্যাতির পোশাক পরিধান করা :

যশ-খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করা অহংকারের পরিচায়ক। যার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

৭. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৪; মিশকাত হা/৫০৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৩।
৮. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩১৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৪, সনদ হাসান ছহীহ।
৯. বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/১০৫; মিশকাত হা/৪৮২৩।
১০. বুখারী হা/৬০৫৮; মুসলিম ২৫২৬; মিশকাত হা/৪৮২২।
১১. দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯২. সনদ হাসান।
১২. আবুদাঊদ হা৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৪১।
১৩. সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪; ছহীহুল জামে' হা/২৫৯৪।
১৪. বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
১৫. বুখারী হা/৩৪৮৫; মিশকাত হা/৪৩১৩।
১৬. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯১২, হাদীছ ছহীহ।
১৭. মুসলিম হা/২০৯০; মিশকাত হা/৪৩৮৫।

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا. বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে'।[১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন'।[১৯]

২৮. স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করা :

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَّشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَّأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমের তৈরি বস্ত্র ব্যবহার করতে এবং তার উপর বসতে'।[২০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الَّذِى يَشْرَبُ فِىْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে জাহান্নামের অগ্নি তার উদরে প্রবেশ করায়'।[২১]

২৯. কালো খিযাব ব্যবহার করা :

চুল পেকে সাদা হয়ে গেলে কালো ব্যতীত অন্য খেযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কিন্তু কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এর জন্য জান্নাত থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের বুকের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[২২]

৩০. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারী :

মহিলাদের জন্য পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। এটা যেমন নির্লজ্জতা তেমনি এর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ. 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[২৩]

৩১. স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া :

মহিলাদের নিকটে স্বামী সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও আনুগত্য পাওয়ার হকদার। স্বামী অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, আশ্রয়-বাসস্থান, নিরাপত্তা ও ইয্যত-আব্রু রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করে থাকে। এতদসত্ত্বেও স্বামীর প্রতি অনেক মহিলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যা অত্যন্ত অন্যায় ও পাপ। এর জন্য ঐ মহিলার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ، لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا. 'আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে তাকাবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'।[২৪]

৩২. স্ত্রী কর্তৃক বিনা কারণে তালাক চাওয়া :

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এক সুদৃঢ় ও মযবূত বন্ধন, যা সহজে ছিন্ন হওয়ার নয়। এটা ছিন্ন হয় তালাকের মাধ্যমে। কোন মহিলা তার স্বামীর কাছে বিনা কারণে তালাক চাইতে পারে না। এরূপ করলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. 'যে নারী বিনা কারণে স্বামীর নিকটে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম'।[২৫]

৩৩. মহিলাদের পাতলা পোষাক পরা :

পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ-

'হে নবী! তুমি ঈমানদার নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও গলদেশ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ-

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা

১৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৭, সনদ হাসান।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬, মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
২০. বুখারী হা/৫৮৩৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১।
২১. বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫।
২২. আবু দাউদ হা/৪২১৪; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/৪৪৫২।
২৩. নাসাঈ, ছহীহ তারগীব হা/২০৭০, সনদ হাসান ছহীহ।
২৪. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৯।
২৫. তিরমিযী হা/১১৮৬-৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩৩।

সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। তিনি আরো বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ-

'তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। এসব আয়াতে মহিলাদেরকে এমন পোশাক পরিধান করতে বলা হয়েছে, যাতে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। (প্রথম শ্রেণী) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করা লাঠি থাকবে যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী) নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সেই সুগন্ধি এত এতদূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'।[২৬]

৩৪. কৃপণতা করা :

কৃপণতা মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট গুণ। এটা ইহকালীন জীবনে রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এথেকে বেঁচে থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ- 'আর কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি'।[২৭] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ. وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ. 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তোমাদের মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত পুঁতে দেওয়া এবং কৃপণতা হারাম করেছেন'।[২৮]

৩৫. দান করে খোটা দেওয়া :

দান করা একটি মহৎ কাজ। যার বিনিময়ে অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু দান করে খোটা দিলে ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আর পরিণতিতে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ- 'দান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৯]

৩৬. দ্বীনী ইলম গোপন করা :

ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আলেমের কর্তব্য। কিন্তু ইলম গোপন করা গোনাহের কাজ। এর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ. 'যাকে কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যা সে জানে অতঃপর সে তা গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৩০]

৩৭. দুনিয়াবী সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য ইলম শিক্ষা করা :

দ্বীনী ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পরকালীন মুক্তি লাভ। কিন্তু কেউ যদি তা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য শিক্ষা করে তাহ'লে পরকালে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُصَرِّفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ. 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয় লাভের জন্য কিংবা অজ্ঞ-মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য অথবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম শিক্ষা করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৩১] অন্যত্র এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

২৬. মুসলিম, মিশকত হা/৩৫২৪।
২৭. আহমাদ হা/৭৮৮১; মুসলিম, হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।
২৮. বুখারী হা/৫৯৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫।
২৯. নাসাঈ হা৫৬৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭০।
৩০. আবুদাউদ হা/৩৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/২৬৪; মিশকাত হা/২২৩, সনদ ছহীহ।
৩১. তিরমিযী হা/২৬৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩; মিশকাত হা/২২৫, হাদীছ ছহীহ।

‘যদি আলেমগণ ইলমের হিফাযত করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তা সমর্পণ করতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের যামানার লোকদের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা ইলমের মাধ্যমে দুনিয়াদারদের নিকট হ’তে দুনিয়া উপার্জন করতে পারেন। ফলে তারা দুনিয়াদারদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তাকে একই চিন্তায় পরিণত করবে আর তা হবে একমাত্র আখেরাতের চিন্তা, তাহ’লে আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে দুনিয়ার নানা উদ্দেশ্য, নানা চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ কোন চিন্তা বা পরোয়া করেন না। সে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ধ্বংস হ’তে পারে’।[৩২]

৩৮. ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা :

মানুষকে ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের সাথে শঠতা ও প্রতারণা করা বড় ধরনের পাপ। যার কারণে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْخَدِيْعَةُ فِي النَّـــارِ ‘ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে’।[৩৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّـــارِ ‘চালবাজী ও ধোঁকাবাজী জাহান্নামে নিয়ে যায়’।[৩৪] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ ‘যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর প্রতারণা ও ধোঁকা উভয়ই জাহান্নামী’।[৩৫]

৩৯. জনগণকে ধোঁকা দানকারী শাসক :

শাসক তার অধীনস্ত জনগণের উপরে দায়িত্বশীল। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। এটা তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তিনি যদি জনগণের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক কাজ করেন, তাহ’লে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ‘কোন ব্যক্তি মুসলমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর খিয়ানত করা অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন’।[৩৬] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. ‘যে কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[৩৭]

৪০. দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনাকে পসন্দ করা :

কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা কাউকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামী রীতি নয়। ইসলামী শরী‘আতে এটা নিষিদ্ধ। আর এর পরিণাম জাহান্নাম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِيْنَ رَأَوْهُ. فَقَالَ اجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবু মিজলায হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু‘আবিয়া (রাঃ) বের হ’লে তাকে দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও ইবনে ছাফওয়ান উঠে দাঁড়ালেন। তখন তিনি (মু‘আবিয়া) বললেন, তোমরা দু’জনে বসে যাও, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহ’লে সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল’।[৩৮]

৪১. উত্তমরূপে ওযূ না করা :

ছালাত, তাওয়াফ প্রভৃতি ইবাদতের জন্য ওযূ শর্ত। ওযূ ঠিক না হ’লে এসব ইবাদত কবুল হয় না। আর উত্তম রূপে ওযূ না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوْا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيْلٌ لِّلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ.

‘এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌঁছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক আছরের ছালাতের সময় তাড়াহুড়া করল। এরা ওযূও করল দ্রুততার সাথে। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালিসমূহ এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌঁছেনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওযূ করার সময় পায়ের গোড়ালির যেসব স্থানে পানি পৌঁছেনি, সেগুলোর জন্য জাহান্নাম। সুতরাং তোমরা ভালভাবে ওযূ কর’।[৩৯]

---

৩২. ইবনু মাজাহ হা/২৫৭; মিশকাত হা/২৬৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৮৯, সনদ হাসান।
৩৩. বুখারী ‘তরজমাতুল বাব’ ৬০।
৩৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৭২৫, সনদ ছহীহ।
৩৫. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১১০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৮।
৩৬. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬।
৩৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৭।
৩৮. তিরমিযী হা/২৭৫৫, মিশকাত হা/৪৬৯৯, সনদ ছহীহ।
৩৯. বুখারী হা/১৬৫; মুসলিম হা/২৪১; মিশকাত হা/৩৯৮।

Contents

ওযূ না করে ছালাত আদায় করার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِيْ قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِيْ؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُوْمٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ–

‘আল্লাহ্‌র জনৈক বান্দাকে কবরে একশ’ কশাঘাতের আদেশ দেওয়া হ’ল। তখন সে তা কমানোর জন্য বার বার আবেদন-নিবেদন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত এক কশাঘাত অবশিষ্ট থাকল। তাকে একটি মাত্র কশাঘাতই করা হ’ল। তাতেই তার কবর আগুনে ভরে গেল। তারপর যখন তার থেকে শাস্তি তুলে নেওয়া হ’ল এবং সে হুঁশ ফিরে পেল তখন সে বলল, তোমরা আমাকে কেন কশাঘাত করলে? তারা বলল, তুমি এক ওয়াক্ত ছালাত বিনা ওযূতে পড়েছিলে আর এক মযলূম বান্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে কিন্তু তাকে তুমি সাহায্য করনি’।[৪০]

৪২. প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা :

প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, মূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরী করা পাপকাজ। যার কারণে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ– ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট ছবি-মূর্তি অংকনকারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে’।[৪১] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ. ‘নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি করেছ তাতে আত্মা দান কর’।[৪২]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. ‘যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে না’।[৪৩]

৪৩. জন্তু-জানোয়ারের উপরে যুলুম করা :

পোষা প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া না করার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا– ‘আর সেখানে দেখলাম, বিড়ালের মালিক এক মহিলাকে, যে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খেতেও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সেটি যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে। অবশেষে সেটি ক্ষুধায় মারা গেল’।[৪৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِّنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ– ‘আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্য দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারে’।[৪৫] তিনি আরো বলেন,

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

‘জনৈক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করল। রাবী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ভাল জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহ’লে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত’।[৪৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, ঈমানের পরে ইসলামের অন্যান্য মৌলিক ইবাদত সমূহ পালন করতেই হবে। যা তার মুমিন হওয়ার পরিচায়ক। সেই সাথে উপরোক্ত কাজগুলি পরিহার করাও যরূরী। অন্যথা এসব করার কারণে বান্দাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই উপরোক্ত কাজগুলি সহ সকল প্রকার গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ; সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক।

---

৪০. শারহু মুশকীলিল আছার হা/৩১৮৫, ২৬৯০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়া তারহীব হা/২২৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৭৪।
৪১. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; মিশকাত হা/৪৪৯৭।
৪২. বুখারী হা/৫৯৫১।
৪৩. বুখারী হা/২২২৫, ৫৯৬৩; মিশকাত হা/৪৪৯৯, ‘পোষাক’ অধ্যায়।
৪৪. মুসলিম হা/(৯০৪) ১৫০৮।
৪৫. মুসলিম হা/(৯০৪) ১৯৯৯।
৪৬. বুখারী হা/২৩৬৫, ৩৪৮২; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩।

Contents

ইসলামী পাঠদানের পদ্ধতি

-আব্দুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আক্বীদা শিক্ষাদানের পাঠপদ্ধতি :

আমাদের সন্তানদের অন্তরে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ, ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা (বীজ বপনের) শিক্ষার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুসৃত পাঠপদ্ধতি অনুসরণ আবশ্যক। যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহ উপস্থাপন করা। এটাকে ওলামায়ে কেরাম প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। পারিপার্শ্বিকতা ও আল্লাহ প্রদত্ত অনুভূতির মতই আল্লাহ্র ভয়, ভালবাসা ও তাঁর রহমতের আশাও আমাদের নাড়া দেয়।

আক্বলী দলীলের মাধ্যমে আক্বীদা শিক্ষা :

১. সৃষ্টির প্রমাণসমূহ : মহান রাব্বুল আলামীন বৃক্ষলতা, উদ্ভিদরাজি, মানব-দানব সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সকল সৃষ্টিজগতকে আমরা অবলোকন করছি, এক সময় যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাহ'লে কি এসব কিছু এমনিতেই সৃষ্টি হ'ল? কখনো না, এভাবে একাকী সৃষ্টি জগতের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। তাহ'লে কি পৃথিবী কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে? এটা অসম্ভব, বিবেক এতে কখনোই সাড়া দেয় না। এটাই প্রমাণ করে যে, এই সৃষ্টিজগতের একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, যিনি পরিকল্পিত ভাবে এ ধরাকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করেছেন। তাই একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার উচিৎ হবে ছাত্রদের দৃষ্টিকে সেসব সৃষ্টিকর্মের গ্রীষ্ম ও বসন্তের ঋতু বৈচিত্যের যথার্থ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা। যাতে করে প্রমাণ হয় এ গুলোরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছে।

(২) হিকমাহ ও অনুগ্রহের প্রমাণসমূহ : আমরা রাত-দিন, সূর্য-চন্দ্রকে দেখি, তাদের প্রত্যেকের সময় ও উপকারীতা রয়েছে। কে তাদের এভাবে পরিপাটি করে সাজালেন? আর কেইবা এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে এত সুন্দর করে সুশৃঙ্খলিত করেছেন? এখানে বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত ঋতু রয়েছে, ফসল ফলনের জন্য নির্দিষ্ট ঋতু রয়েছে ও সমুদ্রের বিশাল উপকারীতা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নদী, জলজপ্রাণী, এসব কিছুই মানুষের বশে করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও চতুষ্পদ প্রাণী, বাতাস, মেঘমালা প্রভৃতি সৃষ্টিকে মানুষের বশে করে দেয়া হয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীর সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র হিকমাহ ও মানুষ জাতির প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ও অনুগ্রহকে প্রমাণ করে। তাই আমাদের উচিৎ হবে, আমরা আক্বীদার দারস এ সকল প্রমাণের আলোকে উপস্থাপন করবো, যাতে বিবেক ও অন্তরসমূহ এ সকল কিছুর মাধ্যমে দয়াময় সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পায় এবং বিনয় ও ভয়ের সাথে তাঁর শরী'আতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। যেমন কুরআনের আয়াতসমূহ এ সকল সৃষ্টিজগতের বাহ্যিকতার উপর প্রমাণ বহন করে।

(৩) আল্লাহ্র কুদরতের প্রমাণসমূহ :

এই মহান সৃষ্টিজগতে মানুষের সাধ্যের বাইরে অনেক আকস্মিক ভীতিকর বিষয় রয়েছে। যেমন ভূমিকম্প, প্রবল ঝড়, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর মত যা মহান শক্তিধর আল্লাহ্র মহা শক্তির প্রমাণ বহন করে। অতএব আমাদের শিক্ষকদের উচিত হবে, ছাত্রদের দৃষ্টিকে এ সকল বিষয়ের দিকে ফিরানো। আর তাদের সামনে ভয়ংকর আওয়াজসহ আগ্নেয়গিরির চিত্র শিক্ষামূলক শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে তুলে ধরা। পাশাপাশি কুরআনের যে সকল আয়াত আল্লাহ্র মহান শক্তির উপর প্রমাণ করে সেগুলো তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করা।

বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রমাণপঞ্জী :

যদি আক্বলী দলীল আক্বীদা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম যা দ্বারা মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব, মহা ক্ষমতা ও অনুগ্রহের উপর প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করি। তাহ'লে আক্বীদার বিশদ বিবরণ ও আরকান সমূহ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই মহান আল্লাহ নিজেকে যে গুণে গুনান্বিত করেছেন বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে যে গুণে গুনান্বিত করেছেন, এর বাইরে আমাদের বুঝ অনুযায়ী ইচ্ছা মত তাঁকে যে কোন গুণে গুনান্বিত করা বৈধ নয়। যেমন মহান আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর গুণাবলী, তাঁর কিতাব, রাসূল (আঃ), পরকালের বর্ণনা, জান্নাত-জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীর সৃষ্টি ও তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো আল্লাহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবেই আমরা তা সাব্যস্ত করব। তাই আমরা যখন আক্বীদা ও তাওহীদের কিতাবগুলো পড়াশোনা করব, তখন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলভিত্তিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো গ্রহণ করব। আহমাদ বিন হাম্বাল, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ত্বাহাবী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) প্রমুখ সালাফী বিদ্বানগণের আক্বীদা ও তাওহীদ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলো। এছাড়াও এঁদের মতো যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার জন্য সংগ্রাম করেছেন। যারা মু'তাযেলাদের মত ভ্রষ্টদলগুলোর ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমাদের যুগের নাছারা ও অগ্নিপূজকদের আক্বীদা দ্বারা প্রভাবিত দলগুলোর আক্বীদা থেকে মুক্ত ছিলেন।

অতঃপর আক্বীদার প্রতিটি দারসের জন্য শিক্ষককে কুরআনুল কারীমের আক্বীদা বিষয়ক আয়াত দ্বারা সহযোগিতা নেওয়া

Contents

প্রয়োজন। এ সকল আয়াতের দারস তাফসীরসহ উল্লেখ করা যরূরী, যাতে আমাদের নিকট দারসের তাৎপর্য ফুটে উঠে। যেমন কুরআনের কিছু আয়াত যেগুলো ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। কিছু আয়াত যেগুলো আল্লাহ্র বড়ত্বের উপর প্রমাণ করে। আবার কিছু আয়াত যেগুলো সৃষ্টিজগত ও আমাদের সম্পর্কে আলোকপাত করে। কিছু আয়াত যেগুলো পরকাল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রমাণ করে। এ ধরণের আরো অন্য সকল আয়াত ছাত্রদের জন্য বর্ণনা করতে হবে এবং তাদের মেধানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

আক্বীদা পাঠ দানের পদক্ষেপ সমূহ :

আক্বীদা পাঠদানের স্বার্থকতা অর্জনের জন্য উত্তমভাবে দারস উপস্থাপনের পর নিম্নোক্ত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহন করা উচিৎ। আক্বীদা অধ্যয়নের কিছু পদক্ষেপ:

১. ভূমিকা পেশ করা :

(ক) আক্বীদার পাঠদানের জন্য আশেপাশের বিদ্যমান মহান আল্লাহ্র বিভিন্ন নিদর্শনের বর্ণনা দেওয়া, যাতে ছাত্রদের দৃষ্টি সেদিকে ফিরে। যেমন রাত-দিন, তারকারাজী, পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা উল্লেখ করা।

(খ) গতদিনের পাঠকে আবার সংক্ষেপে পূনরাবৃত্তি করা, যদি বর্তমান পাঠের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হয়।

(গ) আল্লাহ্র মহাশক্তির উপর প্রমাণ করে এধরনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কুরআনী ঘটনা উল্লেখ করা। যেমন আছহাবে কাহফের ঘটনা, একশত বছর মৃত রাখার পর আবার মহান আল্লাহ্র আদেশে জীবিত হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি। এভাবে নির্দিষ্ট নতুন দারসের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলো ছাত্রদের চাহিদার আলোকে একজন শিক্ষক তুলে ধরবেন।

২. মূল বিষয়বস্তু পেশ করা :

পাঠের বিষয়বস্তুর শিরোনাম লিখার পর তার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত আয়াতগুলো ব্লাকবোর্ডে শিক্ষক লিখে দিবেন। এরপর তিনি সুন্দরভাবে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে দিবেন যাতে উদ্দিষ্ট আক্বীদার আলোচনা স্পষ্ট হয়ে যায়। এটা এভাবে যে, শিক্ষক নিজে ভূমিকার আলোকে আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন এবং প্রত্যেক উত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষক মন্তব্য পেশ করবেন, যাতে পূর্ণভাবে দারসের ব্যাখ্যা আদায় হয়ে যায়। ছাত্রদের মনোযোগ ও ব্রেইনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে না।

৩. সারাংশ পেশ করা :

শিক্ষক ছাত্রদের দেয়া উত্তরগুলো প্রশ্নাকারে বার বার উপস্থাপন করবেন। যাতে সেই উত্তরগুলোই দারসের সারাংশের কতগুলো অনুচ্ছেদ হয়ে যায়। আর শিক্ষক সারাংশের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্য থেকে একটি ছাত্রদের জন্য লিখে দিবেন, যখনই তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। অতঃপর সারাংশের পড়া আবার ফিরাবেন, অথবা ছাত্রদের কাছ থেকে পড়িয়ে নিবেন।

৪. সামঞ্জস্যতা বিধান এবং উপসংহার পেশ করা :

(ক) আপনি জীবনের বাস্তবতা থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন রাখুন, যা বিশুদ্ধ আক্বীদার আলোকে সমাধান করা সম্ভব। যেমন- গাইরুল্লাহ্র নামে যবেহ করা, যাদু করা, বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাছিলের অসীলা মানা।

(খ) আপনি ছাত্রদের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন যে, তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে।

العبادات পাঠদানের কিছু মৌলিক মূলনীতি :

العبادة এর সংজ্ঞা: মহান আল্লাহ মানবজাতিকে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যাতে তারা চলার পথে আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ তথা শরী'আত মেনে চলে। একইভাবে তাদের সকল লেনদেন, চলাফেরা, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কাজে একমাত্র মহান আল্লাহকেই অনুসরণ করে চলে। আল্লহ তা'আলা এরশাদ করেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি মানব ও জিন জাতীকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অনুরূপভাবে তারা ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে, রামাযান মাসে ছিয়াম রাখবে। ইবাদত হ'ল মূলতঃ আরকানুল ইসলামকে বাস্তবায়ন করা। একইভাবে মানুষের চলার পথে যাবতীয় কাজকর্ম একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করা। মানুষের প্রতিটি কাজ ও অবস্থাই ইবাদত হওয়া চাই। তার ক্রয়-বিক্রয়, কাজকর্ম, তার বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আপনি বলুন! আমার ছালাত আমার কুরবানী, আমার জন্ম আমার মৃত্যু সব কিছুই বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লহর জন্য নিবেদিত'।

العبادات পাঠদানের উদ্দেশ্য :

হে সম্মানিত শিক্ষক জেনে রাখুন! আপনি নিশ্চয় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে পাঠদান করবেন।

(১) ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যাবতীয় আমল ও কুরবানী দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয় নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আমাদের জীবন, চলাফেরা সব কিছু এমন ধাঁচে আদায় করা যাতে মহান আল্লাহ খুশী হন। এই উদ্দেশ্যটির আরো কিছু শাখা-প্রশাখাগত উদ্দেশ্য রয়েছে।

(২) ইবাদত আমাদের জীবনকে রাব্বুল আলামীনের প্রভুত্বের প্রতি সুশংঙ্খলিত করে তোলে। যেমন-

(ক) ছালাত আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে শৃংঙ্খলিত করে। জীবনকে প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বিভক্ত করে। এই ছালাত আমাদের সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে, ঘুমাতে

Contents

অভ্যস্ত করে। আমাদের সকল কাজকে শৃংঙ্খলিত করে এবং আমাদের হৃদয়গুলোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্য নিবেদন করে।

(খ) ছিয়াম আমাদের প্রবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁধা দিয়ে আল্লাহ ভীতির আলোকে গড়ে তোলে। অসহায়ের প্রতি নিরাপত্তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। ছিয়ামের মাসে আমরা একইসাথে আহার করি, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একই সাথে আহার থেকে বিরত থাকি, প্রত্যেকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতা করি, এটাই শৃংঙ্খলা।

(গ) হজ্জ আমাদের সামাজিক জীবনকে সুশৃংঙ্খলিত করে। এটি গোটা মুসলিম জাতির ঐক্যকে পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্ত হৃদয়ে একই ইবাদতের দ্বারা, একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে, একই শ্লোগান ও আমলের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে। যার লক্ষ্য ও আশা থাকে একটাই।

(ঘ) যাকাত আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আনে। যাকাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল সম্পদ একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন যে, কোন বাড়াবাড়ি ও অপচয় ছাড়াই মাল-সম্পদ থেকে কিছু অংশ গরীব অসহায়দের জন্য খরচ করব, কিছু অংশ আমাদের নিজেদের ও নিকটাত্মীয়দের প্রয়োজনে খরচ করব। আর কারো সম্পদ হক্ব ব্যতীত অন্যায়ভাবে গ্রহণ করব না। মহান আল্লহ বলেন, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ 'মহান আল্লাহ তোমাদের যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে তাদের দান কর' (আন-নূর- ২৪/৩৩)।

(ঙ) শাহাদাতাইনকে স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ এ সকল ইবাদত ও আল্লাহ্‌র আদেশসমূহের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং আমাদের প্রতিটি কাজ এই ভিত্তিমূলের উপরে সুশৃঙ্খলিত করা। আর এটাই হ'ল ইসলামে প্রবেশের মর্ম কথা। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ 'যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি' *(আলে ইমরান-৩/২০)।*

৩. একজন সম্মানিত শিক্ষকের জন্য আবশ্যক হল তিনি তাঁর ছাত্রদের মাঝে ছালাতের আগ্রহ সৃষ্টি করবেন এবং ছালাত পরিত্যাগের জন্য ভীতি প্রদর্শন করাবেন। এটা হবে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও একমাত্র তাকে ভয় করা থেকে। এভাবেই যাকাত, ছিয়ামসহ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করাতে হবে। এবং এসকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে, মানুষের প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নয়।

৪. একজন সম্মানিত শিক্ষকের জন্য যরূরী হ'ল, তিনি ছাত্রদের ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি শিখাবেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক ইবাদতে অভ্যস্ত করাবে। যাতে তারা কোন ত্রুটি ছাড়াই যথাযথভাবে তা আদায় করতে পারে এবং তা মহান আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহনযোগ্য হয়। এছাড়া ছাত্রদেরকে তাদের স্তর অনুযায়ী সকল ইবাদতের শর্তসমূহ, দো'আ আযকার ও সঠিক নিয়ত শিক্ষা দিবেন।

৫. একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে সকল ইবাদত হাতে কলমে শিক্ষা দিবে। তাদের সাথে নিয়ে তিনি ছালাত আদায় করবেন। তাদের সাথে নিয়ে ধনীদের থেকে যাকাত উত্তোলন করে তা সাধারণভাবে সকল গরীবদের মাঝে অথবা নিজ জনপদের গরীবদের মাঝে বন্টন করবেন। এ মর্মে ছাত্রদের থেকে অঙ্গীকার নিবেন। এভাবে তারা যখন পাঠ শেষে বের হবে তখন তারা তা তাদের জীবনের চলার পথে বাস্তবায়ন করবে মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিবে।

ইবাদত শিক্ষা দেওয়া এবং তার পাঠ পরিকল্পনার মূল ভিত্তিসমূহ :

হে সম্মানিত শিক্ষক! ইবাদত বিষয়ে পাঠদানের লক্ষ্য অর্জন ও আপনার প্রভূর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করুন।

১. ভূমিকা উপস্থাপন করা :

(ক) আপনি আপনার পাঠ দান আল্লাহ্‌র বড়ত্ব, সাহায্য ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করুন। এই পাঠের শিক্ষা থেকে যা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিন, যাতে তারা ইবাদতে মনোযোগী হয় এবং তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য আদায় করে।

(খ) প্রাত্যহিক জীবন থেকে কিছু বাস্তবতা উল্লেখ করুন যাতে ছালাত বা অন্য কোন ইবাদতের তাতে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন একজন বিক্রেতা মানুষকে উপদেশ দিবে যাতে আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন। অথবা কোন কর্মচারী সে তার সকল কাজ আল্লাহকে খুশী করার জন্য একনিষ্টভাবে তার জন্য আদায় করবে। এভাবেই আরো অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে বাস্তবতা থেকে আলোকপাত করবেন।

(গ) আপনার জানা থাকলে ছাত্রদেরকে এই ইবাদতের বিধানটি কবে কিভাবে শারঈ বিধান হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে সে প্রসঙ্গটি আলোচনা করুন। যেমন- ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা। যখন মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ছাঃ) আসমানে মি'রাজে গমন করালেন, তখন সেখানে কিভাবে প্রথম ছালাত ফরয করা হ'ল সে বিষয়ে আলোকপাত করা। অথবা এই ইবাদতের গুরুত্বের উপর প্রমাণ হিসাবে কিছু আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা।

২. উপস্থাপনা পেশ করা :

(ক) ছাত্রদের সামনে রাসূলুল্লহর (ছাঃ) ইবাদতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলুন যে, তিনি কিভাবে ছালাতে আদায় করতেন। (যা আপনার পাঠের মূল বিষয়বস্তু)। অথবা

Contents

কিভাবে তা তিনি ছাহাবাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন এবং কিভাবেই বা তাদের আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এবং ছাহাবাগণ রাসূলুল্লহ (ছাঃ)-কে যেভাবে আদায় করতে দেখেছেন তা কিভাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন।

(খ) তাদের সামনে ফিকহী ধারাবাহিকতায় অথবা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ইবাদতের রূকুন, শর্ত, ফরয ও পদ্ধতি পাঠ্য অনুযায়ী উপস্থাপন করুন। এগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে সামর্থ্যানুযায়ী রাসূলুল্লাহর (ছাঃ)-এর আমল ও তাঁর হাদীছসমূহের উপর নির্ভর করুন, যা ইতিপূর্বের শিক্ষা স্তরেই শিখে এসেছ।

(গ) ছাত্রদের সাথে নিয়ে ছালাত ও ওযূর মতো মৌলিক ইবাদতের প্র্যাকটিকেল অনুশীলন করান। অথবা তাদের সামনে এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করুন। যেমন যাকাতের দৃষ্টান্ত পেশ করা। ছাত্রদের পারিপার্শ্বিক ও বাস্তবিক জীবন থেকে তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করুন। সবশেষে ছাত্রদের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিন যে, তারা তাদের জীবনে সকল ইবাদত বাস্তবায়ন করবে। তাদের বাসস্থান ও বাড়ীর নিকটবর্তী মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে মর্মে অঙ্গীকার নিন। তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং তাদের এলাকা অথবা মসজিদে গিয়ে তাদের পরিবারের সাথে সাক্ষাত করবেন।

নাহু ও ছরফ পাঠদানের পদ্ধতি :

নাহু ও ছরফ পাঠদানের উদ্দেশ্য :

(১) বাকশক্তিকে নিরাপদ রাখা এবং ভাষাকে ভুল থেকে শক্তিশালী করা।

(২) শব্দের শেষ বর্ণকে হারাকাত ও সাকীন সহ আয়ত্ব করা। এবং ছরফের নিয়ম অনুযায়ী যে হরফে দাখিলিয়্যাহগুলো আরবী শব্দে প্রবেশ করেছে তা আয়ত্ব করা।

(৩) ছাত্রদেরকে ক্রমান্বয়ে মাতৃভাষা ও অনারবী ভাষা থেকে মুক্ত রেখে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত করা।

(৪) বক্তব্য-লিখনীতে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা এবং একজন শিক্ষক তার ছাত্র ও পাঠে অংশগ্রহনকারী অন্যান্যদের জন্য আরবী একক শব্দগুলোর ত্রুটি উল্লেখ করে দিবেন, যা তাদের বক্তব্য লিখনীতে সহায়ক হবে।

(৫) আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাহ বুঝার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করা ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

(৬) ছাত্রদের এটা বুঝানো যে, দ্বীনের উসূল বুঝতে এবং তাদের ছালাত ও যাবতীয় ইবাদত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য আরবী ভাষা আয়ত্ব করার বিকল্প নেই। কেননা অধিকাংশ ইবাদত আরবী ভাষা ছাড়া কবুল হয় না।

(৭) ছাত্রদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করা যে, আরবী ভাষা সকল মুসলমানের জন্য । তাই তাদের জন্য উত্তমভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করা যরূরী। কেননা আরবী ভাষা কুরআনের ভাষা, এ ভাষাতেই কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। এটা তাঁর নবীর ভাষা, যাকে তিনি গুরূত্ব আরোপ করেছেন। এটি ইসলামের প্রতীক এবং দ্বীন ও ইসলামী আক্বীদার ভাষাও বটে।

পাঠ পরিকল্পনা :

(১) ভূমিকা উল্লেখ করা : শিক্ষক তাঁর প্রতিটি পাঠে একটি কারে আলাদা ভূমিকা পেশ করবেন। যাতে তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং পূর্বের পাঠের মাসলা-মাসায়েল, হুকুম আহকাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিবেন যাতে তা তারা যা বুঝেছে তা তাদের মনে গেঁথে যায়। এরপর পাঠের যে অনুশীলনীগুলো বাকী ছিল তা শেষ করবেন।

(২) উপস্থাপনা পেশ করা : শিক্ষক আলোচ্য বিষয়কে ছাত্রদের সামনে আরো প্রানবন্ত করতে ব্লাকবোর্ডে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের একটি উদাহরণ উল্লেখ করবেন, যাতে তাদের সামনে পাঠের একটি বাস্তবচিত্র ফুটে উঠে এবং পাঠটি বুঝতে সহায়ক হয়।

(৩) আপোসে আলোচনা করা : শিক্ষক নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উদাহরণ নিয়ে ছাত্রদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা প্রশ্নোত্তর করবেন এবং উদাহরণটিতে যেটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করে দিবেন। এবং নিয়মকানুন উলেস্নখের সময় উদাহরণ উল্লেখ করবেন। যাতে ছাত্ররা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তাদের ব্রেইনগুলো এভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

(৪) সারাংশ উপস্থাপন করা : এটি হবে পাঠের পরিসমাপ্তিমূলক আলোচনা। এখানে শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে লেখা উদাহরণের কায়েদাহগুলো বের করে ছাত্রদের বুঝে দিবেন।

(৫) সামঞ্জস্যতা বিধান পেশ করা ঃ শিক্ষক ছাত্রদের সামনে অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল নিয়ে দ্রুত পাঠটিকে আরেকবার পুনরাবৃত্তি করবেন। যাতে তা তাদের বুঝকে আরেকটু শানিত করবে। এরপর ছাত্রদের সামনে অধ্যায়ের কিছু সামঞ্জস্যতা তুলে ধরবেন, যাতে তারা তার অবস্থা নিয়ে বাড়ীতে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

বিভিন্ন نص বা উদ্ধৃতাংশের পাঠদান :

১. উদ্দেশ্য সমূহ :

(ক) পাঠের নির্দিষ্ট নছের উপর একটি বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দাঁড় করানো উচিৎ। নছের বাস্তবতা, সত্যতা ও প্রয়োগের উপর হুকুম লাগানো।

(খ) নছ বা উদ্ধৃতির বিশাল শব্দ ভান্ডার থেকে উপকার লাভ করা।

(গ) নাহু ও সরফের কায়েদাগুলোর মাঝে বিদ্যমান পরস্পর সামঞ্জস্যতা তুলে ধরা। যাতে তা ছাত্রদের ছাত্রদের মেধা-মননে গেঁথে যায়।

(ঘ) নছের মধ্যে যদি বর্ণনামূলক কিছু মূলনীতি পাওয়া যায়, তা থেকে উপকৃত হওয়া।

২. ভূমিকা পেশ করা : শিক্ষক নছ উল্লেখের পূর্বে আলোচ্য বিষয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ভূমিকা উপস্থাপন করবেন। এতে নছটির লিখকের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে এবং সাহিত্যিক মূল্যায়নও থাকবে। এছাড়া সম্ভব হলে পঠিত বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করবেন।

৩. উপস্থাপনা পেশ করা :

(ক) শিক্ষক আদবের নির্দিষ্ট নছটি পাঠদানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষা ও উচ্চারণের সাথে মৃদু আওয়াজে নির্দিষ্ট মূলনীতি অনুসরণ করে উপস্থাপনা শুরু করবেন। যেমন নছের মধ্যকার استفهام ও فعل التعجب এর মধ্যকার পরস্পর সংযুক্তি আলোচনা করবেন।

(খ) শিক্ষক ছাত্রদের থেকে মৃদু স্বরে নছটি পাঠ করে নিবেন। দুর্বোধ্য শব্দগুলোর নিচে দাগ টেনে তাদের বুঝিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে কঠিন বাক্যগুলোর তারকীব করে দিবেন।

(গ) শিক্ষক ক্লাসের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের কাছ থেকে নাসটির অনুর্ধ চার লাইন উচ্চ স্বরে পাঠ করে নিবেন। কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষন ছাড়াই শুধু ক্বেরাতের উচ্চারণগত ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন।

৪. ব্যাখ্যা পেশ করা :

(ক) শিক্ষক নছের মধ্যকার দুর্বোধ্য শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবেন। যেমন প্রয়োজনে বাক্যের তারকীবের ব্যাখ্যা পেশ করবেন। ছাত্রদের মাধ্যে যারা শব্দের অর্থ বুঝতে পারবে না, তাদেরকে ব্যাখ্যা ও তারকীবের সময় শিক্ষক সাথে অংশ নেওয়াবেন। এছাড়া তিনি পঠিত পাঠ ও কবিতার পঙক্তিগুলোর অর্থের ব্যাখ্যা করে দিবেন।

(খ) নছের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বিপরীত যে শব্দগুলো আছে সে সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রদের সতর্ক করবেন।

(গ) নছের নাহু ও ছরফের কায়েদাহগুলোর মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধান করে দিবেন, যাতে তা ছাত্রদের স্মৃতিতে গেঁথে যায়।

(ঘ) শিক্ষক নছের মধ্যকার বর্ণনামূলক তারকীব করে দিবেন এবং অর্থের মধ্যে বালাগাত সম্পর্কিত কিছু পাওয়া গেলে তা ছাত্রদের জানিয়ে দিবেন।

৫. সমাপনী বক্তব্য পেশ করা : সবশেষে ছাত্রদের ভালভাবে উপলব্ধির জন্য শিক্ষক নছ সম্পর্কে সাধারণ একটি আলোচনা রাখবেন।

তেলাওয়াত ও গবেষণা সম্পর্কে পাঠ দান :

المطالعة বা গবেষণার আলোচনায় القرأة বা তেলাওয়াতকে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন-

(১) ভাষার ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা ঃ প্রতিটি অক্ষরকে তার স্ব স্ব উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণ করা। বিভিন্ন নছের ছেদ ও বিরতিতে ওয়াক্বফ ও শুরুর ভারসাম্য রক্ষা করা।

(২) শব্দের শেষ বর্ণের অবস্থা আয়ত্ব করা। এবং নাহু ও সারফের নিয়মানুযায়ী শব্দের মধ্যকার হরফে দাখিলিয়্যাহগুলো মুখস্থ করা।

(৩) ক্বিরাতের সংক্ষেপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা। যাতে নছের মূল উদ্দেশ্য সহজেই ছাত্রদের বুঝে আসে।

(৪) সুন্দরভাবে ক্বিরআত করা। একবার উচ্চ স্বরে ক্বিরাত পাঠ করা এবং অন্যবার নিম্ন স্বরে পাঠ করা। নছের মূলনীতি অনুযায়ী বাক্যকে একবার ইনশাইয়্যাহ হিসাবে ব্যবহার করা, আরেকবার খাবরিয়্যাহ হিসাবে ব্যবহার করা।

(৫) অর্থকে আরো স্পষ্ট করে বুঝা। নছের মধ্যে ব্যবহৃত ফায়েদা অর্জন করা।

পাঠ পরিকল্পনাসমূহ :

উপস্থাপনা পেশ করা :

১. নির্ধারিত পাঠ্যসূচী থেকে নির্দিষ্ট একটি নছের চয়ন করা এবং সংক্ষিপ্তাকারে সেই পাঠের মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা, যাতে করে ছাত্রদের ব্রেইনগুলো পরিপক্ক হয়।

(২) পাঠের মুল আলোচ্য বিষয় ব্লাকবোর্ডে লিখে দেওয়া

(৩) নছের মূলনীতি, নাহু-ছরফের নিয়ম-কানুন, ইদগাম ইযহারের ইখফা, মাখরাজের মত তাজবীদের মৌলিক নিয়মগুলো অনুসরণ করে শিক্ষক একটি নমুনা পাঠ উপস্থাপন করবেন।

(৪) ছাত্রদের কাছ থেকে ইবারত পড়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে শিক্ষক ক্লাসের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের মনোনয়ন করবেন। ক্বিরাতের বিভিন্ন উদাহরণের মূলনীতির দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরাবেন। যেমন তাদের নছের বিভিন্ন শব্দ ও তারকীব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে যা উহ্য আছে তা ব্যাখ্যা করে দিবেন। এভাবে তাদেরকে নছের উপরকারীতা, ফিকহী বিষয়, আক্বীদা, ভাষা, ও ইতিহাস, সামাজিক শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়গুলো বের করার ব্যাপারে শিক্ষক ছাত্রদের অভ্যস্ত করে তুলবেন।

[লেখক : আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে
জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে
কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা
নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

ইসলাম শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

ভূমিকা :

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তৎকালীন আরব মরুবাসীসহ পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষেরা জাহেলিয়াত অমানিশা হ'তে মুক্তি পেয়ে, তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ভীরুতা ব্যতীত ধনী-গরীব, সাদা-কালোর ভেদাভেদ কোন নেই ।

পক্ষান্তরে ইসলামের সাথে অন্যায় ও অসত্যের দূরতম সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তার রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছেন। অন্যায় ও অসত্য পরিহার করার জন্য আদেশ করেছেন। যারা আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম তথা শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে তাদেন জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

ইসলাম শব্দের পরিচয় : إسلام আরবী শব্দ। ইংরেজীতে Islam এর আভিধানিক অর্থ বশ্যতা, আত্মসমর্পণ, সমর্পণ।[১] ইংরোজীতে Islamic Peace Commute[২] পারিভাষিক অর্থ الاسلام اظهار الخضوع و الغبور لما اتى به محمد (ص)- অর্থ: ইসলাম হ'ল বিনয়ী, নম্রতা প্রকাশ, এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা।[৩]

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মনোনীত যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তাকে ইসলাম বলা হয়।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান : ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান সে ব্যাপারে সকল মনীষী ঐক্যমত। ইসলাম ধর্মে রয়েছে ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান। তাই তো আল্লাহ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছেন যে,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম' *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৯)*। আর আল্লাহ্র নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরকালে নাজাত পেতে হ'লে একমাত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান তালাশ করে, তা অগ্রহণযোগ্য এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)* । আর ইসলাম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুবরণের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে যা তার বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا-

'আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম *(মায়েদা ৩/৫)*।

উপস্থাপিত আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ও পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে একমাত্র ইসলামের বিধান সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্ত বায়ন করতে হবে। অন্যথায় পরকালে অপমানিত হ'তে হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ প্রথমত ফিৎরাত বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে সে ধর্মান্ত রিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ-

'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতার কারণে সে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজক হয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়, তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা অবস্থায় দেখেছ'।[৪]

রূহের জগতে যখন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন আমাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন আমরা সবাই স্বীকার করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

---

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (আরবী-বাংলা), রিয়াদ প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ মে ২০১১, পৃ. ৯৯।

২. S.M Zakir Hussain, Second Edition : February 2009, ROHEL Elaborate DICTIONARY English to Bengali.

৩. المعجم الوسيط, كتب خانه حينيه ديوبندد ٦٨٥ ص

৪. বুখারী হা/১৩৮৫, আবুদাউদ হা/৪৭১৪।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ–

'আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলাম এবং তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এটা এজন্য) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে জানতাম না' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*।

আর ইসলাম হচ্ছে সরল সহজ। এখানে কোন বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ– 'দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

অন্যত্র বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ– 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ– 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐরূপ বোঝা চাপাবেন না, যা বহনের সাধ্য আমাদের নেই *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ– 'আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। কাজেই তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাক, আশান্বিত হও এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশ (ইবাদত সহযোগে) সাহায্য চাও'।[৫] আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের রাস্তাসমূহের অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে (শয়তান) তোমার প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। যারা তাগুত বা আল্লাহদ্রোহী হ'তে ইসলামে প্রবেশ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ–

'যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন' *(যুমার ৩৯/০৭)*। তাদের জন্য সুসংবাদ অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।

ইসলামের সুমহান আদর্শ দেখে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। যদিও পাশ্চাত্যের মানুষেরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করছে, এমনকি ১৮০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত দেড়শ বছরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ৬০০০০ টি বই লিখেছে যা গড়ে প্রত্যেক দিন ১টিরও বেশী।[৬] অমুসলিমরা যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত করছে তত দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটছে। যেমন আমরা দেখতে পায় ঈমানদার যুবক ও আছহাবুল উখদূদের কাহিনী থেকে যে যুবককে পর্যায়ক্রমে প্রথমে পাহাড় ও নদীতে নিয়ে হত্যা করতে ব্যর্থ হ'ল। তখন যুবকের পরামর্শক্রমে এলাকার সকল লোকের সামনে باسم الله رب الغلام অর্থ : 'গোলামের রবের নামে শুরু করছি' বলে যুবকটিকে হত্যা করল এবং উপস্থিত সকলেই বলে উঠল আমরা ঈমান আনলাম বালকটির রবের প্রতি। অবশেষে তারা সকলেই রাজার শাস্তির সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন কিন্তু ইসলাম হ'তে সামান্য পরিমাণ সরে গেলেন না।[৭]

অনুরূপভাবে ইসলামের ঘোরবিরোধী ওমর শানিত তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য উদ্যত হ'লেন পথিমধ্যে রাসূলের ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ওমরকে বলেন, তুমি মুহাম্মাদকে হত্যা করবে। আর বানু আব্দুল মুত্তালিব তোমাকে ছেড়ে দিবে। ওমর মুহাম্মাদকে হত্যা করার পূর্বে তোমার পরিবার হতে শুরু কর। তোমার বোন ফাতিমা ও তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ওমর তার বোন এবং ভগ্নিপতি সাঈদকে প্রহার করলেন এবং কুরআন পাঠ করে মুসলিম হয়ে গেলেন।[৮] পরবর্তীতে এই ওমর ফারূক বা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হন। তিনি ন্যায়, ইনছাফ, বীরত্ব, মহত্ত্ব, দুনিয়াবিমুখতা, অনাড়ম্বরতার জন্য ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। হাবশী গোলাম বেলাল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিনের উপাধিতে ইসলামের সোনালী ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ, হিন্দা, ওয়াহশী ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে রাসূলের চাচা যিনি তাকে ইসলাম প্রচারের কাজে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন আবু তালিব। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৯]

জাতির পিতা ইবরাহীমের আব্বা তার ধর্ম গ্রহণ না করার কারণে জাহান্নামে যাবে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই রাসূলের পিছনে ছালাত আদায় করে কালেমা পড়ে ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ছাহাবী এক ওয়াক্তও ছালাত আদায় না করে, ছিয়াম বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন না করে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে,

৬. ডা. যাকির নায়েক, ইসলাম এন্ড মিডিয়া লেকচার।
৭. মুসলিম হা/৩০০৫; আহমাদ হা/২৩৯৭৬।
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম-টীকা ১/৩৪৫; আর-রাহীক্ব পৃ.১০৪।
৯. বুখারী হা/৩৮৮৪।

Contents

যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করার কারণে শহীদের মর্যাদা পাবে।[১০] ছাহাবী বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদের কঠোর মোকাবেলা করেও জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে না। ইসলামের সঠিক মর্মকথা না বুঝার কারণে।[১১] তাই আমাদেরকে খালেছ অন্তরে ইসলামের সুমহান বাণী অনুধাবণ করতে হবে। তাই তো আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا– 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়োছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলে আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়। আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। অতঃপর শুরু হয় প্রতিফল; একটি পূর্ণ্যের বিনিময়ে দশ হ'তে সাতশ' গুণ পর্যন্ত; অতপর একটি পাপ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন তবে তা অন্য ব্যাপার।[১২]

ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে অমুসলিমদের বাণী :

(ক) বিখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক জর্জ বার্নাড (১৮৫৬-১৯৫০) লিখেছেন "If any religion had the chance of ruling over Engliand the nay Europe within the next hundred years, it could be Islam " যদি কোন ধর্ম আগামী ১০০ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ড তথা সমগ্র ইউরোপ শাসন করার সুযোগ পায়, তবে সেটা হ'ল ইসলাম।

(খ) ইন্ডিয়ার প্রখ্যাত কবি লেখক, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) বলেন, 'ইসলামই ছিল প্রথম ধর্ম যা গণতন্ত্রের প্রচার ও অনুশীলন করেছেন। যেমন মসজিদে ছালাতের জন্য আযান দেয়ার পরে মুছল্লীরা একসাথে মসজিদে একত্রিত হয়। দৈনিক এই পাঁচ ওয়াক্তের ছালাতের মধ্যেই ইসলামের গণতন্ত্র নিহিত রয়েছে। যেমন কৃষক এবং রাজা পাশাপাশি নতজানু হয়ে একই ঘোষণা উচ্চারণ করে বলে, 'আল্লাহু আকবার' (এক আল্লাহ মহান)। ইসলামের এই বিমূর্ত একতা দেখে আমি বার বার হতবাক হয়ে যাই যা একজন মানুষের সহজাতভাবেই একজন ভাইয়ে পরিনত করে।[১৩]

মেজর আর্থার গ্লীলিন লিউনার্ড বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) তিনটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, যা তখনকার দিনে ছিল না বললেই চলে। ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে তার অসামান্য মেধা, রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে তার অনন্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসক হিসাবে তার অতুলনীয় দক্ষতা'। তিনি আরো বলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন ও প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর কোন উপকার করে থাকেন, তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি হচ্ছে আরবের ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (ছাঃ)'।[১৪] ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাকে শুধু সেই যুগেরই একজন মনীষী বলা হবে না, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।[১৫]

ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট (১৭৬৯-১৮২১) বলেন, 'আমি আশা করি এমন একটি সময় বেশী দূরে নয় যখন আমি সকল দেশের বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঐক্যমত গড়ে তুলতে পারব এমন একটি একক শাসক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। যা কেবল পবিত্র কুরআনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ হ'ল, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য এবং মানুষকে সুখ এবং শান্তির পথে পরিচালিত করে।[১৬] হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) কে নরোশংস বা প্রশংসিত বলা হয়েছে।[১৭] এবং ঋগ্বেদের ভাষায় বলা হয়েছে, যো রোক্ষনো মাঘ নস্য কীরে।[১৮] সংস্কৃত ভাষায় 'কীরে' শব্দের বাংলা অর্থ ইশ্বরের প্রশংসাকারী। যার আরবী প্রতিশব্দ আহমাদ।

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বলেন 'আল্লাহ আমাকে মদ পান থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এবং আমার দিন শুরু হয় ফযরের ছালাত দিয়ে'।

সুনতা নেপোলিয়ান ০৯-০৭-১১ সালে চাঁদে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন 'আমি যখন চাঁদে দিয়েছিলাম পৃথিবীর সাথে আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল, কিন্তু আমি চাঁদ থেকে আযান শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকার ছিল, তখন আরবমরু মক্কা ও মদীনা আলোকিত ছিল'।

বিভিন্ন মনীষীর বাণী এবং হিন্দুদের ধর্ম শাস্ত্রের আলোকে বুঝা গেল ইসলাম এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ যা তারা অকপটে স্বীকার করেছেন। অথচ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আধুনিকতার ধ্বজাধারী বাক স্বাধীনতাবাদীদের ইসলাম ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছে। তাদেরকে আমরা আহবান জানাই আপনারা ইসলাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এমনকি আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তারা ইসলামের ধর্মগ্রন্থ গুলো নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে, তারাও সোনার মানুষে পরিণত হবেন। ডক্টর গ্যারি মিলার কানাডার একজন খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারক কুরআনের ভুল খুঁজতে গিয়ে সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত পড়তে আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এভাবে যুগে

১০.আহমাদ হা/২৩৬৮৪ সনদ হাসান।
১১. বুখারী হা/৩০৬২
১২. বুখারী হা/৪১, ঈমান পর্ব, সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়।
১৩. Sarojini Naidu, Ideals of Islam, Nide Speeches & writing (1918), p-169.
১৪. Mejor Arthur Glyn Leonard, Islam her moral and spirituae values.
১৫. মাইকেল এইচ হার্ট, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনী, চৌধুরী এন্ড সন্স প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০১, পৃ.২০।
১৬. Nepolean Benaparte-Quoted in christion Cherfils BONAPARTEEL ISLAM CPARIS-1914.
১৭. ভাগবত পুরান, বণব্রেত সেন সম্পাদিত (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৭) ঋগ্বেদ, সংহিতা, স্বন্ধ-৫, অধ্যায়-৫, শ্লোক-২।
১৮. ঋগ্বেদ ; সংহিতা, স্বন্ধ-২, অধ্যায়-১২, শ্লোক-৬।

যুগে মানুষেরা ইসলামের সাম্যের বাণী অনুধাবন করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন। ইসলাম কারো প্রতি যুলুম অত্যাচার করে না। বরং শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।

বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ৯৯ টি খুন করার পরে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। অতঃপর সে একটি পাদ্রীর নিকটে গেল, কিন্তু পাদ্রীর নিরাশাপূর্ণ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি পাদ্রীকেও হত্যা করে ১০০ জনকে হত্যা করল। অতঃপর সে একজন আলেমের সাথে কথা বলল, আলেম তাকে তাওবা করতে বললেন, এবং তাকে তার এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে বললেন। পথিমধ্যে লোকটি মারা গেল। অতঃপর জান্নাতের ও জাহান্নামের ফেরেশতা তার রূহ নেয়ার জন্য ঝগড়া শুরু করল। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে দেখা গেল সে ভালো গ্রামের দিকে বেশী অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে রহমতের ফেরেশতা তার জান কবয করল। (অর্থাৎ তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন)।[১৯]

অন্যদিকে ছুমামাকে ধরে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হ'ল ও রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন ওহে ছুমামাহ! তুমি কি মনে করছ? সে বলল, আমার ধারণা ভালই। হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহ'লে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি মাল চান, তাহলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা আদায় করা হবে। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তাকে (সেদিনের মত তার নিজের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) এভাবে তাকে তিনদিন ইসলামের কথা বললেন আর ছুমামাহ বারংবার একই উত্তর দিচ্ছিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং সে মসজিদের নিকটে খেঁজুর বাগানে একটি পুকুরে গোসল করে এসে ইসলম গ্রহণ করলেন।[২০]

অনুরূপভাবে আবূ যর, আবূ নাজীহ (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল এবং ইসলাম ইতিহাসে আজও তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বর্তমান যুগেও মানুষেরা ইসলামের সুমহান আদর্শে বিমোহিত হয়ে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিচ্ছে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপনা করা হ'ল। নব্বই দশকে বলিউড কাঁপানো জনপ্রিয় অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি গত ১৪ বছর গরুদেব গগন গিরিনাথের শিষ্যত্ব হয়ে, কঠোর হিন্দু ধর্মের তপস্যা করেন।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি পরিপূর্ণভাবে ব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছি। তিনি বলেন, কেউ পৃথিবীতে এসেছে পার্থিব কারণে। কেউ এসেছে স্রষ্টার আরাধনা করতে। আমি এসেছি দ্বিতীয়টি তথা স্রষ্টার আরাধনা করতে'। তাকে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ঘি ফিরে দুধ হ'তে পারে, আমার নায়ক শাহরুখ, আমীর, সালমান বদলেও যেত, কিন্তু মমতাকে আর মিডিয়ার পর্দার সামনে পাওয়া যাবে না। এটি একেবারেই অসম্ভব। আমার জগত এখন ভিন্ন। এ জগতে এখন শুধু স্রষ্টার স্থান।[২১] অনুরূপ 'কালি' নামের বলিউডের এক নায়িকা, তার বাড়ি আমেরিকাতে। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে শর্ট জামা-কাপড় পড়তেন। অতঃপর কোন এক স্থানে ভ্রমণে গিয়ে ছালেহ নামের এক মুসলিম যুবকের সাথে পরিচয় এবং প্রেমে জড়িত হয়ে পড়েন। ও তার আচরণ দেখে তিনি মুগ্ধ হন ও অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও ছালেহ এ সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি এখন হিজাব পরিধান সহ ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে হই-হুল্লোড় করে রাত কাটাতেন। ছালেহের সাথে বিয়ে, হিজাব পরিধান ও ইসলাম গ্রহণ নিয়ে অনেকেই হাসি-তামাশা করে। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'শুধু ছোট জামা-কাপড় পড়লেই মানুষ আধুনিক হ'তে পারে না'।[২২]

আরো একটি ঘটনা কানাডার তার জন্ম সান্ত্রা নাডায়ি নামের একজন ইহুদী নারী। তিনি বলেন, ২০০৫ সালে আমি ভারত যাই। এটি ছিল আমার মায়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর। আমি যখন সেখানে (ভারত) আমার ধুম ভেঙ্গে যায়। আযানের শব্দের সেই সম্মোহনী শক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। আমি আসলে কিছুটা আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়ি। আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দূর থেকে ভেসে আসা এই আযান আমার মনে পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি ও একতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমি আনন্দে কেঁদে ফেলি। আমার এই কান্না ছিল বিশ্বাসের কান্না।

অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও তার নাম রাখা হয় সালমা। তিনি বলেন, 'আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল মধুর। তবে কেউ কেউ মুখে ভেংচি কাটত, কেউ আবার কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, এবং আমার অনেক সহকর্মী আমার ডেস্কের পাশ দিয়ে যেতে সঙ্কোচবোধ করত'।[২৩]

সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ! উপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলো দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হ'ল যে, ইসলাম সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা ও শান্তির ধর্ম। যা কারোও প্রতি যুলুম–অত্যাচার করে না। বরং ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে, নিচ্ছে ও নিবে। কিন্তু তথা কথিত বাকস্বাধীনতাবাদী, জাতীয়তাবাদী, নারীবাদী ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কিছু শিক্ষিত লোক রয়েছে তারা বাক স্বাধীনতার নামে ইসলাম নিয়ে, আল্লাহ, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও মুসলিমদের নিয়ে কুমন্তব্য করছে। তাদেরকে উক্ত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষার্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

লেখক : সহ-পরিচালক, সোনামণি, মারকায শাখা।

১৯. বুখারী হা/৩৪৭০, মুসলিম হা/২৭৬৬, মিশকাত হা/২৩২৭।
২০. বুখারী হা/৪৬২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪।

২১. মাসিক আত-তাহরীক, ১৬ তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-২০১৩, পৃ.৩৩।
২২. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার, ২২-০৮-১৩ ইং; পৃ.১, প্রেমের কারণে অভিনেত্রী কালির পরিবর্তন শিরোনামে।
২৩. তাওহীদের ডাক, ২২ তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল-২০১৫, পৃ. ৪১-৪২।

Contents

মেঘের রাজ্য সাজেকে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাজেক ভ্যালীটা মূলতঃ একটি পাহাড়ের চূড়া, যেটা প্রস্থে অল্প তবে দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ কিলোমিটার। আশপাশের থরে থরে সাজানো পাহাড়গুলি এর চেয়ে বেশ নীচু। ফলে উভয় পাশের সৃষ্টিসৌন্দর্য খুব ভালোভাবেই অবগাহন করা যায়। বাইরে দু'কদম ফেলতেই দেখি ঘন ঘাসের চাদরে মোড়া ছোট ছোট একাধিক টিলা। সবুজের তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উপরে কাষ্ঠ নির্মিত চেয়ার সাজানো। সেখানে কিছুক্ষণ বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পূর্বের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাহাড়ের অকৃত্রিম সৌন্দর্যে চোখ জুড়াতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিকল্প নেই। তাই ভাবতেই পারিনি হাইকিং, ট্রেকিং-এর কোন কষ্ট ছাড়াই আরাম কেদারায় বসে কেতাদুরস্তভাবে নয়নাভিরাম এ সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ পাব। যাইহোক কিছুক্ষণ অবস্থানের পর হাঁটতে হাঁটতে বিজিবির নির্মিত হেলিপ্যাডে উঠলাম। আরেকটু এগিয়ে পেলাম বিডিআর ক্যাম্প। যেখানে একটি মসজিদও আছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান ধ্বনি ভেসে আসলো। ওযূ সেরে মসজিদে প্রবেশ করে বেশ ক'জন বয়স্ক পর্যটকের সাক্ষাৎ পেলাম। তবে যুবাদের উপস্থিতি শুন্য। কারণটা বোধহয় সর্বজন বিদিত। বিগত সফরে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের কিছু ভাইয়ের সাথে কদিন ছিলাম একত্রে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিয়মিত ছালাত আদায় করেন বলে জানান। তবে সফরে তা করেন না। কারণ অধিক পরিশ্রম! সব ছালাতই বাকীর খাতায়। কঠোরভাবে হিসাব রাখছেন বাসায় গিয়ে কাযা আদায় করবেন তাই। বিস্ময়কর পরিকল্পনা। তবে বাস্তবতা এরূপই। ছালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে দেখি সবই জানেন। সবই বোঝেন। কিন্তু আমলী যিন্দেগীতে এসে ধরা খেয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ হেফাযত করুন।

এই মসজিদে ইমামতি করেন বিডিআরে চাকুরীরত জনৈক ড্রাইভার। ছালাতের পূর্বে তিনি সবার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিট ছালাতের গুরুত্ব ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষে সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর তার সাথে পরিচিত হলাম। ড্রাইভার হলেও ভাব-ভঙ্গিতে বেশ জ্ঞানের পরিচয় দিতে চাইলেন। কিছুটা পরিচিত হওয়ার পর একটু নরম হলেন।

কথার একপর্যায়ে বললেন, কুরআনের সাথে হাদীছের বিরোধ নিয়ে উনি খুব বিরক্ত। কে যে এসব হাদীছ সংকলন করেছেন। পরে বুখারীর একখানা অনুবাদ বের করে এনে বের করলেন ঘোড়ার গোশত খাওয়া সংক্রান্ত হাদীছ। বললেন, কুরআনে এসবের গোশত খাওয়া নিষেধ। অথচ এ হাদীছ বলে কিনা তা খাওয়া যাবে!... এসব নতুনভাবে সংকলন করতে হবে। কুরআন বিরোধী হাদীছ বাদ দিতে হবে। হাদীছই মুসলমানদেরকে দলে দলে বিভক্ত করেছে....। ইত্যাদি ইত্যাদি বক্তব্য। কিছুটা বুঝানোর পর নরম হন। তবে তালগাছটা আমার। হাদীছে যত এলার্জি। বাদ দিলে ভালো হয়। যাইহোক আলোচনা খুব দীর্ঘ না করে চলে এলাম।

নিকষ আধারে ঢেকে নিয়েছে চারিদিক। তবে বিজিবি ক্যাম্প জেনারেটরের আলোয় কিছুটা আলোকিত। আরেকটি হেলিপ্যাডে উঠে গেলাম তিনজনে। বসলাম ঘাসের চাদরে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের সারি। চাঁদের আলোয় সামান্যই দেখা যায়। দূরে সীমান্তবর্তী ক্যাম্পের কয়েকটি আলো মিটিমিটি জ্বলছে। সাজেক থেকে তারা প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে হেলিকপ্টরে চলে যায় সেখানে। তারপর দেড় মাস পর ডিউটি পরিবর্তন হয়। এভাবেই চলে নির্জন সীমান্তে বিজিবির প্রহরা।

নীরব-নিস্তব্ধ পাহাড়ে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সেনাবাহিনীর ভাইয়েরাই সেখানে রান্না থেকে শুরু করে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আগে থেকেই অর্ডার দেওয়া রাতের খাবার খেতে বসলাম পাহাড়ী ঢালের উপর নির্মিত হোটেলটির খোলা বেলকনিতে। দুপুরটা এটা ওটা খেয়েই চালিয়ে দিয়েছিলাম। তাই রাতে ডিম আর ডাল দিয়ে খেয়ে নিলাম পেটপুরে। তারপর ঘরে ফিরে শুরু হ'ল প্রশান্তির ঘুম।

ফজরের সময় কাফী ভাইয়ের ডাকে উঠে পড়লাম। চললাম মসজিদ পানে। অন্ধকারে নিস্তব্ধ পাহাড়ী ঢাল বেয়ে মসজিদে গেলাম। বেশ কয়জন বিজিবি ভাইও উপস্থিত হয়েছেন দেখে খুব ভাল লাগল আলহামদুলিল্লাহ। তারপর কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে বেরিয়ে পড়লাম সূর্যোদয় নান্দনিক দৃশ্য অবলোকনে। বাদ ফজর যেকোন প্রকৃতিই ভিন্ন মাত্রায় ফুটে ওঠে। আর পাহাড়ী এলাকা! সেতো বর্ণনাতীত। কিছুসময় বসে থেকে সূর্যোদয় দেখে এবার হাটতে শুরু করলাম কংলাক পাড়ার দিকে। মিনিট চল্লিশেক হেটে পৌঁছে গেলাম কাংখিত লক্ষ্যে। এলাকাটি বেশ উচুতে অবস্থিত পাহাড়ী চূড়ায় অবস্থিত। নীচ থেকে পাড়ায় পৌছানোর একটিই পথ। কিছুটা দূর্গম। রাতে ওঠা-নামা কঠিন।

ছবির মত সুন্দর গ্রাম কংলাক পাড়া। প্রতিটি বাড়ীর সামনে রয়েছে ফুলের বাগান। ১৮০০ ফুট উচ্চতায় এই পাড়ায় পাংখোয়া আর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির প্রায় ৩০টি পরিবারের বসতি। পাহাড়ের ঢালে চা বাগান, পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে কফি গাছ, আনারস গাছ। আর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটু নীচে নামলে রয়েছে কমলা বাগান। দূর্লভ সুগন্ধি 'আগরৎ

Contents

গাছেরও দেখা মেলে এখানে। এককথায় চমৎকার একটি গ্রাম। ওখানে পৌঁছে পাশেই দোকান পেলাম। ডাব, পেপে আর কলা খেলাম। দোকানী জানালো সে পাশ্ববর্তী মিজোরামে পড়াশুনা করে। ছুটিতে এখন বাড়িতে। ওখানে পৌঁছে পাশেই দোকান পেলাম। ডাব, পেপে আর কলা খেলাম। দোকানী জানালো সে পাশ্ববর্তী মিজোরামে পড়াশুনা করে। ছুটিতে এখন বাড়িতে এসেছে। এরপর চলে গেলাম পাহাড়ের প্রান্তসীমায়। প্রকৃতি যেন এখানে আরো মায়াবী। এখান থেকে অনেক নীচে দেখা যায় সাজেক পয়েন্ট।

দু'একটি হোটেল তৈরী হয়েছে এখানেও। চাল ও বেড়া টিনের তৈরী হলেও বেশ ছিমছাম আর পরিচ্ছন্ন হোটেলগুলি। একটির বারান্দায় প্লাস্টিকের ইজি চেয়ার পেয়ে বসে পড়লাম তিনজনে। সবুজ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কুয়াশা আটকে থাকার মোহনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় ঘন্টা পার হয়ে গেল। সেখান থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এক বয়স্ক মুরুব্বীকে পেয়ে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম। ভাষাগত সমস্যা খুব একটা হ'ল না। ২০০ বছর যাবৎ এই পাহাড় চূড়ায় তাদের বসবাস। আমাদের বেশ অবাক করে দিয়ে জানালেন, সেনাবাহিনী সাজেক পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর আগে তারা সভ্য দুনিয়ার কোন খোঁজ-খবরই রাখতেন না। ভাবতেন গোটা দুনিয়ায় মনে হয় এরূপ বন্যতায় ভরা পাহাড়ী অঞ্চল। এই রাস্তা তাদের জীবনের গতি পাল্টে দিয়েছে। হাতে থাকা হুকায় টান লাগানোর দাওয়াত দিলেন। আমরা হাসতে হাসতে সহজ-সরল মানুষটির নিকট থেকে বিদায় নিলাম।

তারপর আরো কিছুক্ষণ ঘোরাফিরার পর নেমে এলাম পাড়াটি থেকে। ব্যাগপত্তর গুছিয়ে ফোন দিলাম হোন্ডাওয়ালাদের। ঘন্টা পার হতে না হতেই তারা হাযির। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো একটি হোন্ডার চাকা পাংচার হওয়ায়। কি আর করা। ফলে তাদের পরিচিত একটি ট্রাক যেতে থামালে ড্রাইভার আমাদের নিতে রাজী হল। পাহাড়ী পথে ট্রাক যাত্রার অভিজ্ঞতাটা মন্দ হবে না ভেবে কোন আপত্তি ছাড়াই উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। মালবাহী ট্রাকটির উপজাতীয় ড্রাইভার উঁচু-নীচু দূর্গম পথের চড়াই-উৎরাইয়ের কোন তোয়াক্কা না করে চালিয়ে নিল উল্কার বেগে।

অজ্ঞতার কারণে সাজেকের রুইলুই পাড়া থেকে অনতিদূরে অবস্থিত কমলক ঝর্ণাটি আমাদের দেখার বাইরে থেকে যায়। পাড়া থেকে মাত্র আড়াই ঘন্টার পথ ট্রেকিং করলে দেখে আসা যায় সুন্দর এই ঝর্ণাটি। স্থানীয় অনেকের কাছে এটি পিদাম বা সিকাম তৈসা ঝর্ণা নামেও পরিচিত।

১০ নং ক্যাম্পের সামনে মাসঊদ ভাই আমাদের রিসিভ করলেন। তারপর নাস্তা সেরে গোসলের প্রস্তুতি নিয়ে চললাম ক্যাম্প থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাজাছড়া ঝর্ণায়। মেইন রোড থেকে ১৫ মিনিট হাটার দুরত্ব। প্রায় দেড়শ' ফুট উঁচু থেকে নেমে আসা প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি সারা বছর প্রবাহমান থাকে। জাদিপাই, নাফাখুম, আমিয়াখুম ইত্যাদির তুলনায় খুব অল্প পরিশ্রমেই সুন্দর একটি ঝর্ণার দেখা পেয়ে আমরা বেজায় খুশী। প্রাণভরে গোসল সারব। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিপত্তি ঘটালো ঝর্ণার নীচে একদল পর্যটকের হৈ হল্লা। ফলে বিশাল ঝর্ণায় গা ভিজানোর লোভ সামলে ফিরতি পথ ধরলাম।

মাসঊদ ভাইয়ের সাথে স্থানীয় একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। তিনি আমাদের জন্য বড় এক কাঁদি পাহাড়ী কলা কিনে দিলেন। এসময় হঠাৎ শুরু হ'ল প্রবল বর্ষণ। একটি চাঁদের গাড়ি পেয়ে তাতেই চড়ে বসলাম। অল্প সময়ের মধ্যে দীঘিনালা পৌঁছে সিএনজি নিলাম। বিকাল হ'তে হ'তেই খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছালাম। সেখানে চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনে সন্ধ্যা ৭-টার টিকিট নিয়ে এবার চললাম খাগড়াছড়ির বাকি স্পটগুলি দেখার জন্য। সিএনজি নিয়ে চলে গেলাম খাগড়াছড়ি শহর ঘিরে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকা আলুটিলা পাহাড়ে। এখানে রয়েছে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত গুহাদু'টির একটি। তবে বান্দরবানের আলীকদম গুহাটির তুলনায় এটি বড়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় আমরা সেখানে একেবারেই একা। জীবনে প্রথম প্রাকৃতিক গুহায় প্রবেশের সুযোগ। আগেই জেনেছি গুহাটি এ মাথা থেকে ওমাথা যেতে ১৫ মিনিট সময় লাগবে। তাই নির্ভয়ে সঙ্গে নেওয়া টর্চ লাইট জ্বালিয়ে ঢুকে গেলাম ভিতরে। চারপাশটা নিরেট পাথুর। পায়ের নীচ দিয়ে অবিরল ধারায় ঝর্ণার পানি বয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার বাদুড়ের আনাগোণা। একটু যেতেই নিকষ আধারে নেমে এলো চারপাশে। চলার পথ আরো সংকীর্ণ হয়ে আসছে। পরিবেশটা সত্যিই ভয়ংকর। অবশ্য একটু পরেই অপরপার্শ্বে আলোর রেখে ফুটে উঠলো। গুহামুখের বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে উঠে এলাম আবার আলোর দুনিয়ায়। ফেরার পথে কাফী ভাই পাহাড়ী কাঠাল আর আনারস কেনার গোঁ ধরলেন। বাজারে গিয়ে সেগুলি কেনা হ'ল। তারপর সোজা বাসস্ট্যাণ্ডে। সেখানে আরেক বিপত্তি। আগামী কাল হরতাল। তাই বাস বন্ধ। ঘন্টা দুই অপেক্ষার পর নিশ্চিত হ'লাম যে আজ আর ফেরার কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। পাশের হোটেল মালিকের সাথে ইতিমধ্যে বেশ ভাব জমে গেছে। তার পরামর্শে পাশের রাজু বোর্ডিং রাত কাটালাম।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে শহর থেকে ১০-১২ কি.মি. দূরে অবস্থিত রিসাং ঝর্ণাটা দেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মেইন রোড থেকে দেড় কি.মি. পাহাড়ী কাঁচা রাস্তায় চলল সিএনজি। তারপর এক জায়গায় নামিয়ে দিল। বাকী পথটা হেঁটেই যেতে হবে। আবারো দু'পাশে সারি সারি সবুজ পাহাড়। ঢালু পথে নামতে নামতে একসময় পৌঁছে গেলাম কাংখিত ঝর্ণায়। পাহাড়ের বুক চিরে প্রায় ৪০ ফুট উপর থেকে স্বচ্ছ পানিরাশি অবিরাম আছড়ে পড়ছে নীচে। নীচে পড়ার পর তা আবার আরও ৭০ ফুট পাথরের ওপর গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে আরো অনেক নীচে। অব্যাহতভাবে পানি পড়ায় চারপাশটা পাথরে রুপান্তরিত হয়েছে। ঝর্ণা ধারায় পিচ্ছিল

হয়ে যাওয়া পাথুরে পথে স্লাইডিং করার জন্য খুব আদর্শ একটি ঝর্ণা এটি। কিছুটা বিপজ্জনক হলেও রোমাঞ্চকর। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ঝর্ণাটিতে এনে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।

আরো খুশী হলাম আর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম মাত্র ২জন কিশোরকে সেখানে গোসল করতে দেখে। কারণ নির্জনতাই আমাদের জন্য যে যেকোন প্রাকৃতিক স্পটের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। দ্রুত নেমে গেলাম গোসলে। ঝর্ণার পতনেস্থলে ঢুকে গেলাম তিনজনে। নির্জন পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার স্বচ্ছ পানির নীচে বসে থাকার যে অনির্বচনীয় আনন্দ, তা কি বলে বুঝানো সম্ভব!

কিছুক্ষণ গোসল করে আমরা স্লাইডিংয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হলাম। আগেই জেনেছিলাম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এখানে কারু পা ভেঙ্গেছে, কারু মাথা ফেটেছে। তাই একটু সতর্ক। প্রথমে তিনজন একসাথে করলাম। তারপর একা একা। অর্ধেক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলের বাকী অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় না। আছড়ে পড়তে হয় নীচে জমে থাকা পানির মধ্যে। কাফী আর সাইফুল ভাই তো মেতে গেছেন ভীষণভাবে। বার কয়েক স্লাইডিং করতেই গামছা ছিড়ে ছারখার। এদিকে ঘটলো আরেক বিপত্তি। সাইফুল ভাই ঝরণার পাশে হাটাহাটি গিয়ে হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল। উপর দিকে পা আর নীচের দিকে মাথা অবস্থায় পিছলে সোজা চলে যাচ্ছেন নীচের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল আমরা অসহায় নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখছি আর দো'আ পড়ছি। নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই আছড়ে পড়লেন নীচের পানিতে। ছুটে গেলাম। না আল্লাহ্র রহমতে কোনই ক্ষতি হয়নি। মন শক্ত হওয়ায় তেমন ভয়ও পাননি। ফালিল্লাহিল হামদ।

ঘন্টা দেড়েক অবস্থানের পর ফিরতি পথ ধরলাম। পরবর্তী গন্তব্য আলুটিলা তারেং। আলুটিলা পাহাড়ের একটি চূঁড়া। ত্রিপুরা ভাষায় 'তারেং' শব্দের অর্থ 'উঁচু পাহাড়'। তারেং থেকে পুরো শহরটা একনযরে দেখা যায়। দেখা যায় শহরের মাঝখান দিয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে বয়ে যাওয়া অপরূপ সুন্দর চেংগী নদীর দৃশ্য। আশপাশে চোখে পড়ে অসংখ্য জুমখেত। আনারস, কমলা ও সবজির বাগান।

সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। বেলা ১-টার গাড়িতে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথে কাফী ভাই কলা, আনারস, কাঠাল, ডাব সহ নানা ফলমুল কিনলেন গাড়ি ভর্তি করলেন। এসব বহনের ঝুট-ঝামেলায় আমি বিরক্ত। কাফী ভাইয়ের যুক্তি এগুলো নাকি একেবারেই সারবিহীন প্রাকৃতিক ফল। আমার যুক্তি একদিন খেয়ে লাভটা কোথায়! যাহোক চট্টগ্রাম পৌঁছে সেখানে আত্মীয়ের বাসায় একদিন অবস্থান করে পরদিন সন্ধ্যায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

তিন বন্ধুর গল্প

মোরগ ভাই, কোথায় যাচ্ছো? আরে এদিকে এসো। কথাগুলো বলল গাধা। গাধার কথা শুনে মোরগ তার নিকট এসে বলল, কি ব্যাপার গাধা ভাই, ডাকছো কেন? গাধা বলল, আজ আমাদের বাড়ির মালিক তো নেই। সন্ধ্যার আগে তারা হয়তো ফিরবে না। তাই বলি আজকের দিনটা একটু সুখ-দুঃখের গল্প করে কাটিয়ে দেই। এমন দিন হয়তো আর পাব না। আর তুমিও তো ঈদের দিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। মোরগ অবাক চাহনিতে জিজ্ঞেস করল, কে বলল আমি চলে যাব? গাধা বলল, জানো মোরগ ভাই! গতকাল যখন মালিকের সাথে বোঝা নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পথিমধ্যে এক গোশত বিক্রেতার সাথে মালিকের দেখা হয়। মালিক তার সাথে অনেক গল্পালাপ করার পর শেষে বলল, বাড়িতে একটা মোরগ যবেহ করব। এবার আর গোশত কিনব না। একথা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু করার কিছু নেই। কথাগুলো শুনে মোরগের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, গাধা ভাই! দুঃখ করে কি হবে বলো। মালিক যখন যাকে ইচ্ছা তাকেই যবেহ করে খায়। এ বয়সে চোখের সামনে তো কতজনকেই চলে যেতে দেখলাম। অতএব আমাকেও যেতে হবে। ইতিমধ্যে কুকুর এসে হাজির হয়ে বলল, তোমরা দু'জনে কি গল্প করছো? ও কুকুর ভাই, তুমি এসেছো! ভাবছিলাম তোমাকেও ডাকতে পাঠাব। বলল গাধা। কুকুর বলল, কেন বলতো? গাধা বলল। আজতো বাড়ির মালিক নেই। তাই ভাবছি তিনজনে বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি। 'তাই নাকি! তাহ'লে তো বেশ মজাই হয়। তবে আর দেরি কেন? শুরু কর। বলল কুকুর।

গাধা ঃ মোরগ ভাই, তোমার কাছে একটা বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে। প্রতিদিন ভোরে তুমি ডানা ঝাপটে নিয়ে ডাকতে শুরু কর কেন?

মোরগ ঃ আল্লাহ আমাকে ফেরেস্তাদের দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই ফেরেস্তাকে দেখলেই আমি ডাকতে শুরু করি। আল্লাহ্র মু'মিন বান্দাদের ছালাতের জন্য জাগিয়ে তুলি। জানো, আমার ডাক শুনলে তাদেরকে একটি দো'আ পড়তে হয়।

গাধা ঃ তুমি জানলে কি করে?

মোরগ ঃ একদিন আমি মসজিদের উঠানে ডেকেছিলাম। সেদিন মসজিদের বারান্দায় এক ওস্তাদ ও তার ছাত্ররা বসা ছিলো। তখন ওস্তাদ তার ছাত্রদের একথা বলেছিলেন।

গাধা ঃ মোরগ ভাই, আমাদের মালিক তো ছালাতই পড়ে না। বরং ভোরে যেন নাক ডেকে ডেকে ঘুমায়। আর তোমার ডাক শুনে দো'আ পড়বে কখন। হি...হি...হি...। জানো মোরগ ভাই, আমি শয়তানকে দেখতে পাই। আল্লাহ আমায় এ ক্ষমতা দিয়েছেন। আর আমার ডাক শুনলে ও তাদের দো'আ পড়তে হয়।

কুকুর ঃ আমিও তো তোমার মত শয়তানকে দেখতে পাই। তখন আমিও চিৎকার করে উঠি। তবে আমার চিৎকার শুনলেও তো তাদের দো'আ পড়তে হবে।

গাধা ঃ ঠিক বলেছো। তবে আল্লাহ্র বান্দারা বড়ই অবাধ্য। আল্লাহ্র হুকুম পালন করে না। আমার মালিকের কথাই বলি- একদিন পিঠে বোঝা নিয়ে মালিকের সাথে পথ চলছিলাম। পথে শয়তানের আক্রমণে হঠাৎ হোঁচট খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠলাম। মালিক তখন দো'আ পড়ে শয়তানকে না তাড়িয়ে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল।

কুকুর : গাধা ভাই, আমাদের মালিক আসলে ভালো লোক নয়। ওরা পোলাও গোশত খায়, আর আমি হাড়-হাড্ডি খেয়ে ওদের আনুগত্য করি। তবুও আমায় লাথি মারে, আমার দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে।

গাধা ঃ জানো কুকুর ভাই, আমার এক স্বজাতি ভাইয়ের মালিক খুব ভাল। তাকে পথের মধ্যে বিশ্রাম দেয়। পথিমধ্যে আযান হ'লে তার মালিক ছালাতে যায়। এভাবে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম পায়। ঐ যা ! আমাদের মালিক যে এসে পড়েছে। শিগ্গির তোমরা কেটে পড়ো। নইলে সন্দেহ করবে।

'তুমি ঠিক বলেছো। এখানে আর থাকা যাবেনা' বলে কুকুর দৌড়ে পালালো। মোরগও তার গন্তব্যে ফিরে এলো।

শিক্ষা :

১। মোরগের ডাক শুনলে 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ ফায্লিকা' পড়তে হয়।

২। গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে 'আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' পড়তে হয়।

সম অধিকারের পরিণাম

চর্তুপার্শ্বে কাঁটাবেড়া দ্বারা আবেষ্টিত বিশাল পুকুরের উপর তৈরি করা হয়েছে হাঁস-মুরগির খামার। যাতে ছানাসহ প্রায় শ'দুয়েক মুরগি পালন প্রক্রিয়া চলছে। হাঁস গুলো পুকুরের সর্বত্র বিচরণ করে খাদ্যের সন্ধান চালায়। আর মুরগিগুলো শুধুমাত্র পুকুর পাড়ে খাদ্য অনুসন্ধান করে। কেননা পুকুরের পানি তাদের জন্য উপযোগী ও নিরাপদ স্থল নয়। তাই হাঁসগুলো যখন পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে ঠোঁটে মাছ সহকারে পানির উপর ভেসে ওঠে এবং তা মজা করে খায়, তখন মুরগিগুলো পাড়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করে ও খুব আফসোস করে। অনেকের যেন জিভে জল এসে যায়। হাঁসের ছানাগুলো যখন পানিতে ডুব দেয়, সাঁতার কাটে, একে অপরকে ধাওয়া করে এভাবে খেলা করে এবং মাঝে মাঝে মাছ ধরে খায় তখন মুরগির ছানাগুলোর ও ঠিক অনুরূপ করার সাধ জাগে। তাই মুরগির ছানাগুলো একদিন তাদের মায়েদের কাছে পানিতে নামার আবদার করে বসল। মায়েরা বাচ্চাদের মুখে এ আবদার শুনে বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহিত

হ'ল। ফলে সকল মুরগি একত্রিত হয়ে একদিন মতবিনিময় সভার আয়োজন করল। এ সভায় প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ মতামত তুলে ধরল। একটি মুরগি বলল, একই গন্ডীর মাঝে আমাদের সবার বসবাস। অথচ হাঁসগুলো যখন যেখানে খুশি তখন সেখানে ইচ্ছেমত বিচরণ করছে। আর আমারা শুধুমাত্র পুকুর পাড়ে বিচরণ করছি। অপর একটি মুরগি বলল, তারা সকল প্রকার খাদ্যে ভাগ বসাচ্ছে। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত অনেক খাদ্য হ'তে বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু তাদের চেয়ে আমরা কোনো অংশে কম নই। তারা ডিম দেয়, মাংস দেয়। আমরাও এসব দিয়ে থাকি। তাদের বিষ্ঠা যেমন মাছের খাদ্য, আমাদের ও বিষ্ঠাও তেমনি মাছের খাদ্য। আর একটি মুরগি বলল, তুমি ঠিক বলেছো। আমরা তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই। তবে অধিকারের ক্ষেত্রে কেন এ অনিয়ম থাকবে ? কেন আমরা বঞ্চিত হব? তাদের মত কেন সর্বত্র বিচরণ করতে ও কর্তৃত্ব খাটাতে পারব না ? এটা হ'তে পারে না। তালে তাল মিলিয়ে অপর এক মুরগি বলল, আমাদেরও পাখা রয়েছে। আমরাও উড়তে পারি। তবে কিসের ভয়ে আমরা পানিতে নামছি না ? কোনো সমস্যা হ'লে উড়াল দিয়ে ওপারে চলে যাব। অন্যসব মুরগি সুর মিলিয়ে একত্রে বলে উঠল, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো। তবে আর দেরি কেন? চলো, আজকেই নামা যাক। যেই কথা সেই কাজ। সকল মুরগি দল বেঁধে পানির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো। এবার নামার পালা। হাঁসগুলো এ দৃশ্য দেখে বেশ অবাক হ'ল। একটি হাঁস বলল, তোমরা কি করতে চাচ্ছো ? জবাবে এক মুরগি বলল, আমরাও আজ থেকে পানিতে নামবো , মাছ ধরে ধরে খাবো । হাঁসটি আবার বলল, তোমরা কেন এ ভুল করতে যাচ্ছো ? এ পরিবেশ তোমাদের জন্য উপযোগী নয়। তাকে থামিয়ে দিয়ে অপর এক মুরগি ধমকের স্বরে বলল, চুপ কর! আমাদের নামতে না দেয়ার ফন্দি আঁটছো? আমরা তোমাদের কোনো প্রকার কান ভাঙানিতে ভুলতে রাজি নই। অতঃপর বলল, 'চলো সবাই, এবার নেমে পড়ি, বলে সকল মুরগি একত্রে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুরগির ছানাগুলো পুকুরের পানিতে নাকানি-চুবানি খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করল। মুরগিগুলো পানিতে প্রাণপনে সাঁতরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল। অতঃপর উড়াল দিয়ে পুকুর পাড়ে উঠতে চাইলো। অতিকষ্টে কিছু মুরগি পাড়ে উঠলো। বাকিগুলো ব্যর্থ হ'ল। অবশেষে পুকুরের পানিতে তাদের জীবন সাঙ্গ হ'ল। পাড়ে উঠা মুরগিগুলো ভীষণভাবে লজ্জিত হ'ল।

শিক্ষা :

১। হাঁস গুলোকে পুরুষজাতি ও মুরগি গুলোকে নারীজাতি কল্পনা করে গল্প থেকে এ শিক্ষা পাই যে, পুরুষদের বিচরণ ও কর্তৃত্বের স্থল এবং নারীদের বিচরণ ও কর্তৃত্বের স্থল এক নয়। তাই সম অধিকারের নামে কোনো নারী যদি পুরুষদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে সর্বত্র নিজেকে জাহির করতে চায় তবে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই দুর্ভোগ নেমে আসবে। কাজেই নারী জাতিরা সাবধান হৌন!

২। অহি-র জ্ঞানাভাবে নবীন, প্রবীণ সকলেই এরূপে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যার দরুণ অনেক সময় জীবনের চরম মূল্য দিতে হয়। তাই অহি-র জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

দুনিয়াবী শিক্ষার কুফল

অতীতে এক প্রতাপশালী মুসলিম রাজা ছিল। যার দাপটে প্রজাগণ ভয়ে ভয়ে কালাতিপাত করত। রাজার ছিল তিন পুত্র। তিন পুত্রকেই উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য ক্রমান্বয়ে লণ্ডনে পাঠিয়েছিল। তাই পুত্রত্রয়ের প্রত্যেকেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু ধর্ম বলতে তাদের মাঝে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানকেই যেন বুঝত। রাজা যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হ'ল তখন তিন পুত্র মিলে শ'খানেক হাফেজকে ডেকে এনে জাঁকজমকভাবে কুরআন তিলাওয়াতের আসর বসালো। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক কুরআন তিলাওয়াতের পর গরু খাসি দ্বারা উত্তমরূপে খাইয়ে কিছু উপঢৌকন হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় জানালো। পরদিন ফজর হ'তে না হ'তে রাজার মৃত্যুবার্তা গোটা রাজত্ব ব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। রাজার পুত্রত্রয় দু'চারজন মৌলবী ডেকে এনে পিতার দাফন কার্য সেরে নিল। অতঃপর দো'আ খায়ের সেরে রাজত্বের সকল প্রজাসাধারণকে পেটপুরে খাইয়ে বিদায় করল। পরদিন থেকেই রাজার বড় ছেলে রাজত্বের দায়ভার গ্রহণ করল। অতঃপর পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কথা সুন্দর চাকচিক্যময় নকশাখচিত ছোট্ট প্রাসাদ তৈরি করল। মেজ ছেলে পিতার প্রতি বড় ভাইয়ের এ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ স্বরণপূর্বক পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের প্রত্যাশায় স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত একটি বিশালাকার পিতার ভাস্কর্য তৈরি করে রাজ প্রাসাদের মূল ফটকে স্থাপন করল। উদ্দেশ্য হ'ল- গোটা রাজত্বব্যাপী প্রজাগণের নিকট পিতাকে স্বরণীয় ও বরণীয় করে রাখা। পিতার প্রতি বড় ভাই ও মেজ ভাই-এর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার এরূপ নিদর্শন দেখে ছোট ছেলেও কিছু করার মনস্থ করল। অতঃপর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের জন্য একটি করে স্বর্ণ খচিত প্রাচীর-ভাস্কর্য বানিয়ে নিয়ে প্রতিটি কক্ষে লটকিয়ে দিল। উদ্দেশ্য হ'ল- প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ তথা গোটা প্রাসাদব্যাপী বসবাসকারী সকলের নিকট পিতাকে স্বরণীয় করে রাখা। এভাবে রাজ প্রাসাদ রাজ মূর্তিশালায় পরিণত হ'ল।

শিক্ষা :

১। দুনিয়াবী শিক্ষা যত পাহাড় তুল্যই হোক না কেন ধর্মীয় শিক্ষা তথা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনো মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হ'তে পারে না।

২। ভক্তি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মূর্খরা এরূপ হীনকর্মই করে থাকে। যার মাধ্যমে কল্যাণের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তিকে অকল্যাণের দিকেই ঠেলে দেয়।

-মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

Contents

কবিতা

তাওহীদের ডাক

-স্বজন রহমান নয়ন
গোভীপুর, মেহেরপুর।

তাওহীদের ঐ ডাক দিয়ে চলো সামনে এগিয়ে,
পরকালের বীজ বপন করি সকলে মিলে।
মানব রচিত বিধান বাতিল করে,
ওহী-র বিধান কায়েম করি মোরা সবাই মিলে।
তাওহীদের ঐ ডাক দিয়েছে আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীরের আনুগত্য করে আমি চলছি সবদিক।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আমি ছহীহ পন্থায় পড়ি,
লোকজনকে ডেকে আমি ছহীহ হাদীছ বলি।
সাংগঠনিক বই-পুস্তক আমি রাখি সংগ্রহে,
মাসিক আত-তাহরীক সাগ্রহে নিয়মিত পড়ি।
এসবগুলির মাধ্যমে আমি জ্ঞান অর্জন করি।
হক্বের কথা বলতে গেলে বিদ'আতীরা দেয় বাধা,
মুচকি হেসে আমায় ওরা বলছে বড় বোকা।
হক্বের পথে টিকে থাকতে করছি মরণপণ,
দিশারী আমার আল্লাহ্র দেয়া পবিত্র কুরআন।
জামা'আতবদ্ধ জীবন আমায় দিয়েছে মুক্তির সন্ধান,
সংঘবদ্ধ থাকব আমি মেনে আল্লাহ্র বিধান।
তাইতো আমি যুবকদের নিয়ে হচ্ছি সংঘবদ্ধ।
চরমপন্থা ত্যাগ করে মধ্য পন্থা ধর।
যুবকদের মধ্য রাসূল (সাঃ) দেখেছেন আহলেহাদীছের চিহ্ন,
এক শ্রেণীর লোক আহলেহাদীছকে করতে চায় ছিন্ন ভিন্ন।
ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের পথে টিকে থাকবে এক দল,
ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন আহলেহাদীছ তার নাম।
তাই তো যুবসংঘ করে যাচ্ছে দীর্ঘ সংগ্রাম
নিশ্চয় সত্যর কাছে মিথ্যার হবে পরাজয়।

অছিয়তনামা

-মুহাম্মদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

জন্ম যখন নিয়েছি এ ধরায়
মরণ একদিন হবে নিশ্চয়ই।
তাই মোর আপনজনদের
অছিয়ত করে যাই
মরণ-ক্ষণে বসে শিয়রে
'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুর
তালক্বীন দিয়ো মোরে।
এটা ভিন্ন অন্য কিছু
করো না আমার তরে।
ইহজীবন শেষে মৃত্যু ঘটলে
'ইন্না-লিল্লাহ...' পড়ে নিয়ো সকলে,
কেঁদো না উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে
মুখ-বুক চাপড়িয়ে কাপড় ছিঁড়ে।
'শোক সংবাদ' প্রচার করো না মাইকে,
মুখে মুখে বা ফোন মারফতে
জানিয়ে দিয়ো কেবল স্বজনকে।
গোসল দিয়ো মোর বদন যারা
বরই পাতা গরম পানি দ্বারা,
তিন টুকরো কাফনের কাপড়ে
জড়িয়ে দিয়ো দেহখানি মোর
শিগগির সারতে দাফনকার্য
খাটিয়ায় করে স্কন্ধে তুলে
কোথাও না দাঁড়িয়ে এক গতিতে
নিয়ে যেয়ো জানাযাস্থলে।
উচ্চৈঃস্বরে- যিকির তিলাওয়াত
করো না জানাযা বহনকালে,
মরণ-চিন্তা স্মরণে এনে
গম্ভীরভাবে হেঁটো সকলে।
জানাযা পড়ে রেখে কবরে
শুধু তিন মুঠি মাটি দিয়ো
কবর উপরে 'বিসমিল্লাহ' বলে ।
হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ
করো না কেউ আমার তরে,
'আল্লা-হুম্মাগ ফিরলাহু ওয়া ছাব্বিতহু'
একাকী সবাই নিয়ো পড়ে।
কুরআনখানি, কুলখানি, চেহলাম, কালেমাখানি,
চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, ছওয়াব রেসানী
এরূপ সকল বিদ'আত ছেড়ে
দান-ছাদক্বাহ সাধ্যমত করিও মোর তরে।
কবর-ঘিরে শিরকী কর্ম যত
সব হ'তে থেকো বিরত,
তাই জেনে নিয়ো শিরক-বিদ'আতগুলো
হে জাতি! স্মরণে রেখ,ছিয়তগুলো।

জ্ঞানার্জনে তুমি

-বযলুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রা. বি.।

কুরআন বলে জ্ঞানার্জনে, তাক্বওয়ার ভীত গড়ো
আলীম যিনি শিখিয়ে দিবেন বানিয়ে দিবেন হিরো।
সফল-বিফল রচনাকারী তিনি মহান আল্লাহ
সকলকাজে পথপ্রর্দশক শেষনবী রাসূলুল্লাহ।
সবার আগে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করো
এবার পড়ায় চেষ্টা চালাও পার বা না পারো
মুমিন তুমি তোমার মাঝে দৃঢ় প্রত্যয় আছে
শিখতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লেও হয় না সময় মিছে।
হয়োনা হীন-দুর্বল মনা জাগাও মনে আশা
যতই বন্ধুর হৌক না সে পথ দিবেন তিনি দিশা
মুমিনের কাজ হয় না বৃথা এই নীতিতে চলো
অন্ধকার পথ ঘুচবে তোমার পাবেই পাবে আলো।
পড়তে থাকো জানতে থাকো তাঁর নামে রব যিনি
পড়ার আদেশে অহি-র শুরু করেছেন কুরআনে তিনি।

Contents

সংগঠন সংবাদ

‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন

গত ২৫শে আগস্ট’১৬ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর (২০১৬-২১৮ সেশনে) কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের পরে দেশব্যাপী যেলা কমিটি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ উপলক্ষে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন যেলা সমূহে সফর করেন। যেলা সমূহের পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ’ল-

(১) গাইবান্ধা পশ্চিম, ২১শে অক্টোবর’১৬ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম‘আ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে টি এন্ড টি কলোনী জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নূর মুহাম্মাদ প্রধান। আরো উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা‘বুদ। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম । অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি শফিউর রহমান, অর্থ সম্পাদক মাহতাবুদ্দীন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সভাপতি ও আশীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(২) ময়মনসিংহ উত্তর, ১লা নভেম্বর’১৬ মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মেকিয়ার কান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আল-আমীনকে সভাপতি ও আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৩) ময়মনসিংহ দক্ষিণ, ২ই নভেম্বর’১৬ বুধবার : অদ্য বাদ যোহর ময়মনসিংহ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে করাতিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে জুলহাসুদ্দীন ত্রিশালীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইদরীস আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৪) পাবনা, ৩ই নভেম্বর’১৬ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ পাবনা যেলার উদ্যোগে চাঁদমারি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন হোসেন সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হাসানকে সভাপতি ও সাদ্দামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫) বগুড়া, ২২ই অক্টোবর’১৬ শনিবার : অদ্য বাদ যোহর বগুড়া সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে সালাফিয়া হাফেযীয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে আল-আমীনকে সভাপতি ও নওশাদ পারভেযকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৬) পূর্ব জিনাডুলী, জামালপুর উত্তর ২৮ই অক্টোবর’১৬ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম‘আ জামালপুর উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পূর্ব জিনাডুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মাওলানা মাকবুল হোসাইন তুফানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে এস. এম. এরশাদ আলমকে সভাপতি ও ছামিউল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭) নরসিংদী, ২৮ অক্টোবর’১৬ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘ’ নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাচঁদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘আন্দোলন’-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা

Contents

সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আমীনুদ্দীন, মুহাম্মাদ মাহফূজুল ইসলাম, শরীফুদ্দীন ভূইয়া, মুজাহিদুল ইসলাম । উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুছ ছাত্তারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'- এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৮) তাহেরপুর, রাজশাহী ৩ ই ডিসেম্বর'১৬ শনিবার : অদ্য বাদ যোহর তাহেরপুর পৌর এলাকা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে তাহেরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহেরপুর পৌর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি খায়রুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মীযানুর রহমান আল-কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট তাহেরপুর পৌর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৯) পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৩রা ফেব্রুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পতেঙ্গাস্থ বাইতুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (২০১৬-২০১৮ সেশন)'-এর চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১০) তিনমাথা, বগুড়া ১১ই ফেব্রুয়ারী'১৭ শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় থেকে আছর পর্যন্ত ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বগুড়া সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও সাধারণ সম্পাদক আশীকুর রহমান প্রমুখ।

(১১) জুগীপাড়া, বাগাতিপাড়া নাটোর ২০শে জানুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় থেকে মাগরিব পর্যন্ত জুগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নাটোর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১২) হাটিয়াকুটি, তারাগঞ্জ রংপুর ৫ই জানুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আসর হাটিয়াকুটি আহলেহাদীছ 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সোণামনি সালাফিয়া মাদরাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১৩) হাটদামনাস, বাগমারা রাজশাহী ২৭শে জানুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ হাটদামনাস এলাকা আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ লাইব্রেরী উদ্বোধন' উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাটদামনাস এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১৪) সোনাপুর, মহাদেবপুর নওগাঁ ৯ই ফেব্রুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন।

(১৫) তারাইলদার, জামালপুর উত্তর ১১ই জানুয়ারী'১৭ বুধবার : অদ্য সকাল ২-টায় মিলনদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'-এর সভাপতি এস. এম. এরশাদ আলমকে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে

Contents

উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি শামীম আহমাদ।

(১৬) মুনীপুর বাজার, গাযীপুর ২৩ ডিসেম্বও'১৬ সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মুনীপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ, গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

(১৭) চাঁদপুর, বিরামপুর ২৮ ডিসেম্বর'১৬ বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুসতাকীম আহমাদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহহাব ও যেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(১৮) শিকটা, জয়পুরহাট ২৯ ডিসেম্বর'১৬ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় শিকটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর শাখা সভাপতি তাহমিম মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১৯) পাটুলীপাড়া, টাঙ্গাইল ৩ই ফেব্রুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পাটুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঙ্গাইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি শামীম আহমাদ, যেলার বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও ইসমাঈল হোসেকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(২০) বরকোয়া, কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ ১৯ই জানুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বরকোয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(২১) শালিয়া, ঝিনাইদহ ৩১ই জানুয়ারী'১৭ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর ঝিনাইদহ সদর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(২২) বায়া, পবা রাজশাহী ১৭ই ফেব্রুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বায়া এলাকা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে বায়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বায়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফজলুর করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, রাজশাহী যেলা সদর 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আফযাল হোসাইন, রাজশাহী মহানগরী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক এ্যাডভোকেট জারজিস প্রমুখ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. বর্তমানে দেশের সর্বমোট উৎপাদিত মাছের শতকরা কত ভাগ ইলিশ?
উত্তর : প্রায় ১২ ভাগ।
২. রেল মন্ত্রণালয় কত সালে গঠন করা হয়?
উত্তর : ২০১১ সালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ভেঙ্গে রেল মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।
৩. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হয় কত সালে?
উত্তর : ১৬১০ সালে।
৪. কোন স্থানকে ২০১৬-২০১৭ সালের জন্য 'সার্ক' সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে।
৫. নির্মাণাধীন 'পদ্মা সেতু' কোন দু'টি যেলা সংযুক্ত করেছে?
উত্তর : মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুর।
৬. বাংলাদেশে বর্তমান মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।
৭. বাংলাদেশের বর্তমান মানুষের গড় আয়ু কত?
উত্তর : ৭০.৭ বছর।
৮. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র কি?
উত্তর : দৈনিক আযাদ।
৯. বাংলাদেশে সাংবাদিকতার জনক কে?
উত্তর : আযাদ পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁ।
১০. বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার ?
উত্তর : ৬০১৭ বর্গকিমি।
১১. বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি কোন সালে স্থাপিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে ।
১২. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যলয়েসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম কি?
উত্তর : UGC।
১৩. প্রস্তাবিত 'রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি' কোন নদীর তীরে স্থাপিত হবে?
উত্তর : পশুর ।
১৪. 'বরেন্দ্র জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রাজশাহীতে।
১৫. 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'-এর বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : মেজর জেনারেল আবুল হোসেন।
১৬. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬.২৯ কোটি।
১৭. 'কাটার মাস্টার' নামে খ্যাত ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর অভিষেক একদিনের আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটে সিরিজে মোট কতটি উইকেট সংগ্রহ করেন ?
উত্তর : ১৩ উইকেট।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক)

১. আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশ কোনটি?
উত্তর : কাজাখিস্তান।
২. বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চীন প্রদত্ত 'নবযাত্র' ও 'জয়যাত্রা' সাবমেরিন দু'টির মূল্য কত?
উত্তর : ২০ কোটি ৩৩ লাখ ডলার বাংলাদেশী টাকায় দেড় হাজার কোটি।
৩. বিশ্বের কোন মুদ্রার মূল্যমান সবচেয়ে বেশী ?
উত্তর : কুয়েতী দিনার।
৪. ভুটান শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর : সংস্কৃত শব্দ 'ভূ-উত্থান' থেকে, যার অর্থ 'উচুঁ ভূমি'।
৫. সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
উত্তর : ডেনমার্ক ।
৬. প্রথম 'সার্ক' সাংস্কৃতিক রাজধানী কোনটি?
উত্তর : বামিয়ান (আফগানিস্তান)।
৭. বিশ্বের মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৭৪৩.৩০ কোটি।
৮. সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সর্বাধিক জম্মাহারের দেশ কোনটি?
উত্তর : আফগানিস্তান।
৯. মালয়েশিয়ার নবনির্বাচিত রাজার নাম কি?
উত্তর : পঞ্চম মুহাম্মাদ
১০.পাকিস্তানের নতুন সেনা প্রধানের নাম কি?
উত্তর : জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া; ২৯ নভেম্বর ২০১৬।
১১. যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১২. সউদী আরবভিত্তিক 'প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আযীয ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ওয়াটার' (PSIPW) কোন বাংঙ্গালী বিজ্ঞানী পদক পান?
উত্তর : বাংলাদেশী বিজ্ঞানী টাইটস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম ও তাঁর দল।
১৩. কোন জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক সৌর জোটে সদস্য পদ লাভ করে?
উত্তর : মরক্কোর মারাকাশে অনুষ্ঠিত ২২তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে।
১৪. সংশোধিত বর্ষপঞ্জি কবে থেকে চালু হবে এবং কি ধরণের পরিবর্তন দেখা যাবে?
উত্তর : ২০১৭ সাল থেকে, ফাল্গুন মাস ২৯ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনে এবং বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত প্রথম ছয় মাস হবে ৩১ দিনে।
১৫. 'পারকিনসন্স' রোগের কারণ উদ্ভাবন করেন কে?
উত্তর : বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ তরুণ ড. মিরাতুল মুক্বীত।
১৬. পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনপদের নাম কি?
উত্তর : মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গা জনপদ।
১৭. হাইড্রোজেনচালিত দূষণমুক্ত ট্রেন সর্বপ্রথম চালু হয়?
উত্তর : জার্মানির বার্লিনে।
১৮. লেবাননের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : সা'দ হারীরী, প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক্ব হারীরীর ছেলে।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. কুরআনের সর্ব প্রথম আদেশ কি?
উত্তর : তুমি পড়।
২. মোট কত বছরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে?
উত্তর : তেইশ বছরে।
৩. কোন সূরায় দু'বার তেলাওয়াতের সিজদা আছে?
উত্তর : সূরা হাজ্জে।
৪. কুরআনে মোট কতজন নবীর নাম উল্লেখ আছে?
উত্তর : ২৫জন।
৫. কুরআনুল কারীমে মোট কতগুলো আয়াত আছে?
উত্তর : (প্রসিদ্ধমতে) ৬২৩৬ টি।
৬. কুরআনুল কারীমের মোট কয়টি সূরা আছে?
উত্তর : ১১৪টি।
৭. কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা কাওছার।
৮. কুরআনুল কারীমের অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত কোনটি?
উত্তর : সূরা বাক্বারাহ্র ২৮১ নং আয়াত।
৯. কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা বাক্বারাহ।
১০. জাহান্নামের ফেরেশতা কয়জন?
উত্তর : ১৯ জন।
১১. আল্লাহ্র নূরের উদাহরণ কি?
উত্তর : তাকের ভিতর কাচের প্রদীপের মত।
১২. কোন দেশের আইনে চুরির শাস্তিতে চোরকে দাস বানানো হ'ত?
উত্তর : মিশর।
১৩. অবিশ্বাসীরা সূদকে কার মত মনে করে?
উত্তর : ব্যবসার মত।
১৪. আল্লাহ্র নবীর সবচেয়ে বড় মু'জিযা কি?
উত্তর : আল-কুরআন।
১৫. আল-কুরআনে ঘোষিত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?
উত্তর : যে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহবান করে।
১৬. সূরা ফাতিহার শেষে অভিশপ্ত ও ভ্রষ্ট কারা?
উত্তর : ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা।
১৭. কুরআনে মুহাম্মাদ (ছাঃ) নাম কতবার এসেছে?
উত্তর : ৪ বার।
১৮ কুরআনে আহমাদ নাম কতবার এসেছে?
উত্তর : ১বার।
১৯. কোন সূরার অপর নাম সূরা ইসরা?
উত্তর : সূরা বানী ইসরাঈল।
২০. ছাহাবার মধ্যে কুরআনে কার নাম উল্লেখ হয়েছে?
উত্তর : যায়েদ (রাঃ)-এর নাম।
২১. তিন সময়ে শিশুরাও রুমে প্রবেশ করতে অনুমতি নেবে, কোন কোন সময়ে?
উত্তর : ফজরের আগে, যোহরের আরামের সময় ও এশার পর।
২২. কুরআন মাজীদে কোন নবীর দাড়ির কথা উল্লেখ আছে?
উত্তর : হারূন (আঃ)।
২৩. সূরা আছরের শানে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কি বলেছেন?
উত্তর : কুরআনে মানবজাতির জন্য অন্য কোন সূরা নাযিল না হ'লেও যথেষ্ট ছিল?
২৪. কুরআনুল কারীমে মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা ফাতিহা।
২৫. কোন সূরা পড়লে কবরের আযাব মাফ হয়?
উত্তর : সূরা মুল্ক।
২৬. কুরআনের প্রথম আয়াত কোথায় নাযিল হয়েছে?
উত্তর : মক্কায় নূর পাহাড়ের হেরা গুহায়।
২৭. কোন সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই?
উত্তর : সূরা তাওবার প্রথমে।
২৮. এ দুনিয়াতে মানবতার সবচেয়ে বড় নে'মত কি?
উত্তর : ইসলাম।
২৯. কোন সময় ১ রাকা'আত ছালাত পড়লে ৩০ হাযার রাক'আত অপেক্ষা বেশী ছালাত পড়া হয়?
উত্তর : ক্বদরের রাতে।
৩০. মাসের মধ্যে কোন মাসের নাম কুরআনে উল্লেখ আছে?
উত্তর : রামাযান মাসের নাম।
৩১. কোন সূরার অপর নাম সূরা ইনসান?
উত্তর : সূরা দাহর।
৩২. পার্থিব জীবনের উদাহরণ কি?
বৃষ্টি বর্ষণের পর সবুজ ঘাসের মত, যা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে খড়-কুটায় পরিণত হয়।
৩৩. কুরআনে মানুষকে আল্লাহ্র প্রথম নিষেধ কি?
উত্তর : শিরক করো না।
৩৪. মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদ করেন কে?
উত্তর : মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খৃ.)।
৩৫. কুরআনের তিনটি নাম উল্লেখ কর?
উত্তর : ফুরকান, হুদা, কিতাব।
৩৬. কোন সূরায় দু'বার বিসমিল্লাহ আছে?
উত্তর : সূরা নামলের শুরুতে এবং মাঝে।
৩৭. কোন সূরাটি দু'টি ফলের নাম দিয়ে শুরু হয়েছে?
উত্তর : সূরা তিন।
৩৮. কোন সূরার অপর নাম সূরা গাফের?
উত্তর : সূরা মু'মিন।
৩৯. কুরআন মাজীদের অর্ধাংশ কি?
উত্তর : সূরা কাহাফের ১৯ নং আয়াতের وَلْيَتَلَطَّفْ শব্দ।
৪০. প্রসিদ্ধ পাঁচটি তাফসীরের নাম বল?
উত্তর : তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাতহুল কাদীর, তাবারী, কুরতুবী ও বাগাবী।
৪১. মুজাদালাহ অর্থ কি?
উত্তর : বিতর্ক করা।
৪২. আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করার উদাহরণ কি?
উত্তর : মাকড়সার জাল সদৃশ।